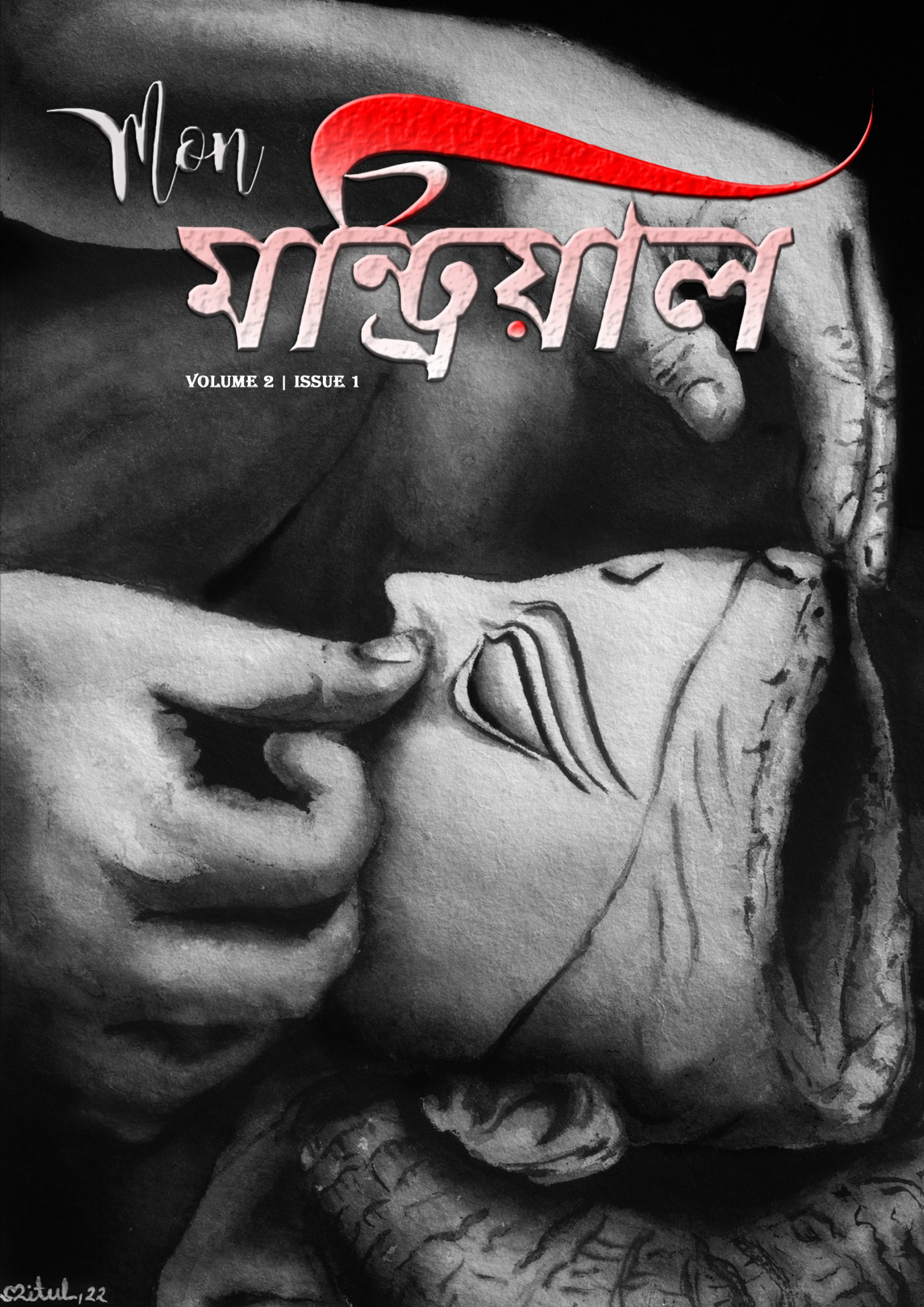
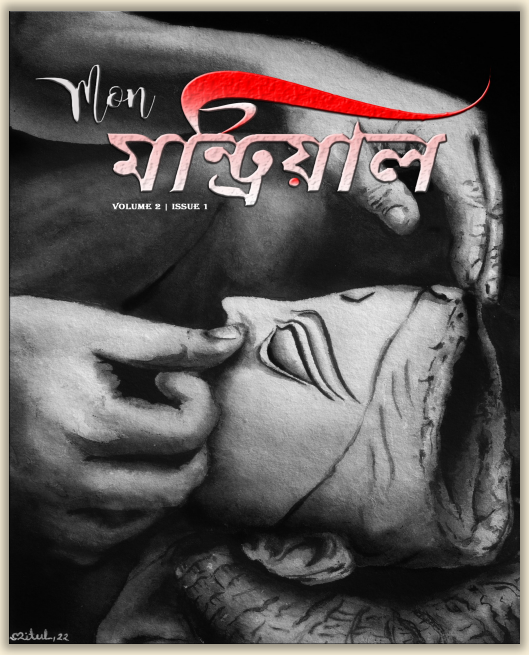

Mon
মন্ত্রিয়াল
VOLUME 2 | ISSUE 1

॥ উৎসর্গ ॥

ভারতীয় বাঙালী সংগঠন, মন্ট্রিয়ালের সেই সব সদস্যদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে, যারা গত বছর নশ্বর জীবনের রাগ-দ্বেষ, ক্লেশ-আনন্দ ও রূপ-রস-গন্ধের ঊর্ধ্বে অনন্তের পথে চলে গিয়েছেন।



প্রকাশকাল (Date of publication)

২২ কার্ত্তিক ১৪২৯, (9th Nov. 2022)

স্বত্ব: ভারতীয় বাঙালী সংগঠন, মন্ট্রিয়াল

© 2022 Indian Bengali Association of Montreal

প্রচ্ছদ (Cover)

সহেলী মিতুল (Shahali Mitul)

সম্পাদকমণ্ডলী (Editorial Board)

আমন্ত্রিত সদস্য (Invited members)

অর্চিষ্মান চৌধুরী (Archisman Chaudhuri)
অন্বেষা ভট্টাচার্য (Anwesha Bhattacharjee)
ঊর্মিভূষণ ভক্ত (Urmibhushan Bhakta)
চান্দ্রেয়ী চক্রবর্তী (Chandreyi Chakraborty)
মৈনাক ব্যানার্জী (Moinak Banerjee)
শৌভিক সামন্ত (Soubhik Samanta)
সিমিতা কুন্ডু (Simita Kundu)
সৈকত (Saikat)

কার্যনির্বাহী সমিতির প্রতিনিধি
(Representative of Executive Committee)

অমরদীপ কুমার সিং (Amardip Kumar Singh)
সুস্মিতা বোস (Susmita Bose)

প্রাককথন

'পুজো' – হিন্দু বাঙালীর জাতীয় জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রথানুযায়ী পুষ্পাঞ্জলি, হোম, ও আরও নানা উপাচারের মধ্যে দিয়ে সর্বশক্তিময়ী প্রকৃতির কাছে আত্মনিবেদনের প্রক্রিয়াকে অতিক্রম ক'রে হ'য়ে ওঠা এক সার্বজনীন উৎসব - দুর্গোৎসব। বর্ষণসিক্ত বাংলার প্রকৃতি পর্যাপ্ত রস সঞ্চয় ক'রে সবুজ হ'য়ে ওঠে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে। প্রকৃতির এই রূপ বঙ্গবাসীর চেতনায় সচরাচর ধরা পরে সবুজ পাতার ওপর কাঁচা সোনার মতো রোদ্দুরে অথবা নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মত আদুরে মেঘের অনুষঙ্গে - আর তাই শারদোৎসবের উজ্জাপন বিশ্বাসী জীবনের শাস্ত্রীয় সীমানার দু'কূল উপচে অনায়াসে ছড়িয়ে পরে অপরাপর বিশ্বাস ও বোধের মানুষের কাছেও।

পরবাসী জীবনে বাঙালীর অন্যতম সাংস্কৃতিক যোগসূত্র হল দুর্গোৎসব। আশৈশব-কৈশোর লালিত লৌকিক অনুভূতি বাঙালী মানসে যে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার ক'রে পরদেশেও তা ধুয়ে মুছে যায় না - রয়ে যায় বর্ষণসিক্ত, স্নিগ্ধ প্রকৃতির নতুন ক'রে সেজে উঠবার বাৎসরিক স্মৃতিতে, বয়ে যায় অন্তঃসলিলা নদীর মত অলক্ষ্যে - কখনো বা নিজেরও অজান্তে। তাই তো সহসা নিরক্ষীয় অঞ্চলে – এখানে, সেখানে, এমনকি বিমানপোতের পাশে অযত্নে বেড়ে ওঠা কাশের গুচ্ছও তা'কে অসময়ে শারদস্মৃতিতে মেদুর ক'রে তোলে।

শরৎকালের রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রকৃতি বঙ্গবাসীর মনোজগতের দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দেয়। সে গান লেখে, রংবেরঙের পোশাক বানায়, বানায় রকমারি খাবার - রঙ-তুলি নিয়ে জুড়ে দেয় এক হৈ হৈ কাণ্ড – দেবীর মণ্ডপে ও প্রতিমায় ফুটে ওঠে তার রূপকল্প। এমনই কত বর্ণময় কল্পনা জমা হয় পূজাবার্ষিকীর পাতায় – বিশ্বাসীমনের আশ্রয়যাপন ও শিল্পীমনের অন্বেষণ চলতে থাকে পাশাপাশি। বিগত দু'বছরে, করোনাকালের স্তব্ধ হ'য়ে যাওয়া জীবনে পুজো হয়নি আমাদের - মোটের ওপর মুলতবি ছিল দুর্গোৎসব। সেই ভয়ানক গৃহবন্দী সময়ে নিভৃতবাসী মনের ক্যানভাস হিসেবে শুরু হয়েছিল মঁ-মন্ট্রিয়েলের প্রকাশনা। অনিবার্যভাবেই প্রথম দুটি সংখ্যায় ধরা পড়েছিল সেই নিদারুণ সময়ের কিছু ছবি। দীর্ঘ দু'বছর ধরে সুরঙ্গের শেষ প্রান্তে আলোর খোঁজ করে চলা পৃথিবীর সাথে আমরাও এ'বার অপেক্ষা করে ছিলাম নিভৃতবাস ভেঙে বেরিয়ে আবার লৌকিক পরিসরে মিশে যেতে - যেমন যেতাম আর কী? এ'বারে হয়েছে তা।

তাই এ'বছর তৃতীয় সংখ্যায় যেমন রয়েছে কবিতা, গল্প, ভ্রমণ কাহিনী, ছবি, ইত্যাদি, তেমনই এই সংখ্যায় ধরা রইল সেই সব গল্পও – যা কেবলমাত্র মন্ট্রিয়েলবাসী বাঙালীর স্মৃতিচারণের উপাদানই নয় – শোক থেকে আনন্দে উত্তরণের সঙ্গীও।

সূচী

Table of Contents

|| ধানসিড়ি ||

আমার পুজো
Ananya Jana
২ | 2

রুদ্বশ্বাসে
Ranya Rahim
৩ | 3

Goddess
Ninia De
৪ | 4

Remnants of Love
Soumi Chatterjee
৫ | 5

Dementia
Debapriya Mondal
৬ | 6

|| কথা ও কাহিনী ||

|| ছোট গল্প ||

খোলা আকাশের খোঁজে
কৌস্তব চক্রবর্তী
৮ – ১০| 8 – 10

বিসর্জন
মৌমিতা সাহা
১১ – ১৩ | 11- 13

একটি সত্যি অলৌকিক ঘটনা
সুব্রত বোস
১৪ – ১৭ | 14 - 17

|| বড় গল্প ||

উড়ন্ত বিকেল ও একটি প্রজাপতি
রুবানা ফারাহ্ আদিবা
১৮ – ২২ | 18 – 22

ইনফিউসড গপ্পো
কৃষ্ণা মিশ্র ভট্টাচার্য
২৩ – ২৬ | 23 - 26

পুজোর গন্ধ
প্রিয়ঙ্কন চ্যাটার্জী
২৭ – ৩১ | 27 – 31

Cassytha
Anwesha Bhattacharjee
৩২ – ৩৫ | 32 – 35

|| হাঁউ মাঁউ খাঁউ ||

Stir-Fried Udon Noodles with Mixed Vegetables
Suprakash Mukherjea
৩৬ – ৩৭ | 36 – 37

Kosha Mangsho
Subroto Bose
৩৮ – ৩৯ | 38 – 39

|| পুজো ||

What's the buzz @IBAM
Chandreyi Chakraborty
৪০ – ৪৯ | 40 – 49

|| ছোট হাতের বড় কাজ ||

What's Next?
Disha De
৫০ – ৫১ | 50 – 51

Two Paintings
Kaveesh Chakraborty
৫২ – ৫৩ | 52 – 53

শিশুদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা থেকে
৫৪ – ৫৭ | 54 – 57

|| নানা রঙের দিনগুলি ||

Robibarer Jolkhabarer Golpo (Sunday Breakfast Story)
Meghomita Das
৫৮ – ৬০ | 58 – 60

An Unusual Passage to India
Suprakash Mukherjea
৬১ – ৬৫ | 61 – 65

|| ফিরে দেখা ||

IBAM Remebers
Moinak Banerjee
৬৬ – ৭০ | 66 – 70

Rai Bahadur Ramaprasad Chanda: A Biography
Biswajit (Bish) Chanda
৭১ – ৮১ | 71 – 81

শুভেচ্ছাবার্তা
৮২ – ৮৩ | 82 – 83

|| ক্যামেরা ও ক্যানভাস ||

| চিত্রকলা |
৮৪ – ৯১ | 84 – 91

| ফটোগ্রাফী |
৯৩ – ১০০ | 93 – 100

|| কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ||

১০১ – ১০৬ | 101 – 106

(The views and opinions expressed are those of the authors and are not necessarily endorsed by the magazine).
লেখকের মতামত নিজস্ব; তা পত্রিকা পরিচালন গোষ্ঠীর মতামতকে প্রতিফলিত করে না।

ধানসিড়ি

Mon মন্ত্রিয়াল

আমার পুজো

চারিদিকে পুজো পুজো গন্ধ।
শিউলি ঝরা রোদ্দুর, কাশের বন,
মেঘ পালকের দেশ।
চারিদিকে মন ভালো করা আলো----
গান ---- সুর ---- আনন্দ, নতুন জামার গন্ধ।
মনে পড়ে সেই দুর্গামণ্ডপ ।
ঠাকুর দেখা ---- অঞ্জলি ---- ঢাকের বোল।
দশমীতে রাবণ বধ, বন্ধুদের সাথে আড্ডা,
কর্মসূত্রে আজ যে যার জায়গায়।
শত ব্যস্ততার মাঝেও, মন কিন্তু ছোটে
সেই দুর্গামণ্ডপে।
যেখানে আছে আমার 'মা'।
সেই লালপেড়ে শাড়ী, কপালে লাল টিপ
আর নৈবেদ্যর ফুল নিয়ে আমার অপেক্ষায়।।

- অনন্যা জানা

।। রুদ্ধশ্বাসে ।।

নোনতা মেঘে ভরিয়ে রাখি আঁখি;-
রুদ্ধশ্বাসে আমি তোমার অপেক্ষাতে থাকি।

দেখতে তোমায় ইচ্ছে করে খুব;-
আমার চোখের সামনে থেকেও কেমন তুমি ডুব!
রাত কেটে যায় তোমায় বিনা, সকাল অর্থহীন;
দিনের শেষে আমার কেবল অস্তাচলের ঋণ।

হৃদয়বাজি কেমনে ধরি দুঃখ লয়ে শ্বাসে?
বায়ান্ন তাস গুমড়ে কাঁদে মনের সর্বনাশে!

এ ফাঁকে বেশ–

ইচ্ছেগুলোর ক্যারামগুটি খেলছে লুকোচুরি;
চাওয়া পাওয়ার হিসেব খাতায় হচ্ছে জমা ফাঁকি!

ওদিকে ফের–

মনোক্ষিতির জঙ্গলে রোজ হলদে পাতার চাষ
ছোড়বিষাদের বিস্বাদ সেথায় বসত বারোমাস!

তবু,
রূপকথাদের প্রবোধ ভুলে কেমন করে থাকি??
রুদ্ধশ্বাসে তাই যে তোমার অপেক্ষাতেই আছি –!

রন্যা রহীম

Goddess

The soft chime of bangles
The shrill bells that jangle
The deep throated incense
The spiciness that tingles
The yellow marigold in my palm
Or the petals strewn on the ground
The melodic chants that resonate
The sound of OM that vibrates
Her third eye still watches me
Her brightness seems to engulf me
The sharpness of Her Trident
Or Her mellow smiling countenance
Does She still have some questions?
Or maybe She has all the answers
Is She laughing at our naïveté
Or chafing at our intolerance?
Across the light years of distance
We still fail to realize the eternal
We focus on the divisiveness
Where the truth should only unite us
The rituals are our feet of clay
Our Achilles heel will defeat us
She watches with indulgent amusement
Tinged with melancholies
While a brimful of sensation
tangles up our senses
Fogs up our intellect
Dulls our clarity and knowledge
While She waits and She waits
For that one moment of Realization
Incandescent in the light of Truth.

Ninia De

Remnants of Love

This time the pain was intense,
The tears were real.
It was not fine for her,
but with whom will she share this with....
What will she say???
It was always like this, isn't it?
Strange, crazy, and irritating.
Yet, there was an attraction,
A strong one.
Something that she couldn't even deny
even after more than a decade.
What would be like to be to stop faking?
She often gives it a thought.
How will it be???
If it's not so prim & proper with each other.
If it's all about being mad.
If it's just being getting into each other's skin.
The kiss is probably no longer wild.
It's more of an affection, a need of time.
The hug has turned to be more palpable.
It's like reliving the melancholic past.
What is it actually???
When she is with the person, she gets bored.
Yet just when they are about to bid bye....
There is a strange feeling of confinement.
Something which is not clear
even to her.
Moving on was always her forte.
She could never explain what goes wrong when it comes to him.
A man who never had any resemblance with her so-called ideal match.
Yet, he somehow fits in perfectly within her ever-confused soul.
She wished she could just tell him "Just go to hell"
She wished she could hug him and tell
"This time I'm not gonna share you with anyone"
She knew nothing as such will ever gonna happen....
A part of her incomplete life will always keep haunting her.
I wished amidst everything; I could ever tell her...
"Life is not always unfair.... come let's fall in love with each other"

Soumi Chatterjee

Dementia

1.
They say, 'keep patience',
Alas! Patience is that mirage to abhor my door.
They say, 'keep moving',
For me moving is to reach the end of my being,
They say, 'be an optimist',
But optimism is the grotesque version of surrealism,
Mere words are these, full of abstractionism,
Nothing merges; nothing remains but a handful of prisms.

2.
A growing sense of alienation,
Encircling,
An urge for retaining the euphoric
Pleasure of pre-natal existence,
Breaks down.
No homeland, no foreign country
Can give chamber!
No need to seek asylum,
Fraction remains

What grows with rhythm is fragmentation.
Integration is nothing but a shade of illusion.

3.
Clock runs,
It waits for none.
I say, 'Stop fool!
I will create eternity
Beyond your clutch!'
Clock frowns,
Smiles,
Me think,
What a joy!!!
Happiness will be
Brought.
Utopias will be

Formed.
Alas!!!
Nothing but a longing,
To remain unfulfilled whimpers!
I lay contented,
Closing my eyes

Never to open.
Have ceased to chide clock
Dangling between eternity
And ephemerality.
Clock smiles again, 'The play is done,
There's no time to return.

4.
The world is round,
Is it?
A thin veil grows
Between bloods bit by bit.
The growing unrest, the careless guffaw,
The queues of carcasses with conspicuous awe,
The lone streets, broken houses,
Are too grotesque to remember.
Come darling!
Let's sit together,
Let's forget all of these,
Let's pretend nothing has ever happened,
Let's pretend we have never discriminated blood and veins!
The world is round where nothing goes wrong!

Debapriya Mondal

কবি পরিচিতি

Poets' Profile



Debapriya Mondal

I was born and raised in Birbhum, the land of famous red soil, and studied English language and literature at Burdwan and Banaras Hindu University, respectively. Taught in a college for a couple of years. I simply adore reading and writing.



রন্যা রহীম

বাংলাদেশী-আমেরিকান, টেক্সাসের ডালাসে সপরিবারে বসবাস। রাজনৈতিক আর আর্থসামাজিক বিভিন্ন স্থানীয় প্রকল্পের প্রগতিশীল স্বেচ্ছাসেবক কর্মী। বর্তমানে প্রজেক্ট ম্যানেজার হিসেবে চাকরিরত একটি আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানে; সেই সঙ্গে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির এক্সটেন্সান প্রোগ্রামে ডিগ্রি কমপ্লিট করছি। লেখালেখির চর্চা বহু বছর ধরে - কবিতা, ছোট গল্প, প্রবন্ধ, সম্পাদনা, ইত্যাদিতে মনের শত শান্তি।



Ninia De

A full-time foodie and part-time poet and writer, she has written for several online publications in India and Montreal. In India she was part of the Audio-Visual arm of Times of India group, Radio Mirchi, and was associated with channel marketing and event management. In 2020, under Covid restrictions, she was part of the editorial board of the 'Mon Montreal' Magazine published by IBAM. Her favourite hobbies include curling up with a good book with tea or coffee and getting friends together for adda.



Soumi Chatterjee

Soumi here, working as an IT Domain Manager at NielsenIQ, based in Mumbai. Writing has always been a hobby and something really close to the heart.



অনন্যা জানা

আমি অনন্যা, হোমটাউন - খড়্গপুর, ইন্ডিয়া। কর্মসূত্রে এখন মন্ট্রিয়াল এ McGill ইউনিভার্সিটি তে রিসার্চ এর কাজে যুক্ত রয়েছি। রিসার্চ করা ছাড়াও গান গাইতে খুব ভালোবাসি।

কথা ও কাহিনী

মন মন্ত্রিয়াল



খোলা আকাশের খোঁজে

কৌস্তভ চক্রবর্তী

১

সন্ধে ৭টার ঘোষণা হল কাছের মসজিদে। হামিদ খাতা-পত্র গুটিয়ে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল - আসলাম, ইমাদ সবাই অপেক্ষা করছে।

সিঁড়ির নিচে গিটার রাখা, সেটা হাতে তুলে দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে পড়লো পাড়ার মোড়ের দিকে।

--"কি রে আজ কী শোনাবি, তোর নতুন বন্ধু লেনন কী বলছে আজ?"

হামিদ হেসে বলে, "আজ Girl গানটা শুনলাম বুঝলি, বি-সেভেন কর্ডটা মন ছুঁয়ে যাচ্ছে।"

রাত ১০টা অবধি গান চলে, কিছু লোকজন দাঁড়িয়ে ওদের গান শোনে। ইদানীং বন্ধুরা এই ব্যাপারটা খেয়াল করছে, যে হামিদদের গানের ভক্তের সংখ্যা ঊর্দ্ধগামী। পাশের বাড়ির টিভি থেকে হালকা খবরের ভেসে আসা, তাতে টুকরো কিছু শব্দ অজান্তেই সবার কানে লাগে – রকেট হামলা, শিশু মৃত্যু ইত্যাদি সংক্রান্ত।

ওরা টিনেজার, কাজেই জানে কী ঘটছে চারদিকে, তবু নিজেদের আলোচনাতে ও'সব আনে না। গানই ওদের প্রিয়, দু'একবার কথাও হয়েছে নিজেদের দল গড়ার কথা। হামিদরা এই অল্প বয়েসেই নিজেদের শিকড়ের গানের কথা বলে।

২

এবারে আড্ডা ভাঙার পালা, হামিদ গিটার কাঁধে এগিয়ে চলে বাড়ির দিকে, বাকিরাও গুটিগুটি এগোচ্ছে, হঠাৎই বাজের মতো আওয়াজ আর চারদিক উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বাড়ির দেওয়ালে নিজের একাধিক প্রতিবিম্ব দেখে চমকে ওঠে হামিদ। বন্ধুদের চিৎকার শুনতে পেয়ে উপরে তাকিয়ে দেখে রাতের আকাশে যেন আতশবাজির খেলা।

শেষ কিছুদিন ধর্মীয় উত্তেজনার ফল - আবার রকেট হামলা শুরু। হামিদ হতভম্ব হয়ে যায়, চোখের কোণ থেকে শুধু জল পড়ছে। চারদিক যেন থমকে ঝাপসা হয়ে গেছে, গোটা আকাশ গিলেছে ঘন কালো রাক্ষুসে ধোঁয়া।

হামিদের কল্পনার দুনিয়া এই মুহূর্তে এসে থমকে যায়, ঝাপসা দৃষ্টিতে তখন ওই আলোর ঝলকানি Beatles-এর কনসার্ট এর আলোয় পরিণত হয়েছে,

৩

সম্বিৎ ফেরে মায়ের ধাক্কাতে – হামিদ, হামিদ!!! আয় শিগগির, ব'লে মা টেনে নিয়ে যায় বাড়ির ভেতরে। বাড়ি পৌঁছতে শোনে ঘরের ভেতরে ছোট বোনেদের চিৎকার, পরিবারের ১৬-জন সদস্য সবাই জড়ো একতলার কোণের ঘরটাতে, ও'টাই ওদের শেল্টার। আরো বড় আক্রমণ আজ রাতেই হবে কি না, বড়দের ফিসফিসানিতে শোনার চেষ্টা করে হামিদ।

মা আর জেঠিমা ছোটদের শান্ত করার চেষ্টা করে চলেছে, হামিদও গিয়ে ওদের বোঝায়, তারপর বোন সুহানাকে নিয়ে ঘরের অন্য কোণে গিয়ে আস্তে আস্তে গান শোনাতে শুরু করে, Dear Prudence, Won't you come out to play.

হামিদের নিজের চোখ বুঁজে আসে, কিছুক্ষণ পরে দেখে সুহানা ঘুমিয়ে পড়েছে কোলেই, বাইরের আওয়াজও থিতু হয়েছে। মা এসে সুহানাকে কোলে করে নিয়ে যায়, হামিদ হামাগুড়ি গিয়ে কোনোক্রমে খাট অবধি পৌঁছে ঘুমিয়ে পড়ে, তখন কানে বাজছে, No Hell below Us, Above Us only Sky.

৪

পরের ক'দিন সাধারণ আর অসাধারণের টানাপোড়েন চলে হামিদ এবং শহরের সব মানুষের জীবনে। সারাদিনই রাজনৈতিক নেতাদের উস্কানি, গরম বক্তৃতা ইত্যাদি, নিরীহদের মুখে একরাশ প্রশ্ন ও হতভম্বতা।

যদি, এই দেশে-দেশে লড়াই না থাকতো, ... আমি আর তুমি বসে এমনই গান লিখতাম।

রমজান শেষ, তাই আজ বিশেষ খুশির দিন, সুহানা খুব খুশি ওর নতুন জামা নিয়ে, সবাইকে বিবরণ দিয়ে চলেছে অনর্গল জামার নকশা নিয়ে, ওর কথার ফুলঝুরিতে বাড়ির লোকে শ্রান্ত। খুশির ঈদের শেষে রাতের আহার জমজমাট, ঘুমের পালা।

৫

রাত ১:৩০, নিঝুম বাড়ি, ঘড়ির টিকটিক শব্দ আর কিছু নাক ডাকার আওয়াজ।

হঠাৎ কান ফাটা শব্দে গোটা বাড়ি কেঁপে ওঠে, চমকে জেগে ওঠে সবাই, বাচ্চারা ঘুমের মধ্যে আঁতকে চেঁচিয়ে ওঠে, আবার সেই কালো দিনের প্রত্যাবর্তন।

বাড়ির বড়রা দৌড়োদৌড়ি করছে, থেকে থেকে চিৎকার আশেপাশে, মায়েরা ছোটদের আঁকড়ে। হামিদের ছোটকাকা ঘরে ফিরে এসে চিৎকার করে বলতে থাকে নিচে যাওয়ার জন্য। খাট থেকে নেমে বোন সুহানাকে কোলে নিয়ে দরজার দিকে দৌড়োয় হামিদ - দরজার কাছে পৌঁছতেই স্টেজে সুরের ঝংকার আর দর্শকের চিৎকার, এ'সবই খুব স্পষ্ট হামিদের দৃষ্টি-স্বপ্নে। কয়েক মুহূর্ত কেটে যায়।

আবার প্রবল বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে বাড়ি; ছাদের চাঙড় খসে পরে সিঁড়ির উপরে।

কানে তালা লেগে গেছে, সুহানা চিৎকার করে ওকে আঁকড়ে আছে, গা-মাথা খসে পড়া সিমেন্টে ফ্যাকাশে, ধুলো-ধোঁয়াতে ভর্তি চার দিক, প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

হামিদ ওই ধসে পড়া সিঁড়ি দিয়েই চেষ্টা করে নামতে, সিঁড়ির বেশিরভাগটাই ভাঙা, এক কোণ দিয়ে নামছে আস্তে আস্তে, বোনকে কোলে রেখে ভার সামলে। কোনো ক্রমে দোতলা পৌঁছতেই প্রচন্ড জোরে বোমা পড়ল, চারিদিক ঘন কালো ধোঁয়ায় ভরপুর, হুড়মুড় করে দেয়াল ভেঙে পড়তে লাগল, আলো বন্ধ।

৬

বেশ কিছুক্ষণ কেটে যায়, শ্মশানের নিস্তব্ধতা। হঠাৎ ধ্বংসস্তূপ নড়ে ওঠে, হামিদ কাশতে কাশতে উঠে বসে, কানে তালা লেগে, সুহানার কী হল ভাবার ক্ষমতাটুকুও নেই আর।

চিৎকার করে ডাকার চেষ্টা করে হামিদ, গলা বোজা। পাশের একটা ভাঙা কাঠের টুকরো ধরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেই প্রচন্ড ব্যাথা শিরদাঁড়া বেয়ে ওঠে। হতোদ্যম হয়ে বসে পরে সে, দু'চোখ বেয়ে জল নেমে আসে।

মাটিতে শুয়ে পরে আস্তে আস্তে, ব্যাথা বাড়ছে। আস্তে আস্তে একটা উপলব্ধি হতে থাকে যে, বাঁচার আশা কম, এই ধ্বংসস্তূপ থেকে বেরোবার ক্ষমতা নেই, উদ্ধারকারী দলের লোকেরা তার খোঁজ পাওয়ার আগে হয়তো বাড়িটাই খসে পড়বে।

চোখ বোজে হামিদ, ভেসে উঠতে থাকে পরপর খুশির স্মৃতি, রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে সমুদ্রের ধারে মা-বাবার সাথে হাসি মুখে ছবি তোলা, সুহানা হাসতে হাসতে ছুটে আসছে ওর কোলে, বন্ধুদের হাততালির তালে গিটার বাজছে, মায়ের হাতের মিষ্টি, আদর করে খাইয়ে দিচ্ছে মা, ভাবতে ভাবতে কিছু একটা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে হামিদ।

৭

স্তব্ধতার মধ্যে দূর থেকে হামিদের কানে আসে অস্ফুটে এক আবছা কণ্ঠস্বর, কেউ গুনগুন করছে। চোখ মেলার চেষ্টা করে হামিদ, কেউ কি খুঁজছে তাকে? উদ্ধারকারী দল? মনে হয় একটা গান শুনতে পেলো, যদিও কথা অপরিষ্কার। আওয়াজটা স্পষ্ট হচ্ছে, একটা আবছা ছায়া দেখে হামিদ।



এবারে কথাগুলো কানে আসতে লাগল, প্রচন্ড কষ্টের মধ্যেও চমকে ওঠে হামিদ। এ-যে লেননের Imagine. এক অদ্ভুত অনুভূতি হয় হামিদের, এই পরিস্থিতিতে কে এই গান গাইছে তা দেখার চেষ্টা করে ও।

ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসতে থাকে, ধুলো মাখা চোখ পরিষ্কার করে হামিদ, মাথার একেবারে কাছে এসে গেছে লোকটা, অন্ধকারে মুখটা ভাল দেখা যাচ্ছে না। মাথা নিচু করে হামিদকে দেখে আস্তে টেনে তোলে।

হামিদ অনেক কষ্টে জিগ্যেস করে, "কী করে জানলেন আমি ভেতরে আটকে?"

লোকটা হেসে বলে, "লেনন ভক্তের বাড়ি আমি চিনব না? বোমাবাজির আওয়াজে দেখলাম এদিকে আগুন-ধোঁয়া, তাই তাড়াতাড়ি এলাম।"

--"আর ওই গানটা?"

--"ওই গানটা আমার চলার মন্ত্র, সেদিন যখন তুমি বন্ধুদের সাথে গাইছিলে, আমি দর্শকদের মধ্যে ছিলাম, অপূর্ব গলা তোমার। আমার মনে হয় কি জানো, যদি, এই দেশে-দেশে লড়াই না থাকত, হয়ত ধ্বংসস্তূপ খুঁজে জীবিত-মৃতদের উদ্ধার না করে আমি আর তুমি বসে এমনই গান লিখতাম।"

৮

হামিদের হাত ধরে নিয়ে এগিয়ে চলে লোকটা; ভাঙা কাঁচ, ইট-সুড়কি পেরিয়ে একটু একটু আলো দেখতে পাচ্ছে হামিদ।

লোকটাকে বলে, "আমার বোন সুহানা – ওকে খুঁজে পাচ্ছি না, আমার সাথেই ছিল।"

--"কিছুক্ষণ আগেই উদ্ধার হয়েছে একটা বাচ্চা মেয়ে, হয়ত সেইই হবে।"

একটা ভাঙা দেয়াল দিয়ে বাইরের কিছু আলো এসে পড়েছে ভেতরে।

লোকটা হামিদকে বলে, "তুমি এগিয়ে যাও, আমাদের ভলান্টিয়াররা তোমাকে বের করে নিয়ে যাবে। পরে পারলে পশ্চিমের দিকে চলে যেও, ওখানে তুমি ভালো কিছু করতে পারবে। আমি আবার ভেতরে যাই, যদি আর কাউকে পাওয়া যায়।"

হামিদ একটা কাঠের আলমারির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। লোকটা স্মিত হেসে হামিদের মাথায় হাত বুলিয়ে, "গান হোক বন্ধু" ব'লে ধ্বংসস্তূপে ফিরে যায়।

হামিদ খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে চলে আলোর দিকে, মাঝে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে, অন্ধকারে প্রায় মিলিয়ে গেছে লোকটা, আওয়াজটাও মিলিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, তবে কথাগুলো তার জানা – Imagine There's no Heaven.

--- সমাপ্ত —

পরিশেষে - আজ থেকে প্রায় ৫১ বছর আগে জন লেনন Imagine গানটি তৈরী করেন, এই প্রয়াসটা তারই উদ্দেশ্যে।

অলঙ্করণ : বাবলী গুপ্ত বর্ধন।



কৌস্তভ চক্রবর্তী

পেশায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, মন্ট্রিয়ালের কাছে ছোট পরিবার নিয়ে থাকি। অবসর সময়ে গান-বাজনা ক'রে কাটাই।



বিসর্জন

মৌমিতা সাহা

(১)

নয়না একটা বড় বাটিতে সরষের তেল গরম করে নিয়ে এলো। তারপর বেশ যত্ন সহকারে রমেশের উন্মুক্ত শরীরে লাগাল। ঘষে ঘষে হাতে পিঠে তেল মাখাতে মাখাতে ভাবল, ওর স্বামী এখনও যা শক্তি রাখে, তাতে বিশটা জওয়ানকে একাই কাত করে দিতে পারে। সেদিনও যখন ঠিকেদার পাঁচটা ভাড়া করা গুণ্ডাকে সামনে রেখে হকের পয়সা কম দিয়েছিল, তখন রমেশ প্রতিবাদ করতে ছাড়েনি। আজে বাজে কথা বলতেই, কয়েকটা ঘুসি চালিয়ে দিয়েছিল ঠিকেদারের মুখে। তখন সেই ভাড়া করা গুন্ডারাও ঠিকেদারকে বাঁচাতে পারেনি রমেশের হাত থেকে। রমেশ এবং বাকি কর্মচারীদের প্রাপ্য টাকা মেটাতে বাধ্য হয়েছিল। এরপর থেকে আর কখনও কারোর সাথে বেইমানি করেনি সে।

‘ তুই সারাজীবন এরকম শক্তিশালী থাকিস, বুঝলি।‘

‘তোর ভাল লাগে বুঝি!’

বৌয়ের মুখের দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসে রমেশ। অমনি লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে নয়নার গাল দুটো। আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকে সে। তারপর আবার রগড়ে রগড়ে মালিশ করতে থাকল। আজ অনেক শক্ত কাজ করার আছে ওর। প্রত্যেক বছর এই দিনটার জন্য অপেক্ষা করে থাকে রমেশ। কিন্তু নয়নার বুক কাঁপে।

তেল মেখে স্নান করতে গেল সে। নয়না একবার জিজ্ঞেস করেছিল যে গরম জল লাগবে কিনা। কিন্তু রমেশ বারণ করে।

‘পুরুষমানুষকে সব রকম পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে শিখতে হয়।

এরপর মনের মানুষকে ভাত বেড়ে দিল নয়না।

‘এত ভাত দিস না রে বৌ। রশি ধরতে কষ্ট হবে। খাইয়ে খাইয়ে মারবি নাকি!’

‘আবার বাজে কথা! আজকের দিনে অমন কথা কেউ বলে!’

মন খারাপ হয়ে যায় নয়নার। অভিমান ক'রে উঠে যায় সেখান থেকে।

'আমার ভুল হয়ে গেছে। আর বলব না রে। আয়, পাশে আয় বৌ।'

রাগ ভুলে, নয়না আবার পাশে এসে বসে। রমেশের খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর নিজে ভাত বেড়ে খায়। রমেশ ততক্ষণ একটু ঘুমিয়ে নেয়।

(২)

'একি পান পাতাই তো আনো নি! মাকে বরণ করব কি দিয়ে!'

নয়নার আর্তনাদ শুনে বিছানা ছেড়ে ওঠে রমেশ। সত্যি তো, পান পাতার কথা বেমালুম ভুলে গেছে!

'যাই পাশের বাড়ির বৌদি কে জিগ্যেস করি পান পাতা আছে কিনা। আজকাল বড্ড উড়ুউড়ু মন তোর।'



নয়না পাশের বাড়ির বৌদির কাছে পান পাতা আনতে গেলো। মনে মনে ভাবল, বরটা তার ভারী ভুলোমনা। কিন্তু মনটা খুব ভাল। একেবারে ভোলে বাবার মত!

রমেশ বিছানার ওপরে রাখা লাল পাড় সাদা শাড়ি তে হাত বোলাল। ওর মা বেঁচে থাকতে এই শাড়িখানা পরে দুর্গা ঠাকুরকে বরণ করতে যেতেন। তারপর যেদিন থেকে বিছানায় শয্যাশায়ী হলেন ছেলের বউকে শাড়িটা হাতে করে দিয়ে গেলেন, এই দিনটায় পরার জন্য। এরপর এক চারদিনের জ্বরে ভুগে পরলোক গমন করলেন। নয়না কথা রেখেছে। প্রত্যেক বছর এই দিনটায় লাল পাড় সাদা শাড়ি পড়ে।

আজও সেই পোশাক পরে, বরণডালা নিয়ে দুর্গা মাকে বরণ করতে গেল নয়না। রমেশও গেল সাথে। মাকে যখন বরণ করে, বড় কষ্ট হয় ওর। কোথায় যেন দুর্গা মায়ের সাথে নিজের মায়ের মুখ মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। সেদিনও রমেশের পর, এভাবেই নয়না শাশুড়ির মুখে জল ঢেলে দিয়েছিল। তারপর মুখ থেকে গড়িয়ে পরা জল আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিয়েছিল। মা মুখের দিকে চেয়েছিল। একটু হয়তো কেঁদেও ছিল, চিরতরে চলে যাওয়ার কষ্টে।

চোখের জল মুছল রমেশ। সঙ্গে সঙ্গে মোবাইলে গান বেজে উঠল।

'কী রে রমেশ, চলে আয়। দেরী করিস না।'

'আসছি।'

ফোনটা কেটে দিল। নয়নার বরণ করা হয়ে গেছে। পাড়ার বৌদের সাথে সিঁদুর খেলছে ও। এই সময়টায় সিঁথিতে, মুখময় সিঁদুর মাখার পর এত সুন্দর লাগে বৌটাকে, যে চোখ ফেরাতে পারে না রমেশ। ঠিক মনে হয় সদ্য বিয়ে করে আনল ওকে। আবার মোবাইল বাজতে শুরু করল।

নাহ! আর দেরী করা যাবে না। নয়নাকে হাতের ইশারায় ডাক দিল।

"আমি চললাম। ঘাটে লরি এসে গেছে। তুই সময়মত জামা কাপড় নিয়ে চলে আসিস।"

দৌড় লাগাল রমেশ গঙ্গা ঘাটের দিকে।

(৩)

সত্যি সত্যি ওর দেরী হয়ে গেছে। লরিতে চেপে প্রতিমা আসতে শুরু করে দিয়েছে। কোনো কোনো প্রতিমা এতো লম্বা যে বিদ্যুতের তারে মুকুট জড়িয়ে যাচ্ছে। বাবলু, রাজা - ওরা উঁচু উঁচু বাঁশ দিয়ে অতি সন্তর্পণে সেই তার ছাড়িয়ে দিচ্ছে। ঢাকিরা জোরে জোরে ঢাক বাজাচ্ছে। তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাজছে কাঁসর ঘন্টা। এর সাথে পাল্লা দিয়ে ছেলে মেয়েরা কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে নাচছে। আজ মায়ের বিসর্জন। বাপের ছেড়ে শ্বশুর বাড়িতে যাওয়ার পালা। দুঃখের মধ্যে আনন্দকে ধরে রাখা।

রমেশ পরনের শার্টখানা খুলে ফেলল। এগিয়ে এল প্রথম প্রতিমা। কর্মকর্তারা তৎপর হয়ে উঠল। রমেশ এবং আরও কিছু হৃষ্টপুষ্ট ছেলে প্রতিমার কাঠামোর সাথে দড়ি বাঁধল। তারপর ঘাটের ঢাল বরাবর নামতে থাকল। ওদের টানে মূর্তিও এগিয়ে চলল জলের দিকে। এইভাবে রমেশরা আসতে আসতে নেমে এল কোমর জলে। অমনি চারিদিকে রব উঠল – 'বলো দুর্গা মাঈকি, আসছে বছর আবার হবে।'

রমেশরা প্রতিমাকে গভীর জলে ঠেলে দেয়। কেউ জানতে পারে না রমেশের বুকের ভেতরটা খাঁ খাঁ করে ক'রে ওঠে। মনে হয় যেন প্রতিমার সাথে ওর মা ও ওকে ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যাচ্ছে, ওর নাগালের বাইরে।

গোটা পনেরোটা ভাসান দেওয়ার পর শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করতে লাগল। মাথাটাও ভার হয়ে আছে। তখন বৌটার কথা শুনে গরম জলে চান করলেই বোধহয় ভাল হত। এখন উঠে যাবে যে তার উপায় নেই। এমনিতেই লোকের অভাব।

নয়না এতক্ষণে গামছা এবং জামা কাপড় নিয়ে হাজির হয়েছে গঙ্গা ঘাটে। এদিক ওদিক চোখ ঘোরাতেই দেখতে পেল স্বামীকে। আহা রে! ভারী ভারী মূর্তিগুলো টেনে হাঁপাচ্ছে বেচারা! একের পর এক প্রতিমা এসেই যাচ্ছে। একবার রমেশের সাথে চোখাচোখি হতেই হাত নাড়ল নয়না। রমেশ উত্তরে শুকনো মুখে হাসার চেষ্টা করল।

ভবেশপল্লীর এবার সুবর্ণ জয়ন্তীর পুজো। এবার তাই তাদের প্রতিমার আকার হয়েছে বিরাট। এই এলাকার সবচেয়ে দামি পুজো করেছে ভবেশপল্লী। প্রথমে দড়ি বাঁধা হল লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশের কাঠামোতে। তাদের বিসর্জনের পর এল দেবী দুর্গার পালা। কর্মকর্তারা হইহই করছে। উৎসাহী জনতাকে সরে যেতে বলছে সামনে থেকে।

অত্যন্ত সাবধানে ঢাল বেয়ে নামাতে হবে দুর্গা প্রতিমাকে। 'হেঁইয়ো টান, জোরসে টান' বলে লেগে পড়ল রমেশরা। মূর্তি এগিয়ে চলেছে। এমন সময় রমেশ চোখে অন্ধকার দেখল। তার ফলে পা টলমল হয়ে গেল এবং হোঁচট খেল। সাথে সাথে দলের যেন তাল কেটে গেল। রমেশের হাতের বাঁধন আলগা হয়ে গেল।

"রমেশ···।"

দূর থেকে আর্তনাদ করে উঠল নয়না। তখনই রমেশও পরে গেল ঢালে। এদিকে প্রতিমার যা ওজন, তার গতিরোধ করা মুশকিল। ওর ওপর দিয়েই না মূর্তি গড়িয়ে চলে যায়!

"মাগো! ওকে বাঁচাও মা!"

দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম নয়নার। বাকিরা বিস্ফারিত নেত্রে ওই দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে আছে। বাবলু, রাজা ছুটল বন্ধুর কাছে। প্রতিমার পায়ের কাছটা তুলে ধরল। ওদের সাথে উপস্থিত কয়েকটা ছেলেও হাত লাগাল। ঢালুতে না গড়িয়ে প্রতিমা মাটির থেকে একটু ওপরে উঠে গেল। রমেশের শরীর না ছুঁয়ে, ওর শরীরের ঠিক ওপর দিয়ে চলে গিয়ে জলে পড়ল মা দুর্গা।

নয়নার বুকে বল ফিরে এল। ছুটে গেল রমেশের কাছে। বেহুঁশ রমেশের গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে। ওর চোখে, মুখে জল দিয়ে জ্ঞান ফেরানর চেষ্টা করা হল। জ্বরের ঘোরে বিড়বিড় করে বলে উঠল,

"তোমাকে আটকে রাখতে পারলাম না মা!"

নয়না বুঝতে পারল না কোন মায়ের কথা বলছে রমেশ।

নয়না বুঝতে পারল না কোন মায়ের কথা বলছে রমেশ। কেবল আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল,

"তুমি তোমার সন্তানকে বাঁচিয়েছ মা! তোমায় শত শত প্রণাম!"

বিসর্জনের ঢাকের আওয়াজে সেই কথাগুলো মায়ের কান অবধি পৌঁছল কিনা কে জানে!

অলঙ্করণ : বাবলী গুপ্ত বর্ধন।



Moumita Saha

Reading story books had been a part of my life since childhood. Crafting my thoughts and putting them into black and white has been the greatest pleasure during free time. Currently I am associated with several magazines.



একটি সত্যি অলৌকিক ঘটনা

সুব্রত বোস

আজ অনেক দিন পর আমার কিছু বিশিষ্ট বন্ধুদের অনুরোধে জীবনের কিছু সত্যি কিন্তু অবিশ্বাস্য ঘটনা লিপিবদ্ধ করার প্রেরণা পেলাম। এই কিছু ঘটনা, যেগুলো আমি আজ অবধি কারুর কাছে বর্ণনা করিনি এক বিশেষ কারণে, আজ বলছি।

আমি তখন উড়িষ্যা সম্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইকোনোমিক্স অনার্স নিয়ে পড়াশুনা করছিলাম, সালটা ছিল ১৯৭২। আমাদের ব্যাচে পাড়া-গ্রাম থেকে আসা একটি ছেলে ভর্তি হয়ে ছিল; একেবারে বোকা, লাজুক আর ভীতু বলেই সবাই ওকে জানত। তার জামাকাপড় বেশভুষা এবং খাওয়াদাওয়া প্রমাণ ক'রেছিল সে একজন প্রকৃতই গ্রাম্য। সবাই তার সঙ্গে ঠাট্টা করত আর ক্ষ্যাপাত, কিন্তু সে কারো কথার প্রতিবাদ করত না। অন্যদের এই ব্যবহার আমার পছন্দ হত না,তাই আমি নিজেই তার সঙ্গে একটু একটু করে বন্ধুত্ব করতে লাগলাম আর ওকে সময় পেলেই নিজের দলের সঙ্গে রাখা আরম্ভ করলাম। আস্তে-আস্তে ও একটু স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে এসেছিল। সে'বছর বড়দিনের ছুটির পর আর ওকে কলেজে দেখতে পাওয়া গেল না প্রায় মাস খানেক। সামনে পরীক্ষা,ভালো ফল করতে না পারলে অনার্স কেটে যাবে,তাই ওর জন্য আমার খুব চিন্তা হত।

প্রায় মাস দেড়েক পর ও কলেজে ফিরে এল। দেখলাম ওর চোখ দুটো কোটরে ঢুকে গেছে, গায়ের রঙ ফ্যাকাশে, যেন রক্তাল্পতায় ভুগছে। সব সময় একটা ভয়ার্ত চাহনী আর গলা দিয়ে ভালো করে আওয়াজ বেরচ্ছে না। অনেকবার জিজ্ঞাসা করেও কোন সদুত্তর পাইনি।

আমি এই ক'দিনে কেন জানিনা ওর প্রতি একটু বেশী কৌতূহলগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। সব সময় খেয়াল করতাম কেউ যদি ওর সামনে ব্যাগ বা পকেট থেকে কিছু বার করে, তখন ও যেন কী রকম বিচলিত হয়ে অস্বাভাবিক আচরণ করত।

একদিন সময় করে ওকে সঙ্গে নিয়ে কলেজ ক্যান্টিনে চা আর সিঙ্গাড়া খেতে গেলাম। সেদিন ও একটা ঘটনার বিষয় আমাকে কিছু বলতে চায়, নিজেই জানাল, তবে অনুরোধ করল অন্য কাউকে না বলতে, না হলে ওকে নিয়ে বাকি সহপাঠীরা আরো ঠাট্টা-তামাশা করবে।

আমি সে'কথা রেখেছিলাম এত দিন। ওর নাম ছিল, বেদুচরণ তাঁতী। আমরা সবাই ওকে টীমা বলে ডাকতাম। এবার টীমা তার নিজের ভঙ্গিমায় সাবলীল ভাবে তার সঙ্গে ঘটে যাওয়া এক অদ্ভূত বিষয়ের বর্ণনা করল।

টীমা বলতে শুরু করল – "বড়দিনের ছুটির আগে রাত্রিতে বাসে করে আমাদের গ্রামের বাড়িতে যাই। হাইওয়েতে যেখানে বাস থামে সেখান থেকে আমাদের গ্রাম প্রায় ১৪ কি.মি. দূরে; গ্রামে যেতে গেলে গোরুর গাড়ী ছাড়া আর অন্য কোন যানবাহন নেই। গ্রামের কিছু লোক অনেক সময় যাদের সাইকেল আছে,তাতে করেই যাতায়াত করে, কিন্তু সন্ধে হয়ে গেলে আর কিছু পাওয়া যায়না। বাসস্টপ থেকে আমার গ্রামের রাস্তাটা এক জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যায় - জংলী জন্তুর ভয়ে সন্ধের পর আর ওই রাস্তায় কেউ খুব একটা চলাফেরাও করে না। আমার বাসটা রাস্তায় খারাপ হয়ে যায় তাই পৌঁছাতে প্রায় রাত আটটা তিরিশ হয়ে গিয়েছিল। ওই অন্ধকার জঙ্গল ঘেরা কাঁচা রাস্তায় হেঁটে যাওয়া ছাড়া আমার অন্য কোন বিকল্প ছিল না। অগত্যা ভগবানের নাম করে হাঁটতে আরম্ভ করলাম, আর ভাবলাম না যে কোন জংলীজন্তু যদি তাড়া করে, তার থেকে বাঁচব কি করে; আমার কাছে না ছিল কোন অস্ত্র-লাঠি, না ছিল টর্চ এর আলো, আর না ই বা ছিল কোন দেশলাই। প্রায় দু' কি.মি. সেই ঘুটঘুটে অন্ধকার পথে হাঁটার পর একটা গোরুর গলায় ঘন্টার ঠনঠন আওয়াজ শুনতে পেলাম; পেছনে তাকিয়ে দেখলাম একটা গোরুর গাড়ী, নীচে একটা লণ্ঠন ঝুলছে, আমার দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে আসতে বললাম "আমি বাগবুড়ি গ্রামে যাব, আমাকে কী নিয়ে যাবে?"। ওই বুড়ো লোকটি কিছু বলল না , শুধু ইশারায় বসতে বলল।

ও টেবিলের নিচ থেকে সেই রক্ত-মাখা ক্ষুরটা বের করে বলল

"এটার কথা বলছ?"

কিছুটা পথ যাবার পর ও নিজের কাঁধে ঝোলানো ঝোলার থেকে কিছু একটা জিনিস বার করে, ঠিক আমার মুখের একদম কাছে নিজের হাতটা নিয়ে আসে, আর আমার দিকে বড় লাল লাল চোখ করে জিজ্ঞাসা করল এটা আমি দেখেছি কিনা। দেখলাম একটা রক্ত মাখা, সদ্য কাটা গোরুর ক্ষুর, রক্তটা তখনও শুকায় নি; টপটপ করে চুঁইয়ে নীচে পড়ছে। আমি এত ভয়ভীত হয়ে গেলাম যে গোরুর গাড়ী থেকে লাফ দিয়ে সামনের দিকে ছুটতে আরম্ভ করলাম। অন্ধকার, খালি, নিস্তব্ধ রাস্তা; শুধু মাত্র গোরুর গলায় ঘন্টার ঠনঠন আওয়াজ। হঠাৎ বুঝতে পারি, সেই আওয়াজও শোনা যাচ্ছে না। আমি এতটাও দূরে চ'লে আসিনি যে কোনও আওয়াজও আর শোনা যাবেনা। তখন পেছনে তাকিয়ে দেখি যে সেই গোরুর গাড়ীটাও উধাও। রাস্তার দু'দিকে ঘন জঙ্গল, সোজা পথ, আর কোনো অলিগলি রাস্তাও নেই যে সেই গাড়িটা অন্য দিকে চলে যাবে। রাতের অন্ধকার এতটাই গভীর ছিল, আমি আমার নিজের সামনের পথও দেখতে পারছিলাম না। ছোটবেলায় শেখা হনুমান চালিসার মন্ত্র জোরে জোরে বলতে লাগলাম আর রুদ্ধশ্বাসে, আরও জোরে ছুটতে আরম্ভ করলাম।

কিছুটা দূর যাবার পর একটা ঝুপড়ি দোকান দেখতে পেলাম, সেখানে টিমটিম করে একটা হ্যারিকেন জ্বলছিল । হাঁপাতে হাঁপাতে, কাছে এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'একটু খাবার জল পাওয়া যাবে?' সেই দোকানী আমাকে হাঁপাতে দেখে, আর আমার এরকম ঘামঝরা, ভয়ভীত অবস্থা দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে? সব ঠিক আছে তো?' আমায় একটা প্লাস্টিক গ্লাসে জল দিয়ে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল চা খাব কিনা। আমি রাস্তায় গোরুর গাড়িতে ঘটা পুরো ঘটনাটা ওকে বললাম। ঘটনাটা বলার সময়ে আমার শরীরটা কেমন জানি না, একটা ভারী ভারী বোধ হচ্ছিল, গা ছমছম করছিল, মনে হচ্ছিল যেন কেউ আমার ওপর নজর রাখছে; পেছনে তাকিয়ে দেখলাম কেউ নেই। যেই না ওকে গোরুর ক্ষুর এর বিষয় বললাম, ও টেবিলের নিচ থেকে সেই রক্ত-মাখা ক্ষুরটা বের করে বলল 'এটার কথা বলছ?'। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে, কোন দিকে না তাকিয়ে গ্রামের দিকে ছুটতে লাগলাম । শরীর আর একদম চলছিল না, এবার শ্বাসও নিতে কষ্ট হচ্ছিল, তবুও আমি থেমে যাইনি। প্রায় রাত বারোটায় বাড়ির সামনে পৌঁছালাম। একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম গ্রামের কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই ; গোটা গ্রামই নিস্তব্ধ, আটচল্লিশটি বাড়ি আছে, সবই মনে হল জনমানবহীন। ভাবলাম শীতের রাত্রি তো, সবাই হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু তাও একবার মনে হল, যে কুকুরগুলো তো বাইরে থাকা উচিত, একটা কুকুরেরও আওয়াজ নেই কেন? ঘরে পৌঁছে দেখি আমার ঠাকুমা একটা হ্যারিকেন জ্বেলে বসে আছে; বলল, তোর জন্যই অপেক্ষা করছি। অনেকটা পথ এসেছিস, কিছু খেয়ে নে। আমি পান্তা ভাত খেলাম আর বাবা-মাকে না দেখতে পেয়ে ঠাকুমার কাছে তাঁরা কোথায় জানতে চাইলাম। উনি বললেন, 'ওরা সবাই শহরে তোর মামার বাড়িতে গেছে।' আমি পথে ঘটা পুরো ঘটনাটা এ'বার ঠাকুরমাকেও বললাম।

সে পুরো কথাটা শুনল, শুনে আমার দিকে কেমন জানিনা, এক অদ্ভূত ভাবে তাকিয়ে রইল। আমার যেন আবার শরীর কেমন ভারী হতে লাগল, আর মনে হল যেন আবার কেউ পেছন থেকে আমার ওপর নজর রাখছে। ঠাকুমা পাশে রাখা ঝোলার থেকে সেই রকমই এক রক্তমাখা ক্ষুর বের করে আমায় বলল –'এই ক্ষুরটা ?'

তার পর কী হল, আমি জানিনা, কারণ আমি এটা দেখেই ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলাম। জ্ঞান ফিরল সকাল বেলায়, সকালের আলোয় দেখলাম আমাদের বাড়ি ফাঁকা; ঠাকুমাও উধাও; পুরো বাড়িটা দেখে মনে হচ্ছিল যে কয়েক মাস ধরে কেউ থাকেনা, ধুলোময় আর অপরিষ্কার। আর এক মুহূর্ত এই বাড়িতে থাকা যাবেনা ঠিক করলাম। অগত্যা আমিও বেরিয়ে পড়লাম, শহরে মামার বাড়ি যাব ব'লে। যেই গ্রামে সকালবেলায় এত লোকজনের কোলাহল শোনা যায়, সেখানে লক্ষ্য করলাম যে লোক তো দূরের কথা, একটা পাখিরও আওয়াজ নেই। খুব অবাক হলাম আর সঙ্গে খুব ভয়ও করতে লাগল। অবশেষে মামার বাড়ি পৌঁছালাম কী ভাবে, সে আমি জানিনা কারণ আমি রাস্তা চিনে যাওয়ার মত অবস্থায় ছিলাম না। ও'খানে পৌঁছে আমার বাবা-মাকে সব কথা বললাম; ওরা শুনে চমকে গেল। বলল, 'বলিস কী রে - ওই গ্রামেতে তো মড়ক লেগেছে। অনেক লোক মারা গেছে তাই ভয় পেয়ে বাকি যারা বেঁচে আছে তারা সকলেই বেশ কয়েক মাস ধরে গ্রামছাড়া।'

‘তারপর আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ি। অনেক চিকিৎসার পর এখন একটু ভালো হয়েছি, তাই আবার কলেজে ফিরে এসেছি’।”

এ’সব শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমি লক্ষ্য করলাম, যে ও যখন ঘটনাটার বর্ণনা করছিল ও থরথর করে কাঁপছিল আর যেন শারীরিক ভাবে আমার সামনে বসে, কিন্তু মানসিক ভাবে সে অন্য কোন ভয়াবহ জগতে আছে।

আমার গ্র্যাজুয়েশন হয়ে গেলে আমি আইন পড়ার জন্য বাইরে চলে গেলাম, টীমার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। আমিও পুরোপুরি ওকে ভুলে গিয়েছিলাম। আইন পাশ করার পর প্র্যাক্টিস আরম্ভ করলাম । আস্তে আস্তে পসার ভালো হল, নামযশও হল। এত বছর পর, ২০১০ সালে, আমার এক পুরনো মক্কেল তার দূর সম্পর্কের আত্মীয়র বিষয়ে একটা কেসের ম্যাটারে সাহায্য চাইল। বলল, “আমার আত্মীয় সি.আই.এস.এফ.-এ চাকরী করত। হঠাৎ ওর মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ায় কাউকে কিছু না জানিয়ে পালিয়ে যায়, প্রায় নয় বছর আগে। এতদিন পর পুলিশ জানতে পারল ও গ্রামের বাড়িতে আছে। ওকে সমন করা হয়েছে ডিপার্টমেন্ট থেকে।” যার জন্য আমায় এক্সপ্ল্যানেশন লেটার লিখে দিতে হবে। আমি তাকে বললাম তুমি ওনাকে আমার কাছে নিয়ে এস, আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই । ঠিক দু’দিন পর ওরা দু’জনে আমার চেম্বারে এল। আমি তার মুখ থেকে পুরো ঘটনাটা সবিস্তারে জানতে চাইলাম।

ও শুরু করল বলা –

“আমি কলেজ থেকে পাশ করার পর সি.আই.এস.এফ. এ চাকরী পাই । অনেক জায়গায় কাজ করার পর আমার পোস্টিং হয় পশ্চিমবাংলার হলদিয়াতে । প্রচন্ড ঠান্ডায় বন্দুক নিয়ে জঙ্গল ভরা মাঠে, রাতের অন্ধকারে মর্গের বাইরে এক ভাবে আট ঘন্টা পাহারা দেওয়ার ডিউটি আমার বরাদ্দ হল। প্রথম দু’রাত ওই লাশ ভরা মর্গের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকতে একটু অস্বস্তিও ভয়ের অনুভব হয়েছিল। সপ্তাহ খানেক ডিউটি করার পর এক অন্ধকার রাতে হাঁটার সময় মনে হল, একটি ছায়ার মতো কিছু আমার পেছনে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। পরের দিন স্পষ্ট দেখতে পেলাম একটি মেয়ে, এলো চুলে, যার মুখটা আগুনে ঝলসানো; আমার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে আর ইশারায় আমাকে কাছে ডাকছে। কাছে যেতে বলল, ও আমাকে বিয়ে করতে চায়।



ওর চাহনী দেখে, আর কোনো এক অজানা কারণে যেন মনে হল ও আমাকে ভালো ভাবেই চেনে। আমার মাথাটা ভারী ভারী বোধ হল, আর হাত-পা খুব ঠান্ডা হতে লাগল। আমি ওর ভয়ানক চেহারা দেখে ও কথা শুনে অজ্ঞান হয়ে ওখানেই পড়ে যাই। পরে আমার অফিসার তার টিম নিয়ে রাউন্ডে বেরিয়ে আমার অবস্থা দেখে আমাকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। অসুস্থ থাকার দরুন,ডাক্তারের পরামর্শে দু’দিন বিশ্রামে ছিলাম। সেই দুটো দিন, যখন আমি অসুস্থ হয়ে ব্যারাকের ইনফার্মেরি তে শয্যাশায়ী ছিলাম, তখন সেই মেয়েটি অনবরত আমার সামনেই ছিল। যখন ঘুমাতাম, স্বপ্নে দেখা দিত, আর যখন জেগে আছি, তখন আমার সামনেই দাঁড়িয়ে থাকত। আমাকে এক মুহূর্ত স্বস্তি দিত না। ওকে সামনে দেখে আমার শরীর আরো বেশি খারাপ হতে লাগল। তাই আমি আর থাকতে না পেরে, দু’দিন পর কাউকে কিছু না ব’লে ব্যারাক থেকে পালিয়ে যাই। দীর্ঘ চার বছর এদিক ওদিক ঘোরার পর গ্রামের বাড়িতে ফিরে যাই। ওখানে গিয়ে জানতে পারি পুলিশ অনেকবার বাড়িতে এসেছিল আমার খোঁজে। একটা শো-কজ নোটিশ সার্ভ করে গিয়েছিল আমার এক্সপ্ল্যানেশন দেবার জন্য ।

ভয় পেয়ে আমি রৌরকেল্লা পালিয়ে আসি আমার এই বন্ধুর বাড়িতে। আমার শো-কজ নোটিশের এক্সপ্ল্যানেশন লেটার টা আপনি বানিয়ে দিন।”

আমি কাগজপত্র দেখবার পর ওকে তিনদিন পর আমার কাছে আসতে বললাম। ঠিক কথা অনুযায়ী আমার অফিসে এল। সেদিন আমার ফীস দেবার পর যা বলল তা অভাবনীয়।

এবার বলল, “স্যার ওই মেয়েমানুষটা এখনও আমার পেছন ছাড়ছে না। আমি বন্ধুর বাইকের পেছনে বসে আপনার কাছে আসার সময়ও বলছে – “লাফিয়ে পড়; আমার সঙ্গে যাবি।” সব সময় ও আমার পেছনে ছায়ার মতো লেগে আছে । এই দেখুন না, “আপনার চেম্বারের বাইরে, দোলনার কাছে ও দাঁড়িয়ে আছে।”

আমি ওর কথা শুনে চমকে গেলাম। ঠিক সেই সময় লোডশেডিং হয়ে গেল; তাড়াতাড়ি হাতের সামনে রাখা মোমবাতিটা জ্বালিয়ে দিলাম। সময়টা ছিল গরম কাল, গুমোট গরম, বাইরে একটুও হাওয়া নেই, কিন্তু মোমবাতির আগুনটা এমন নেচে উঠল যেন পাশে দাঁড়িয়ে কেউ ফুঁ দিয়ে নেভানোর চেষ্টা করছে। অন্ধকারে বাইরে কাউকে দেখা যাচ্ছিল না, শুধু পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। আমার চেম্বারটা তখন বাড়ির পেছনের অংশে ছিল। পোর্টিকো দিয়ে প্রায় সত্তর ফুট এর ড্রাইভওয়ে পার করে আসতে হত। বেশ কিছুক্ষণ ধরেই পায়ের আওয়াজ পাচ্ছিলাম কিন্তু কাউকে আর দেখতে পারছিলাম না। কেন জানিনা এবার ভয়ে করতে লাগল আর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। দরজার কাছে এসে দেখি আমার এক বিশিষ্ট বন্ধু ভেঙ্কট রাও। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ওকে সব বললাম, ও সব শুনে অবাক হয়ে গেল। একটু পরে লাইট এসে গেল। আমি ওদেরকে যেতে বললাম আর জিজ্ঞাসা করলাম, “তোমার মেয়ে বন্ধুটি এবার কী করবে?”

ও বলল – “ও আমার পেছনে অনুসরণ করবে।”

ওরা চলে যেতে বাইরে তাকিয়ে দেখতে পেলাম দোলনাটা আস্তে আস্তে দুলছে, ঠিক যেন কেউ এক্ষুনি দোলনা থেকে নেমে গেছে।

আজ বহু বছর পর পুরোনো ডায়েরীর পাতা উল্টে দেখতে পেলাম সেই ঘটনার বিবরণ। তাই আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। মুহূর্তেই বসে পরলাম সেই অভিজ্ঞতাটাকে লিপিবদ্ধ করার জন্য। অবশেষে বলি এই লোকটি আর কেউ নয়, আমার কলেজ জীবনের সেই সহপাঠী 'বেদুচরণ তাঁতী'।

অলঙ্করণ : সুস্মিতা বোস।

***



সুব্রত বোস

লেখক একজন বরিষ্ঠ আইনজীবি; আইনের সাথে যুক্ত থাকলেও সাহিত্যের প্রতি এক নিবিড় ভালবাসা পোষণ করেন। লেখকের জীবনে অসংখ্য মামলা-সম্পর্কিত একাধিক লোমহর্ষক অভিজ্ঞতার সাথে সাথে কিছু অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী হয়েছেন। আইনজ্ঞ জীবনের ব্যস্ততার মধ্যেও কিছু কিছু ঘটনা লিপিবদ্ধ করে রাখেন। লেখক নিজে একজন অভিজ্ঞ সঙ্গীতজ্ঞ, খাদ্যরসিক ও রন্ধনশিল্পে পারদর্শী, এবং বিভিন্ন কলাশিল্পতেও অভিজ্ঞতা রাখেন।



উড়ন্ত বিকেল ও একটি প্রজাপতি

রুবানা ফারাহ্ আদিবা

বাবলী প্রতিদিনকার অভ্যেস মতো আজও ব্যালকনিতে এসে বসলেন। আর কিছুক্ষণ পরেই রোদ ঝলমলে দিনটা ঢুকে যাবে সন্ধের বুকপকেটে। দিন এবং রাতের এই সংক্ষিপ্ত সন্ধিক্ষণটি বাবলীর বরাবরই খুব প্রিয়। প্রায় তিনবছর হতে চলল, এই এলাকায় তাঁদের বসবাস। 'তাঁদের' বলতে, সে, তাঁর স্বামী, সৈয়দ ফয়েজ আহমেদ, পুত্র অর্ক এবং কন্যা তিতলী। অর্ক হায়ার সেকেন্ডারি এবং তিতলি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ব্যবস্থাপনা এবং তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগে অধ্যয়নরত। বছর তিনেক আগে ফয়েজ সাহেব হজ্ব থেকে ফিরে সিদ্ধান্ত নিলেন তাদের বহু বছরের আবাসন বদলানোর। কারণ, তাঁর পর্যবেক্ষণ অনুসারে, সেই এলাকাতে ধর্ম কর্মের খুব একটা অনুশীলন ও চর্চা নেই বিধায় ছেলেমেয়েদের উচ্ছন্নে যাবার সম্ভাবনা শতভাগ। খুঁজে পেতে বনানীতে সদ্য প্রস্তুত বহুতল আবাসন প্রকল্পে দুম করে একটা ফ্ল্যাট কিনে ফেললেন। কারণ, বাড়ির পাশেই মসজিদ। মসজিদে নামাজ পড়ার নেক সওয়াব হাজার হাজার গুন। ছেলেমেয়েদের ওজর আপত্তি টিকল না। প্রায় পনের বছর ধরে গড়ে তোলা শৈশব এবং কৈশোরকে পেছনে ফেলে বিষণ্ন মনে ওরা পিতৃআজ্ঞা মেনে নিয়েছিল।

ব্যালকনিটি বেশ প্রশস্ত। আউটডোর ফার্নিচার এবং একঝাঁক সবুজ লতাগুল্মের নান্দনিক সজ্জায় আকর্ষণীয় এই গৃহকোণ বাবলীর খুব আপন। ওপর থেকে লক্ষ্য করলেন, ইতিমধ্যেই মসজিদের আশেপাশে ভীড় জমতে শুরু করেছে। আজকাল মেয়েরাও মসজিদে নামাজ পড়তে যায়। কিন্তু, কেন যেন বাবলী নিভৃত প্রার্থনাতেই স্রষ্টার কাছে নিজেকে নিবেদন করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। ফয়েজ সাহেবের সাথে প্রথম কয়েকদিন মসজিদে সামিল হলেও পরবর্তী সময়ে সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। এখন আর তাঁকে অনুরোধে উপরোধে বিরক্ত করেন না ফয়েজ সাহেব। তিনি ঠিক ধর্মান্ধ নন, বরং ধর্মভীরু বলা যেতে পারে কিন্তু রক্ষণশীল পরিবারে বড় হয়ে ওঠায় কিছু প্রাচীন বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব রয়ে গেছে। অন্যদিকে, বাবলীর বেড়ে ওঠা সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক পরিবারে। একমাত্র ভাই, তোতন থাকেন যুক্তরাষ্ট্রে। অধ্যাপনা করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বিষয়টিও খুব interesting, 'Religion & World peace'. মার্কিন বংশোদ্ভূত একজন শেতাঙ্গিনীর সঙ্গে সংসার করছেন মহানন্দে। এই প্রসঙ্গে অবশ্য সুযোগ পেলেই খোঁটা দিতে পিছপা হন না ফয়েজ সাহেব।

একবার ওরা শীতের ছুটিতে বেড়াতে এসেছিলেন সপরিবারে। সে'বার ফয়েজ সাহেব টিপ্পনী কেটে বলেছিলেন, ক্রিসমাস ট্রি ডেকোরেশন করার জন্য ব্যবস্থা করবেন কিনা। বাবলী এই তর্কগুলো সন্তর্পনে এড়িয়ে যান. কেন না, অর্থহীন তর্ক করে অশান্তি টেনে এনে লাভ নেই।

অতীত স্মৃতিতে নিমগ্ন বাবলী চমকে উঠলেন ফোনের রিংটোনে। স্ক্রিনে ভেসে উঠেছে , "Titee Calling".

"হ্যালো মা ?" ওপাশ থেকে কন্যার ছটফটে কণ্ঠস্বর।

"হ্যাঁ বল, ফিরছিস কখন ?"

"মা, ফিরতে একটু রাত হবে। মহিলা সমিতি মঞ্চে 'বিচ্ছু' এসেছে, দেখে ফিরব"

বাবলী একটু বিরক্ত হলেন, কণ্ঠে তার প্রকাশ পরিষ্কার। জিজ্ঞেস করলেন,

"কতবার ওই একই নাটক দেখিস? এ'নিয়ে ক'বার হল?"

বাবলী হাসতে হাসতে জবাব দিল,

"মা, এই নাটক বারবার দেখা যায়। আবার এলে আবারও দেখব।"

"আর কে যাবে সাথে?" বাবলীর উদ্বিগ্ন প্রশ্ন।

"আবীর আছে সঙ্গে"

বাবলী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেও সেটা লুকিয়ে বললেন,

"অযথা দেরী করিস না তারপর। সোজা বাড়িতে চলে আসিস" এই বলে ফোন রেখে দিলেন।

আবীর, চব্বিশ পঁচিশ বছরের সুদর্শন এক যুবক, তিতলী যার প্রেমেও পড়েছে। নর্থ সাউথ থেকে স্নাতক শেষ করে তিতলীর ডিপার্টমেন্টেই সহকারী প্রভাষক হিসেবে কাজ শুরু করেছে। আর একটু গুছিয়ে নিয়ে একটি সংসার শুরু করার স্বপ্ন দেখে ওরা।

যে বয়সে যা মানায় বা মানায় না, তা দেখলে বাবলী খুশি হতে পারেন না।

কন্যারা যত বড় হয়ে ওঠে, মা ও মেয়ের সম্পর্কের অবস্থানটুকু হয় বন্ধুর মতো। আবীরের সাথে পরিচয় পর্ব থেকে শুরু করে মন দেয়া নেয়ার গল্পটা বাবলীর তাই জানা। ঝগড়া হলে কান্নাকাটিও বাবলীর কাছেই, আর সেটা মিটলেও সেই খুশি ভাগ করে নেয়াও তাঁরই কাছে।

মাইক টেস্টিং-এর ফু ফু আওয়াজ জানান দিল, মাগরিবের আজান শুরু হতে যাচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যেই। উঠে পড়লেন বাবলী, ওজু করাই ছিল। শোবার ঘরে এসে ড্রয়ার খুলে জায়নামাজ বের করে বিছিয়ে নামাজে দাঁড়ালেন। নামাজ শেষে তিনি নিয়মিত কিছু ওজিফা করেন। সব শেষে, রান্নাঘরে এসে জলখাবার তৈরির কথা ভাবছিলেন। এমন সময় অর্ক আর ফয়েজ সাহেব ফিরলেন মসজিদ থেকে । অর্ক তার ঘরে ঢুকে গেল, ফয়েজ সাহেব চায়ের জন্য তাগাদা দিচ্ছেন। চটজলদি কয়েকটা প্রনটোস্ট ভেজে চা সহ ট্রে নিয়ে ড্রইং রুমে এসে বসলেন। এ'বছর প্রচণ্ড গরম পড়েছে। এসির পারদটা আর একটু হিমের ঘরে নামিয়ে দিয়ে এসে বসলেন সোফায়।

"বুঝলে, মিসেস রহমান তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। মসজিদ থেকে বেরোতেই দেখা হ'ল। বললেন, তুমি মসজিদে যাওনা কেন। নামাজের আগে পরের সময়টা বেশ গল্পগুজব করে কাটানো যায়। আজকাল তো চা-নাশতার আয়োজন রাখা হয়। "

স্মিত হেসে বাবলী বললেন, "আচ্ছা? বেশ তো! ওঁর সাথে সে'দিন এলিভেটরে দেখা হয়েছিল, আমাকে খপ করে এক কোণায় ডেকে নিয়ে জিগ্যেস করলেন, হোসেন সাহেব তার বউকে তালাক দিয়েছেন, ঘটনা কী?"

"তা তুমি কী বললে? ঘটনা কী আসলে?"

বাবলী বিরক্ত হয়ে বললেন , "তা আমি কী ক'রে জানব, আর ইচ্ছেও তো নেই জানার। উনি আমার পাশের বাড়িতে থাকেন বলে আমি কি সব খবর রাখব নাকি? মিসেস রহমান খুব কৌতূহলী আর সমালোচনা মুখর। দেখা হলেই ওঁর রাজ্যের খবর দেয়া চাই, নেয়াও চাই। সেজন্য ওঁকে আমি এড়িয়ে চলি।"

ফয়েজ সাহেব, হা হা করে হাসলেন। তারপর, প্রনটোস্টে কামড় দিয়ে খুব তৃপ্ত কণ্ঠে বললেন, "জানো বাবলী, অর্ককে নিয়ে আমি কিন্তু খুব খুশি। এই এলাকায় আসার পর ধীরে ধীরে অর্কের পরিবর্তন আমি লক্ষ্য করেছি। বাড়িতে থাকলে এক ওয়াক্ত নামাজও ও বাসায় পড়ে না। মসজিদে গিয়ে আদায় করে। কোনো বদ অভ্যাস নেই। বাইরে যায় না, তেমন মেলামেশাও নেই। যা দিনকাল পড়েছে, না মেশাই ভালো।"

অর্কের এই পরিবর্তনে বাবলী মোটেও খুশি নয়। এই বয়সে সারাদিন দরজা আটকে ঘরে বসে থাকা ওঁর পছন্দ নয়। যে বয়সে যা মানায় না, তা' দেখলে বাবলী খুশি হতে পারেন না। ফয়েজ সাহেবের তৃপ্তিতে বাবলী সামিল হতে পারলেন না বলে নিরুত্তর রইলেন। একটু একটু করে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ভাবলেন, এতদিন হয়ে গেল নিজেও এই পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে পারলেন না।

বাবার বাড়িতে লোকসমাগমে গমগম করত। বিশেষতঃ কবি সাহিত্যিকদের একটা নিয়মিত আসর বসতো শুক্রবার সন্ধেবেলা। রাত অবধি চলত। ধ্রুপদী এবং আধুনিক সাহিত্য নিয়ে তর্ক বিতর্কের ঝড় বয়ে যেত। মায়ের বান্ধবীরাও এসে সেই আড্ডায় যোগ দিতেন। মিতালি মাসীমণি, রানু খালা যেদিন আসতেন, সেদিন গানে গানে ভরে থাকত বাড়ির ঘর বারান্দা। এরকম একটা আবহে বড় হয়ে ওঠা বাবলীর পরবর্তী ঠিকানা যখন ফয়েজ সাহেবদের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছেছিল, তখন সেই বিশাল পরিবর্তনকে স্বাভাবিক জীবন যাপনের পর্যায়ে নিয়ে আসতে বাবলীর কয়েক বছর লেগেছিল। এরপর শ্বশুরবাড়ির একান্নবর্তী পরিবার থেকে নিজেদের সংসারে গিয়ে একটু দম নেয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল বৈকি। চায়ের কাপগুলো গুছিয়ে নিতে নিতে টেলিভিশনে কোনো এক চ্যানেলে প্রচারিত সংবাদের টুকরো টুকরো কানে আসছিল বাবলীর। দেখতে দেখতে গুলশান আর্টিসান ক্যাফের সেই লোমহর্ষক ঘৃণ্য দুর্ঘটনার ছ'বছর হতে চলেছে। ঘটনার সাথে জড়িত প্রত্যেকটি ছেলের বসবাস শহরের সভ্রান্ত এলাকায়। অভিজাত স্কুল থেকে তাদের প্রাথমিক শিক্ষার শুরু। বাবা-মায়ের তরফ থেকে লালন পালনে কী ত্রুটি ছিল তাহলে? অজানা অশনি সংকেত এসে তাড়া করতে থাকে বাবলীকে সহসাই। আনমনা হয়ে চায়ের ট্রে

তুলে নিয়ে রান্নাঘরে এসে ধুতে শুরু করেন। রাতের বেলা কাজের মেয়েটা থাকে না। ছেলেমেয়েরা সবাই বড় হয়ে গেছে বলে তাঁরও প্রয়োজন নেই।

এশার নামাজ শেষ করতে না করতেই তিতলী ফিরে এল ঝোলা ভর্তি গল্প নিয়ে। বাকবাকুম বাকবাকুম করে খাবার টেবিলে নানারকম বিষয় নিয়ে কথা ওই বলে। অর্ককে খুব একটা অংশগ্রহণ করতে দেখা যায় না, করলেও তা এক পর্যায়ে তিতলীর সাথে ঝগড়ার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছোয়। টেবিল গুছিয়ে নিতে মেয়ে সাহায্য করল। বাদবাকী আনুষঙ্গিক কাজগুলো সেরে নিয়ে বাবলীর এবার ছুটি। অরুন্ধতী চৌধুরীর "God Of Small Things" বইটি প্রায় শেষ করে এনেছে, আজ শেষ করে তবে শোবে। ভাবতেই, তাঁর মন আনন্দে ভরে গেল।

একটু মনে হয় তন্দ্রা নেমে এসেছিল বাবলীর চোখের পাতায়, হঠাৎ তিতলীর ঘর থেকে উত্তেজিত ও চাপা কণ্ঠের কথোপকথনের আওয়াজে সচকিত হয়ে উঠলেন তিনি। অর্ক এবং বাবলীর কোনো একটা বিষয় নিয়ে তুমুল বাগবিতণ্ডা চলছে। প্রায় পনের মিনিট ধরে চলল ওদের পাল্টাপাল্টি কথাবার্তার তুফান। একটা সময়ে মনে হয় অর্কই বেরিয়ে এলো তিতলীর ঘর থেকে, যা বোঝা গেল, সজোরে দরজা বন্ধ করার আওয়াজে।



পরদিন বাবলী আর এ' নিয়ে দুজনের কাউকেই কিছু জিজ্ঞেস করেননি। প্রতিদিনকার প্রাত্যহিকী সেই রাতের পর থেকেও একই রকমই রয়ে গেল প্রায়। তবে, দুই ভাইবোনের মধ্যে একটা ফারাক নজরে এল ওঁর, অর্ক এবং বাবলী দু'জনই দু'জনকে এড়িয়ে চলছে। অর্ক বাড়িতেই থাকে। অনলাইন ক্লাস চলছে বলে কলেজেও যেতে হয় না বর্তমানে। ফয়েজ সাহেব সেদিন বাড়িতে ছিলেন না দুপুরে। থমথমে মুখে অর্ক বেরিয়ে এল ওর ঘর থেকে। মায়ের পাশে এসে বসল।

"কী রে, কিছু বলবি ? "

"বড় আপাকে বলো, যেভাবে বাইরে ঘোরাঘুরি করে ওটা ঠিক না।"

বাবলী বিস্ময় মিশ্রিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে --

"কী ভাবে ঘোরাঘুরি করে?"

"হিজাব তো পড়েই না, মাথায় একটা কাপড়ও দেয় না। আশ্চর্য মা, তুমি বড় আপাকে শাসন করো না কেন?"

"দেখ অর্ক, তিতলী যথেষ্ট বড় হয়েছে। ও কীভাবে চলাফেরা করবে তা ওকেই ভাবতে দে। ও পর্দা করবে কী করবে না সেটা ওর মানসিক প্রস্তুতির ব্যাপার। আর আমার কাছে তো মনে হয় না ও বেঠিক কিছু পরে বাইরে যাচ্ছে। দেখলে হয়তো বলতাম।"

"তোমার আশকারাতেই আপা দিন দিন বেশরিয়তী হয়ে পড়েছে। তুমি কি জানো একটা ছেলের সাথে আপার সম্পর্ক আছে ?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই জানি, তিতলী আমাকে বলেছে"

"বলেছে, আর তুমি মেনে নিয়েছ? বিয়ে না করে এভাবে কেন মেলামেশা করছে। যতদিন পর্যন্ত ওরা বিয়ে করছে না, ততদিন পর্যন্ত ওই ছেলেটা তো পরপুরুষ!"

"তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে অর্ক? কী বলছিস তুই জানিস? এই যুগে এসব বাধা দেয়া যায়? না দেয়া উচিত?"

"বুঝেছি, তুমি ব্যবস্থা না করলে আমাকেই করতে হবে"

"কী করবি তুই?"

"সে'টা নিয়ে তোমাকে আর ভাবতে হবে না"

দুদ্দাড় করে অর্ক বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। বলেও গেল না কোথায় যাচ্ছে, কিংবা কখন ফিরবে।

সকালের নাশতায় এক একজনের ফরমায়েশ এক এক রকম। সবার আগে বেরিয়ে যান ফয়েজ সাহেব। দুটো টোস্ট এবং ডিমের সাদা অংশের ওমলেট তার প্রতিদিনকার নাশতা, সাথে দুধ চিনি ছাড়া এককাপ চা। তিতলীর সিরিয়াল, তা ও নিজেই আয়োজন করে। অর্কের রুটি আর সবজি। এ সব কিছু সামলে নিতে শিখে গেছেন বাবলী অনেক আগেই। বেরোবার মুখে তিতলীকে চিন্তিত দেখাচ্ছিল। মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "এ'বার অর্ককে একটু সামলাও তো মা, ও আজকাল আমাকে মোল্লাদের মতো ফতোয়া জারি করতে শুরু করেছে। মুখোমুখি হলেই, মাথায় কাপড় দাও, হিজাব পরো, আবীরের সাথে মেলামেশা বন্ধ করো, এসব বলতে শুরু করে..."

বাবলী চিন্তিত মুখে জানালেন তাঁর সাথে অর্কর কথোপকথনের বিষয়টি।

"আসি মা, সন্ধ্যের পর ফিরছি, দেখা হবে"

এই বলে টুক ক'রে মায়ের গালে চুমু খেয়ে বাবলীও বেরিয়ে গেল।

অর্ক আজ সারাদিন বের হয়নি কোথাও। অথচ, পুরোনো এলাকায় ভাড়া বাড়িতে ওর কত শখের বিষয় ছিল। নিজ হাতে ছাদবাগান করত, গিটার শিখত, গান গাইত , খুঁজে খুঁজে প্রিয় গানগুলো ডাউনলোড করত I POD-এ। এই এখানে আসবার পর থেকেই ধীরে ধীরে ও কেমন ইন্ট্রোভার্ট হয়ে গেল। কিন্তু, এই বয়সটা উত্তেজনায় ভরে থাকবার কথা। এই বয়সটা ভালোলাগার বয়স,

এক পলকের একটু দেখার জন্য ছটফট করার বয়স। বাবলীর দুপুরের ভাবনায় ভর করে তাঁর কৈশোর। লুকিয়ে চিঠি লেখা, বন্ধুদের সাথে অকারণেই হেসে গড়িয়ে পড়া, ফিরোজা আকাশে গোলাপি মেঘ হয়ে উড়ে বেড়ানো -- আহা কী দিন ছিল। আজও সেই দিনগুলো ন্যাপথলিন দিয়ে যত্ন করে গুছিয়ে রাখার চেষ্টায় সচেষ্ট। এমন অসংখ্য ছোটগল্পে মুড়িয়ে রাখা অতীতই একজন মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। না হলে তো মানুষ বেঁচে থেকেও মৃত। পেছনে ফেলে আসা দিনগুলো ছিল সহজ, নির্ভেজাল। 'মন খারাপ' শব্দটির সাথে বাবলীর ছেলেবেলায় দেখা হয়নি বললে ভুল বলা হবে না। অংকে দু'টো নম্বর কম পেয়েছে তো দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলেছে হয়ত, কিন্তু মুহূর্তেই সেই মন খারাপ উধাও হয়ে যেত প্রিয় গানে, প্রিয় বইয়ের পাতায়। আজকাল "মন খারাপ" কে দখল করে নিয়েছে "ডিপ্রেশন" --

ফয়েজ সাহেব বাড়িতে এলেন দুপুরের একটু পরে। সায়মা টেবিল লাগিয়ে দিলে দুপুরের খাবার সারা হলো। অর্ককে আজ একটু আনমনা দেখাচ্ছে। খাবার টেবিলে হাতে ফোন রাখার বিষয়ে বাবলির প্রবল আপত্তি আছে। অর্ক টেবিলে ফোন রেখে বাবলীর সরু চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "কিছু করব না। একটা জরুরী টেক্সট আসতে পারে। ওটা একটু ফলো আপ করতে হবে।"

বাবলীর আজ একটু ক্লান্তিতে পেয়েছে। ভাবছিল, দুপুরে অল্প একটু ঘুমিয়ে নেবে। কিন্তু, এতটা ঘুমিয়ে পড়বে বাবলী বুঝতেই পারেনি। মাগরিবের আজানের শব্দে চোখ মেলে দেখল, বাইরে পড়ন্ত দিন। বেগুনি গোলাপি রংলেপা আকাশের কোলে সূর্যের বিদায়ী করতল। তাড়াহুড়ো করে উঠে ওজু করে নামাজ শেষ করে উঠতেই, ফোন বেজে উঠল। যথারীতি, 'তিতলী কলিং' . মেজাজটা একটু ঘেঁটেই গেল বাবলীর।

মেঘের আড়ালে আজ সূর্য ঢেকে গেছে হয়ত, কিন্তু প্রজাপতি তার ডানা মেলে আপন পথরেখা খুঁজে নিক

"তিতলী, আজ দেরী করলে খুব রাগ করব কিন্তু, কোনো বায়না না করে বাড়ি চলে এসো।"

হড়বড় করে ও'পাশ থেকে অপরিচিত কণ্ঠস্বর। বাবলী থমকে গেল। তিতলীর ফোন থেকে কে কথা বলছে?

"শুনুন, আপনি তিতলী আপার আম্মা?"

"হ্যাঁ, কিন্তু, আপনি কে?"

"আমাকে চিনবেন না। আমার নাম রাশেদ। তিতলী আপার পার্স থেকে ফোন বের করে আপনাকে ফোন করছি। আপনি অ্যাপোলো হসপিটালে তাড়াতাড়ি চলে আসুন।"

বেডসাইড টেবিলটাকে আঁকড়ে ধরে নিজেকে সামলে কোনোরকমে বাবলী জিজ্ঞেস করল, "কী? কী হয়েছে ওর?"

"আন্টি, আজ ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে তিতলী আপার জন্য উবার ডেকে অপেক্ষা করছিলাম। তিতলী আপাকে রেখে আমি সামনের একটা দোকানে গিয়েছিলাম পাঁচ মিনিটের জন্য, এর মধ্যে কে বা কারা আপাকে পেছন থেকে ছুরি মেরে চলে যায়। লোকজনের শোরগোল শুনে আমি তাড়াতাড়ি পৌঁছে দেখি এই অবস্থা। আপা যন্ত্রণার মধ্যে শুধু বলল, 'মা'কে জানা শিগগির।' ততক্ষনে উবার চলে এসেছে। এম্বুলেন্স কতক্ষনে আসবে এসব ঝুঁকি না নিয়ে অ্যাপোলোতে নিয়ে এসেছি। অল্পের জন্য বেঁচে গেছে আন্টি। ওটি থেকে সার্জন এইমাত্র এসে বলল, 'এখন আর ভয় নেই। আপনি চলে আসুন।"

বাবলী যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। কীই বা শুনছে আর কীই বা ঘটেছে। টলমল পায়ে অর্কর ঘরে এসে বসে পড়ল। অর্ক নেই। কখন বেরিয়ে গেছে বাবলী টেরই পায়নি। অর্ককে ফোন করতেই পাশের ওয়ার্ড্রোবের ওপর থেকেই ওর ফোন বেজে উঠল। ছেলেটা ফোনটা ফেলে গেছে। ফোন স্ক্রিনের ওপরে একটা মেসেজ ব্লিঙ্ক করছে।

"Good luck on your first honor killing. Welcome to Love Jihad society"

মেসেজ খুলতেই পুরো থ্রেড ভেসে এল । অর্ককে নিজাম বলে একজন বুঝিয়ে গেছে ক্রমাগত, বিবাহ পূর্ববর্তী সম্পর্ক নাজায়েজ। এবং সে সঠিক পথে না এলে এভাবেই তাকে সরিয়ে দেয়া উচিত। একজন সহি মুসলিম হিসেবে এটা অর্কর ফরজ কাজ। এর দায়িত্ব যে নেবে তার জান্নাত অবধারিত। ছবির মতো ক'রে তিতলীকে সরিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করা আছে। শিউরে উঠল বাবলী। আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে ছুটে বেরিয়ে গেল। বেরোতে বেরোতে গুলশান থানার ওসি রওনক খান সাহেবকে ফোন করে সব জানিয়ে রাখল, কেননা এই মুহূর্তে তিতলী নিরাপদ নয় একেবারেই।

বিলু বিচক্ষণ ড্রাইভার। রাস্তার প্রচন্ড জ্যামের ভেতরেও বিলি কেটে এগিয়ে চলেছে ওদের গাড়ি। বাবলী নিজের হৃৎস্পন্দনের শব্দ নিজেই যেন সহ্য করতে পারছে না। অল্প কিছুক্ষণের পথ আজ আর ফুরোতে চাইছে না। গন্তব্যে পৌঁছে হাসপাতালের এলিভেটর ধরে আই সি ইউ তে পৌঁছাতেই পরিচ্ছন্ন চেহারার একটি ছেলে এগিয়ে এল। বুঝতে অসুবিধে হল না, এই ছেলেটিই ফোনে সব জানিয়েছিল। টি-শার্টের এক পাশে চাপ চাপ জমা রক্ত। ওঁর মনে হল, এ' যেন রক্তাক্ত তিতলী, ওকে আজ রক্তাক্ত হতে হল শুধু ভালোবাসার অপরাধে। বাবলীর মনে হচ্ছিল, কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি সম্বিৎ হারিয়ে ফেলবেন।

"তিতলী আপা ভালো আছেন এখন, আই সি ইউ-এর তিন নং কেবিনে আনা হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। চলুন" -- রাশেদের কণ্ঠ যেন ভেসে আসছে যোজন যোজন দূর থেকে।

এ'রকম এক সঙ্গিন মুহূর্তে বাবলীর ফোনের স্ক্রীনে একটি মেসেজের আওয়াজে সচকিত বাবলী দেখলেন রওনক সাহেব লিখেছেন – "We have Arko in our custody. Already sent security at ICU ward"

নদী তার এক কূল ভাঙে এবং এক কূল গড়ে। অর্কের বিষয় গোপন করা উচিত ছিল কি ছিল না বাবলী এই মুহূর্তে এই বিষয়টা নিয়ে ভাবছেন না। ভালবাসার অপরাধে তিতলীর মতো আর কেউ যেন বলি না হয়, সেটা কিছুটা হলেও

নিশ্চিত করেছেন তিনি। ভালোবাসা অনন্যতার রঙে রঙিন, তাকে কোনো সীমিত পরিসীমায় বাঁধা যায় না। অর্ক তার সন্ধান পায়নি, তিতলী পেয়েছে। শখ করে সূর্যের নামে নাম রেখেছিলেন অর্ক। মেঘের আড়ালে আজ সূর্য ঢেকে গেছে হয়ত, কিন্তু প্রজাপতি তার ডানা মেলে আপন পথরেখা খুঁজে নিক। একদিন না একদিন সূর্য ঝলমলে আলোয় হেসে উঠবেই, হাজার হাজার প্রজাপতিও সেই আলো মেখে উড়ে যাবেই একদিন।

অলঙ্করণ: অর্ণব বড়ুয়া ও শৌভিক সামন্ত।



রুবানা ফারাহ্ আদিবা

শৈশব এবং কৈশোর কেটেছে ঢাকা, বাংলাদেশে। বর্তমানে ডালাস, টেক্সাসে প্রকৈশলী হিসেবে কর্মরত। অবসরের সঙ্গী বই, কালি-কলম, এবং সঙ্গীত। ঘড়ি ধরে জীবন ও যাপন অপছন্দের। চেয়েছিলেন দোয়েল বা ফড়িঙের মতো উড়ে বেড়াতে। কিন্তু বেঁচে থাকতে গেলে জীবিকার প্রয়োজনে এ জীবন বেছে নিতে হল। দেশ এবং বিদেশের বেশ কিছু সাহিত্য পত্রিকাতে প্রকাশিত লেখার পাশাপাশি , ২০২২ এর অমর একুশে বইমেলায় প্রথম প্রকাশিত ছোট গল্প সংকলন ‘ডুবসাঁতার।’



ইনফিউসড গপ্পো

কৃষ্ণা মিস্র ভট্টাচার্য

রাতের প্রাক শরৎ। একটু একটু হিমকণা – অশ্বত্থ গাছের পাতায় – গোপন ডেরা থেকে ঝিল্লি-ঝংকার – সারেঙ্গির মতো বাজছে – বেতের চেয়ারে বাগানে বসে একটু আগে পড়ছিলাম – ক্যারোলিন পেরেজের – 'ইনভিসিবল্ উইমেন' – এক্সপোজিং ডাটা বায়াস ইন অ্যা ওয়ার্ল্ড, ডিজাইনড ফর্ মেন – "পড়তে পড়তে ভাবছিলাম আরো কত যুগ লেগে যাবে নারীদের অদৃশ্য থেকে দৃশ্য হতে – পুরুষতন্ত্র (দেশে-বিদেশে) গর্ব করে বলে আসছে – "there is always a woman behind a successful man –" আমাদের ও কহাবৎ আছে – "সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে" – মেয়েরাও বোধহয় এই কথাগুলো তোতা পাখির মতো আওড়াতে আওড়াতে কখন যেন নিজেরাও বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। শুধু বিশ্বাসই নয় রীতিমতো গর্ব অনুভব করেন নারীরা একজন কৃতকার্য পুরুষের ছায়াসঙ্গিনী হতে; রবীন্দ্রনাথও এই ছায়াসঙ্গিনীকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন। নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল হয়ত! আমার পায়ের কাছে শুয়ে থাকা দুই সারমেয় – কালু আর গ্র্যান্ডি লেজ নাড়িয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট করে আমার হাতে জিভ্ দিয়ে আদর করে দিল – গাছের উপরে আমার মার্জার সুন্দরী কালচু আর তার ছেলে আরাম করে শুয়ে ঝিল্লিরব শুনতে শুনতে বোধহয় ঘুমিয়েই পড়ছিল – আমারও বেশ একটা ঘুমের আমেজ আসছিল – আকাশে পূর্ণ চাঁদ – ভাবছিলেন আগামী পূর্ণিমাই কোজাগরী পূর্ণিমা – ভাবতে ভাবতেই দৃশ্যপট পাল্টে গেল –

– শুধু এক টুকরো হাওয়া উড়ে বেড়াচ্ছে
এমনই এক রাত্রি এখন
যেখানে চাঁদ তারার মেহফিলে
মেহমান কিছু ছায়া মুখ
আর
ভুলে যাওয়া
যাপিত জীবন –

দেখলাম ছোট্ট গেট খুলে আমার বাগানে হেঁটে আসছে দুটি নারী--আমার মনে হল চিনি চিনি – কিন্তু ঠিক চিনিও না –

– হাই – আমরা তোমার সাথে আলাপ করতে এলাম – বসব?

হ্যাঁ অবশ্যই –

শুক্রিয়া। – বলে ওরা দুজনেই আমার পাশের দুটি চেয়ারে বসে পড়ল।

আমার বাগানে গেটের ম্লান আলোয় দু'জনকে দেখলাম।

– প্রথম নারী বেশ গোরী গোরী, বিহারের দেহাতি মেয়েদের মতো শাড়ি পরা – সিঁথিতে সিঁদুর বেশ মোটা করে পরেছে – মনে হচ্ছে যেনো সিঁথি রক্ত লাল – আমার মনে পড়ল আমার এক ঠাকুমা – সেই প্রাক-স্বাধীনতা যুগে আমার দাদুর সাথে অসবর্ণ বিয়ে করেছিলেন এবং দু'জনেই দু'জনকে কমরেড ব'লে সম্বোধন করতেন। তা সেই কমরেড ঠাকুমা সিঁদুর,শাখা, নোয়া কিছুই পরতেন না – দু'টো হাতই খালি – আমার বোন হেসে ফেলে বলেছিল – "ও ঠাম্মা তুমি সিঁদুর পরো না কেন?"

কমরেড ঠাকুমা খুব মিষ্টি হেসে কিন্তু দৃঢ় ভাবে বলেছিলেন – "একসময় রাজারা প্রতিবেশী রাজার রাজ্য কেড়ে সে রাজ্যের সব মেয়েদের সিঁথিতে রক্ত টীকা এঁকে দিয়ে মেয়েদের বন্দী বানিয়ে হাতে লোহার বালা পরিয়ে দিত। সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে – "

সেই বোঝা না বোঝার রহস্যময় বালিকাবেলায় এই কথাগুলো দাগ কেটে মনে বসে গিয়েছিল। সোনার শিকল আর লোহার শিকল দুইই সমান দিদিভাই –

– কী ভাবছ?

– না কিছু না – অন্য জনের প্রশ্নে ফিরে তাকিয়ে দেখি ইনি একেবারেই ব্ল্যাক বিউটী – অসামান্য আদিবাসী মুখ যেন রামকিঙ্কর বেজের ভাস্কর্য। শাড়িটি সাঁওতালি ঢঙে পরা।

কৃষ্ণা রমণীর গর্ভজাত কন্যা এই দ্রুপদনন্দিনী। আর পাঁচ স্বামী? কেন হস্তিনাপুর বা বর্তমান হরিয়ানা তো এখনো এই সিস্টেম চালু আছে।

গোরী কন্যা ফিক করে হেসে ফেলে ।

– কেন রামায়ণের সীতার জন্মবেত্তান্তখানা ভুলে গেলে বুঝি?

এবার আমি একটু অবাক হয়েই বললাম – "ওমা ভুলব কেন? সীতা তো ধরিত্রী কন্যা –"

– আমরা সবাই ধরিত্রী কন্যা। অবাঞ্ছিত সদ্যোজাত কন্যাকে এখনো নগরে, গ্রামে-গঞ্জে – ডাষ্টবিনে, রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয়। যদি ভাগ্য থাকে বেঁচে যায় – যেমন সীতা বেঁচে গিয়েছিল। জনকরাজার কন্যা স্নেহে মানুষ হয়েছিল।

– হ্যাঁ – আর এখন যেমন কন্যাকে সেক্স ডিটেকশন এর সাহায্যে আগেই চিহ্নিত করে মেরে ফেলা হয় তখন তো সেটা সম্ভব ছিল না – তাই জন্মের পরেই মেরে ফেলত। তারপর সেক্স রেশিও কমে যেত – একটি মেয়েকে একজন বিয়ে করে আনত আর সব ভাই মিলে ভোগ করত।

ওরা দুজনেই কেমন যেন হেসে উঠল। আমার গাটা ছমছম করে উঠল – হ্যাঁ এটা তো সত্যি এখনও হরিয়ানা সহ বেশ কিছু উত্তর ভারতীয় প্রদেশে সেক্স রেশিও এতো কম যে চিন্তার বিষয়। আর এ'টাও তো সত্যি হরিয়ানার বেশ কিছু

অবাঞ্ছিত সদ্যোজাত কন্যা কে এখনো শহরের, নগরে, গ্রামে গঞ্জে ডাষ্টবিনে, রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয় - । যদি ভাগ্য থাকে বেঁচে যায় - যেমন সীতা বেঁচে গিয়েছিল। জনকরাজার কন্যা স্নেহে মানুষ হয়েছিল।

আমার গ্র্যান্ডিকে দেখে বললেন – তোমার সারমেয়টি বেশ –

কালুর দিকে তাকিয়ে বললেন – "এ তো ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এর সারমেয় – " বলেই মুচকি হাসলেন।

– আমি কালুর কানে আদর ক'রে বললাম – এ'গুলো তো মহাভারতের গল্প।

ব্ল্যাক-বিউটি ভীষণ চটে গিয়ে বললেন

– গপ্পো? হোয়াট ডু ইউ মীন? এ'গুলো সব সত্যি কথা। মহাপ্রস্থানের পথে যেতে যেতে পা ক্ষত বিক্ষত – বরফে চলতে চলতে খাবার নেই জল নেই – তবু চলতেই হবে – ধর্মরাজের আদেশ যে –

– "কী জানি বাবা আমার তো পুরো রামায়ণ আর মহাভারত পড়তে পড়তে শরীর শিউরে ওঠে –

অবশ্য এগুলো গল্পই –

– what you mean?

– না এই যে দ্রৌপদীর যজ্ঞের আগুন থেকে জন্ম – পাঁচ পাঁচ স্বামী –

ব্ল্যাক বিউটি তাঁর সুন্দর চোখ দুটি আমার চোখে রেখে বলল – "সব সত্যি। দেখগে কোন আর্য রাজপুরুষ অথবা মুনি ঋষির লালসায় কোনো আদিবাসী গ্রামে এখনো আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খন্ড থেকে মেয়ে কিনে আনা হয় এবং বাড়ির সব ভাই তো বটেই অনেক সময় শ্বশুরমশাই পর্যন্ত সেই মেয়েকে ভোগ করে। সেই নারী বিবাহিত নারীর মর্যাদা পেলেও তাঁর কিংবা তাঁর গর্ভজাত সন্তানের সম্পত্তিতে কোনো আইনী অধিকার থাকে না।

– মহাভারতের দ্রৌপদীরও ছিল না – তাঁর সন্তানরা রাজা হয় নি।

– তাঁদেরকে তো মেরে ফেলা হয়েছিল।

– সেটা তো চক্রান্তও হতে পারে – বেদব্যাস তো রাজপরিবারের জন্য ইতিহাস লিখেছেন – রূপকের সাহায্য তো নিতেই হবে।

দ্রৌপদী শুধুমাত্র দাবার বোড়ে – শুধুমাত্র কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কারণ হিসেবে তাকে ব্যবহার করা হয়েছে –

– ঠিক বলেছিস ছুটকি – গোরী মহিলা ব্ল্যাক-বিউটির কথাকে সমর্থন ক'রে বললেন – রামায়ণেও সীতা মাঈয়াকে যুদ্ধের কারণ হিসেবেই ব্যবহার করা হয়েছে।

– "হ্যাঁ ঠিক তাই – দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর থেকে শুরু করে পাঁচ ভাই মিলে ভোগ করা থেকে পাশা খেলায় বাজি রাখা – সবার সামনে ন্যাংটো করে দেওয়া থেকে সব সব সব ক্ষেত্রে। এই অসামান্যা নারীকে শুধু ইউজ করা হয়েছে।

– ভাবো – সীতা কে যখন আগুনে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা হয়েছিল – আর সে চেষ্টা কে করেছিল? সেই পুরুষোত্তম রাম – যাঁকে সীতা ভালবেসেছিল – ভালবেসে বনবাস জীবন স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছিল – অন্য পুরুষ যদি তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যায় তাতে সে বেচারীর কী দোষ ছিল?

আমি একটু চুপ করে যেন নিজের মনে মনেই বললাম, "এখনো ধর্ষিতা, অবমানিতা নারীদেরকে এভাবেই সংসার অগ্নি পরীক্ষায় আগুনে তুলে দেয় –

– সীতা পঞ্চাশ শতাংশ পুড়ে গিয়েছিল – হয়তো কোনো সহৃদয় পুরুষ/মহিলা তাঁকে বাঁচিয়ে তুলে আবার রামকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে অযোধ্যায় পাঠিয়েছিল – সীতাও বেওয়াকুফ নারী – ঘর বরের লোভে সেই রামের সাথে ঘরবসত করতে গিয়েছিল আহ্লাদে আটখানা হয়ে!

আমি একটু আমতা আমতা করে বললাম – "না, মানে সীতা হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন যে রাম আসলে সীতাকেই ভালবাসেন – শুধু 'লোগ ক্যায়া কহেঙ্গে' – মানে লোকরঞ্জনের জন্যই হয়ত

গৌরাঙ্গী ফোঁস করে উঠলেন

– you think?

শোন তা'হলে – বাল্মীকি রামায়ণ থেকে আমাদের সুকুমারীদিদি কী বলেছেন – ঐখান থেকে বলছি – যখন আগুনে পোড়া শুদ্ধতম সীতা তাঁর প্রিয়তম পতিদেব রামকে প্রণাম করে নতমুখে দাঁড়ালেন – উদাসীন রাম ফিরেও দেখলেন না – আর্যগরিমায় পৌরুষ ফলিয়ে বললেন –

"যুদ্ধে শত্রু জয় করেছি, তোমাকে মুক্ত করেছি ভদ্রে-পৌরুষ দিয়ে যা করবার করেছি! বৈরভাবের শেষ প্রান্তে পৌঁছেছি। ধর্ষণ প্রমার্জনা করেছি। আমার শ্রম আজ সফল। প্রতিজ্ঞা থেকে উত্তীর্ণ হয়েছি, নিজের প্রভুত্ব ফিরে পেয়েছি।" (৬:১১৫:১০)

এ'কথা শুনে পোড়ামুখী সীতা যখন বনের হরিণীর মতো উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, তখন রাম আসল কথাগুলো বললেন যা জ্যামুক্ত তীরের মতো বৈদেহীর অন্তরে প্রবেশ করল। কী বলেছিলেন পুরুষোত্তম রামচন্দ্র? – বলেছিলেন

– "তোমার কুশল হোক, জেনে রাখো, এই যে যুদ্ধের পরিশ্রম, বন্ধুদের বীরত্বের সাহায্যে যা থেকে উত্তীর্ণ হয়েছি,তা তোমার জন্য নয়। আমার চরিত্র মর্যাদা রক্ষা করার জন্য এবং প্রখ্যাত আত্মবংশের কলঙ্ক মোচন করার জন্যই তা করেছি। তোমার চরিত্র সন্দেহজনক হয়ে উঠেছে। প্রদীপ যেমন চক্ষু পীড়াগ্রস্তের সামনে পীড়াদায়ক হয় আমার সামনে তুমি তেমনই। তাই জনকাত্মজা, এই দশদিক পড়ে আছে, যেখানে ইচ্ছা তুমি চলে যাও,আমি অনুমতি দিলাম তোমাকে – তোমাকে আমার আর কোনো প্রয়োজন নেই। কোন্ সদ্বংশজাত তেজস্বী পুরুষ সেই স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবে যে পরগৃহবাস করেছে? – রাবণের কোলে বসে পরিক্লিষ্ট তুমি, তোমাকে গ্রহণ করে আমি আমার উজ্জ্বল বংশের গৌরব নষ্ট করব? যে জন্য যুদ্ধ জয় করেছি তা পেয়েছি, তোমার প্রতি আমার অভিলাষ নেই, যেখানে খুশি চলে যাও তুমি: বুদ্ধিমান আমি তোমাকে বলছি, লক্ষণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব বা বিভীষণ এদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করে নাও। তোমার মতো দিব্যরূপা মনোরমা নারীকে দেখে, রাবণ নিজগৃহে খুব বেশি দিন চুপচাপ সহ্য করেনি। (৬:১১৫:১৫--২৪)

এর উত্তরে বাল্মীকি রামায়ণের সীতা বলেছিলেন – তুমি যেমন ভাবছো মহাবাহু, আমি তেমন নই – নিজের চরিত্র দিয়ে আমাকে বিশ্বাস করো। (৬:১১৬:৬) – ব্ল্যাক-বিউটির মুখে তীব্র উপহাস ছুঁয়ে গেল – "দারুণ। সেই তো দ্রৌপদী আর সীতা মাঈয়া একই জায়গায় দাঁড়িয়ে – অন্য পতি বরণ করো – মেয়েদেরকে কি ওরা বারবণিতা ভাবে?"

গৌরাঙ্গীর চোখ ছলছল – আপন মনেই বললেন – "Gorresio সংস্করণের রামায়ণ এবং মহাভারতের বনপর্বের অন্তর্ভুক্ত রামোপাখ্যানে আবার একটু বিশেষ পাঠ আছে –"

যেমন?

বলছি – সুকুমারী দিদির কথায় – "রাম বলছেন – যাও বৈদেহী, তুমি মুক্ত। যা করণীয় ছিল তা আমি করেছি। আমাকে স্বামী হিসেবে পেয়ে তুমি রাক্ষসের বাড়িতে বুড়ি হয়ে যাবে সেটা হয় না, তাই রাক্ষস রাবণকে আমি হত্যা করেছি।



আমার মতো ব্যাক্তি ধর্ম ও অধর্মের ভেদ জেনেও পরহস্তগতা নারীকে কেমন করে এক মুহূর্ত ধারণ করবে? তুমি সচ্চরিত্র হও আর অসচ্চরিত্রই হও, মৈথিলি, তোমাকে আমি ভোগ করতে পারিনে – তুমি যেন কুকুরে চাটা ঘি।"

– তারপরও সবাই তোমরা বলবে রাম শুধুমাত্র প্রজার কথায় সীতার অগ্নি প্রবেশ চেয়েছিলেন? লঙ্কায় প্রজা বলতে তো ছিলেন এক লক্ষণ – যে লক্ষণ সীতাকে দেবীর মতো ভক্তি করতেন – যাঁর চরিত্র সম্পর্কে লক্ষণের মনে কোনো সন্দেহ মাত্রই ছিল না।

আমরা চুপ। অশ্বত্থ গাছের ডালে কালচু ডেকে উঠল – ম্যাও – গ্রান্ডি চাপা সুরে বলল – ঘেউ –

ব্ল্যাক-বিউটি আত্মগত হয়ে বলল – "এ'রকমই সমাজ – ভারতীয় আর্যসমাজ। দ্রৌপদী ভালবেসে যে অর্জুনের গলায় বরমাল্য দিল তাকে সে পেলই না – তাঁর প্রথম ফুলশয্যা হল যুধিষ্ঠির এর সাথে – অর্জুনকে সে পেল সুভদ্রা, উলুপী,

চিত্রাঙ্গদার হাতফেরৎ। সুভদ্রাকেই ভালবেসেছিল অর্জুন। অথচ দ্রৌপদী সারাজীবন অর্জুনকেই ভালবেসে গেল – ভুল পুরুষকে ভালবেসে জ্বলে পুড়ে মরল দ্রৌপদী –

– সীতার দোহদ বা গর্ভবতী নারীর সাধ পূর্ণ করতে রাম ছলনার আশ্রয় নিয়ে পূর্ণগর্ভা পত্নীকে বিসর্জন দিলেন। সীতা সেই ঘোর জঙ্গলে লক্ষণকে শুধু এই কথাগুলিই বলেছিলেন – "আমার এই দেহটি নিশ্চয় শুধু দুঃখের জন্য সৃষ্টি হয়েছিল, লক্ষণ। (৭:৪৮:৩) – ধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত সেই রাজাকে ব'ল, রাঘব তুমি যথার্থই জান, যে, সীতা, শুদ্ধা, পরম ভক্তিমতী, তোমার মঙ্গলে নিবিষ্টাচিত্তা, সেই আমাকে তুমি সমাজে অযশের ভয়ে ত্যাগ করলে –"

পরে লবকুশের জন্মের পরও যখন আবার অগ্নিপ্রবেশ – স্বয়ং বাল্মীকির শপথ বাক্য উচ্চারণ – 'হে রাম আমি বহুসহস্র বৎসর তপস্যা করেছি। মৈথিলি যদি দুষ্টা হন তো আমি যেন সে তপস্যার ফল লাভ না করি –' এই ঋষিবাক্যও যখন রাম রাজ দরবারে গৃহীত হ'ল না তখন বেচারী সীতার পাতাল প্রবেশ ছাড়া আর কী রাস্তা থাকতে পারে? নিজের সততা প্রমাণ সে আর কীভাবে করত?"

গৌরাঙ্গী চুপ করতেই ব্ল্যাক-বিউটি আবার সেই বিদ্রূপের হাসি হেসে বললেন

– "হ্যাঁ তখন তো আর ডি-এন-এ টেষ্টিং ছিল না –"

আজকাল যখন দেখি বিভিন্ন স্থানে নারীরা মিছিলে হাঁটছেন, হাতে প্ল্যাকার্ড – we want justice – তখন খুব মন খারাপ হয়ে যায় – সেই সময় তো এই দুই নারীর হ'য়ে বলবার মতো কেউ ছিল না –

তাই বোধহয় মহাকাব্যের এই দুই নায়িকা জাষ্টিস না পেয়েই পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন।

দু'জনেই কেমন যেন হেসে উঠলেন – আমার সমস্ত শরীরে একটি শিহরণ – এই দুই রমণীর পরিচয় কী?

মাথার উপরে তীব্র গর্জনে একটি বিমান উড়ে গেল – দু'বছর করোনা রেষ্ট্রিকশনের শেষে আবার জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল স্বাভাবিক হয়ে আসছে –

চাঁদ হঠাৎ হালকা শরতের আড়ালে ঢাকা পড়লে বাগানময় কিছুটা অন্ধকার – মাধবীলতার মৃদু গন্ধ – দুই রমণী আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে পড়লেন চেয়ার ছেড়ে –

– "চলি ভাই – আন্দোলন টান্দোলন করো – দেখো অদৃশ্য থেকে বৃহৎ নারী সমাজ আবার দৃশ্য হতে পারে কিনা –

ওরা বাগানের উইকেট গেট খুলে বেরিয়ে যাচ্ছেন – আমি একটু জোরেই বললাম –

"আপনাদেরকে এখানে কখনো দেখিনি – আপনাদের পরিচয়?"

– যেমন খুশি কল্পনা করে নিও সেটাই হবে সত্যি।

আপনারা রামায়ণ, মহাভারত, রবীন্দ্রনাথ থেকে সুকুমারী ভট্টাচার্য – সব জানেন – আপনাদের নামটা অন্তত বলুন

মুচকি হেসে ইনভিসিবল্ হতে হতে ব্ল্যাক বিউটি বললেন

দ্রৌপদী

চাঁদ হঠাৎ হালকা শরতের আড়ালে ঢাকা পড়লে বাগানময় কিছুটা অন্ধকার - মাধবীলতার মৃদু গন্ধ - দুই রমণী আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে পড়লেন চেয়ার ছেড়ে

গৌরাঙ্গী চাপা কণ্ঠ স্বরে – কেমন যেন অস্ফূটে উচ্চারণ করলেন

– বৈদেহী –

চাঁদ মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে হেসে উঠল।

কালচুর নড়াচড়ায় একটি পাতা আমার চোখে পড়তেই চটকা ভাঙল। চোখ কচলে দেখি চাঁদের বুড়ি ফোকলা দাঁতে এখনো চরখায় গল্পের সুতো বুনে চলেছে –

তথ্যসূত্র: 'রাম ও অন্যান্যরা' – সুকুমারী ভট্টাচার্য।

অলঙ্করণ: অর্ণব বড়ুয়া ও সুরঞ্জনা শিকদার ঘোষ।



কৃষ্ণা মিশ্র ভট্টাচার্য

দীর্ঘদিন ধরে দিল্লি তথা ভারত এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা – ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর। Poetry club of India, দিল্লি হাটার্স পত্রিকা সহ বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ – *সাপ শিশির খায়;* প্রকাশিত কবিতা গ্রন্থ – *দেবীদহন;* প্রকাশিতব্য কবিতা গ্রন্থ – *ফসিল হবার আগে।*



পুজোর গন্ধ

প্রিয়ঙ্কন চ্যাটার্জী

'সন্ধিপুজোর সন্ধিচুক্তি'

এখনও সব কিছু কেমন স্বপ্নের মতো লাগছে রিকির। পুজো প্যাণ্ডেলে ওরা সবাই বসে আছে। সন্ধিপুজো শেষ। প্যাণ্ডেল পাহারা দিচ্ছে। ভিড় প্রায় নেই। ওরা সবাই গল্পে মশগুল। কাল কোথায় ঘুরতে যাবে, সেই নিয়ে চিন্তা। বনির ইচ্ছা সিনেমা দেখতে যাবে; আর শাশ্বত সাউথে ঠাকুর দেখতে যাবে; মুভি দেখে সময় নষ্ট নয়! বনির প্রিয় নায়কের মুভি দেখাকে সময় নষ্ট বলায় চটে গেছে ও। তাই নিয়ে তর্ক চলছে। রিকির এখন এ'সবে নজর নেই। ওর মন অন্যদিকে! শুধু সবার কথার মাঝে বলল, "কাল সবার আগে রাজবাড়ির ঠাকুর দেখা হবে! তারপর বাকি সব কিছু!"

গ্রুপের সবাই একটা চাপা আনন্দসূচক লেগপুলের আওয়াজ তুলল " ও হো ও..ও..ও!"

আসলে গল্পটা শুরু হয়েছিল মাস দুই আগে। পনেরোই আগস্ট যখন এই পাড়ার বিশ্বদা আর নরেনকাকুকে অজয় সংহতির ছেলেরা স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে অপমান করে ক্লাব থেকে বার করে দেয়।

রিকিরা হল তালপুকুর অঞ্চলের বাসিন্দা। এখানে এই অঞ্চল পূর্বপল্লী আর নয়াপল্লী এই দুই পাড়া নিয়ে তৈরী হয়েছে। পাড়ার একমাত্র ক্লাব হল অজয় সংহতি। দুই পাড়া মিলেই ক্লাব তৈরী। সেই স্বাধীনতার আগের ক্লাব। পাড়ার জেঠুদের কাছে শোনা, এই ক্লাবে নাকি একসময় বিপ্লবীদের গুপ্ত সংগঠন ছিল। সেই ক্লাবের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান থেকে বার করে দেওয়া হয়েছে বিশ্বদাদের। এটা সত্যিই অপমানজনক। মূলত পাড়াটা আগে ওই পূর্বপল্লীর মধ্যেই ছিল।

পরে জনসংখ্যা বাড়তে এই নয়াপল্লীর দিকে বসতি গড়ে ওঠে। তারপরে এদিক দিয়েই বাসরাস্তা, স্টেশনে যাওয়ার বড় রাস্তা তৈরী হতে এদিকটা বেশী জমজমাট হতে থাকে। বাজার দোকান তৈরী হয়।

ওই অনুষ্ঠান থেকে বার করে দেওয়ায়, এই পাড়ায় চৌধুরী বাড়ির রোয়াকে পরের রবিবারেই বসেছিল জরুরী মিটিং। নরেনকাকু প্রসঙ্গ তুলেছিল। ওরা জোরে মাইক বাজাচ্ছিল। তার প্রতিবাদ করায় বিশ্বদাকে অপমান করা হয়। নরেনকাকু বিশ্বদাকে সমর্থন করলে, তাকেও ছাড় দেয়নি। পরে এই নিয়ে ক্লাব থেকে কেউ কিছু বলেওনি। ক্লাবটা পূর্বপল্লীর মধ্যে ব'লে, ওরা এই নয়াপল্লীকে বেপাড়ার মতো ট্রিট করে। তাই ওরা সবাই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে অজয় সংহতি থেকে নয়াপল্লীর সবাই পদত্যাগ করবে। মিটিং-এ উপস্থিত সবাই সহমত। কিন্তু বাদ সাধছে দুর্গাপুজো। এখানে একটাই পুজো হয়। এ'পাড়ার ছোট বাচ্চাদের মন খারাপ হবে পুজো না হলে! বাচ্চা শুধু নয়, পুজো না হলে যে বড়দেরও মনখারাপ হবে, সেটা নিজেরাও জানে। শুধু বাচ্চারা সফ্ট টার্গেট ব'লে, ওদের ঘাড়ে বন্দুক রেখে দেওয়া। অনিল মিটিং-এ বসে সেটাই ভাবছিল। এমন সময় রবিনজেঠু বলে, "বেশ তো। আমরা নিজেরা আলাদা করে পুজো করি। কেমন হয়?" উপস্থিত সকলের সিংহভাগই আনন্দের সঙ্গে সমর্থন করে দেয়। তখন বাদলজেঠু বলেছিলেন পুজোর পারমিশন জোগাড় করা একটু শক্ত হবে। দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এসেছিল পলাশদা। পলাশদা সরকারি আধিকারিক। বলেছিল সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তা অবশ্য ঠিকই বলেছিল। দুই-তিন সপ্তাহের মধ্যেই সব অ্যারেঞ্জ করা হয়েছিল। শুধু মিটিং-এ ঠিক হয়েছিল, পাড়ার ইয়ং ব্রিগেড কে ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে সামনে থাকতে হবে। সব দায়িত্ব নিতে হবে।

তোর্সা বাচ্চা মেয়ের মতো হেসে শিউলির গন্ধ শুঁকে, রিকির নাকের কাছে ধরলো সেই ফুল। আহ, পুজোর গন্ধ! পুজোর স্মৃতি!

আর সেই মতোই আজ রিকিরা সবাই রাত জাগছে। রিকিরা সবাই মিলে পুজোর প্রতিমা অর্ডার করা, পুজোর বাজার, পুরোহিত ঢাকি সব ঠিক করেছে। এর জন্য এই বছর সেভাবে ওরা আর ঘুরতে পারেনি। শুধু কালকের দিন ওরা সবাই ফ্রি। কাল ঘুরতে যাবে বলে ঠিক করেছে। আর তাই নিয়েই চলছে ঝামেলা। কিন্তু রিকি ভাবছে অন্য কথা! কাল ওর সব প্ল্যান নির্ভর করছে, অন্য একজনের উপর। যাকে প্রথম দেখেছে পঞ্চমীর রাতে। আর প্রথম দেখাতেই ও বুঝে গেছে এই পুজোটার সবকিছুই এখন একজনকে ঘিরেই হবে - তোর্সা! তোর্সা মুখার্জী; পাশের বাড়ি মানে রাহিদের বাড়ি এসেছে। রাহির মাসতুতো দিদি হয়। দিল্লীর জেএনইউ-এর ছাত্রী।

'পঞ্চমীর পাড়ার মোড়'

সবে মাত্র ওরা প্রতিমা নিয়ে এসে পাড়ায় ঢুকেছে। ম্যাটাডোর থেকে নামানো হচ্ছে। এমন সময় ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল মোড়ের মাথায়। ট্যাক্সি থেকে যে নামল তাকে দেখে, পাড়ার লাইটগুলো যেন আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। রিকি হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। ঘোর কাটল শানুর কথায়- "ওরে চল, রাহির দিদি হয়। পুরো পুজোটা দেখার স্কোপ পাবি!" রিকিও লজ্জা পেয়ে ঠাকুর নামানোর কাজে হাত লাগাল। কিন্তু সে' অতিথিও যে ওর দিকেই তাকিয়ে দেখছিল, সেটা কিন্তু রিকির চোখ এড়ায়নি। ও জোর গলায় চেঁচিয়ে উঠল, "বলো দুগ্গা মাইকি..."

রাতে প্যাণ্ডেলে রাহি আসতেই রিকি গিয়ে বলল "কীরে, ব্যাপারটা কী?"

রাহি বলল, "মাসির মেয়ে। তোর্সা মুখার্জী। দিল্লীতে থাকে। জেএনইউতে পড়ে। তোর থেকে বয়সে দেড়-দুই বছরের বড়।"

রিকি বয়সটা শুনে একটু থমকে গেলেও পরক্ষণেই মারাদোনার মতো সেই ডিফেন্স কাটিয়ে নিল - "আহা, আমি ইঞ্জিনিয়ার বলে কি সারাক্ষণ এ'সব সংখ্যা শোনাবি? আলাপ কবে করাবি বল?"

রাহি হেসে ফেলল। বলল "ঠিক আছে। কাল আসছি প্যাণ্ডেলে!"

'ষষ্ঠীর বোধন!'

এবারের পুজো যে স্পেশাল হতে চলেছে, তার আভাস ছিলই। সেটাই সত্যি হল। যখন রিকির বাড়িতে চিঠি এল ওর চাকরির। যাকে বলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার! গত মাসেই যাদবপুর থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছে ও। ক্যাম্পাসিং-এ বসেছিল। তারই মধ্যে একটা কোম্পানি থেকে অফার চলে এল। আর যে কোম্পানির চাকরি ও চেয়েছিল, সেটাই পেয়েছে। পাড়ায় রটে গেল খবর। রিকির বাবা এক কলেজের অধ্যাপক। ছেলের সাফল্যে যারপরনাই আনন্দিত। পাড়ায় মিষ্টি বিতরণ করলেন। সব বন্ধুরাও আনন্দে উদ্বেলিত। ওকে নিয়েই প্যাণ্ডেলে হইহই চলছে। এদিকে রিকির নজর অন্য দিকে। কখন রাহি আসবে। সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়ে গেল - রাহি এল না। দুপুরে খাওয়ার সময় রাহি একা এল। বলল, ওর দিদি বাড়িতেই আছে। দিদার সঙ্গে সময় কাটাচ্ছে। রিকি বলল, "সন্ধেতে অনুষ্ঠান। নিয়ে আসিস প্লিজ!" রাহি মুচকি হেসে বলল, "গোলবাড়ির কষা মাংস?"

রিকি বলল, "Done!"

রাহি হেসে চলে গেল।

পুজোর মিটিং-এ ঠিক হয়েছে, ষষ্ঠী, সপ্তমী পাড়ায় সন্ধেতে কিছু কালচারাল প্রোগ্রাম করা হবে। রিকির গান বাজনায় ইন্টারেস্ট আছে। তাই ওরা কয়েকজন মিলে এই অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নিয়েছে। তার মধ্যে রাহিও আছে।

পাড়ার বাচ্চা, কিশোররা পারফর্ম করার পরে, রিকি উঠল স্টেজে গিটার নিয়ে। দেখতে পেল, স্টেজের ডানদিকেই রাহির সঙ্গে এসে দাঁড়িয়েছে তোর্সা! পাহাড়ি ঝর্ণার মতোই উচ্ছল। রিকি গান ধরল,

"চৌরাস্তার মোড়ে পার্কে দোকানে

শহরে গঞ্জে গ্রামে এখানে ওখানে

স্টেশন টার্মিনাস ঘাটে বন্দরে

অচেনা ড্রয়িংরুমে চেনা অন্দরে

বালিশ তোশক কাঁথা পুরোনো চাদরে

ঠান্ডা শীতের রাতে লেপের আদরে

কড়িকাঠে চৌকাঠে মাদুরে পাপোশে

হাসি রাগ অভিমানে ঝগড়া আপোসে

তোমাকে চাই, তোমাকে চাই, তোমাকে চাই, তোমাকে চাই…"

গান শেষে দেখল পাড়ার ইয়ং জেনারেশন মহলে বেশ সাড়া ফেলেছে। সবাই খুব হাততালি দিচ্ছে। পলাশদা পুজো কমিটির সেক্রেটারি। পলাশদা এসে পিঠ চাপড়ে দিল। কিন্তু এ'সবের মধ্যে রিকির চোখ খুঁজে চলেছে সেই পাহাড়ি নদীকে। স্টেজের পিছনে এসেই দেখা হয়ে গেল। রাহি এসে বলল, "কি ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, পাড়ার বাকি সব মেয়েগুলোকেও কি ফ্ল্যাট করে দেওয়ার ধান্দা?"

পাশে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসছিল তোর্সা। তোর্সার সামনে এমন কথায় একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল রিকি। ও ভাবছে কী বলবে, এমন সময় তোর্সাই হেসে বলল, "আহা এমন গাইলে তো ফ্ল্যাট হওয়াটাই নর্মাল। বেশ ভাল কিন্তু গানটা! কার গান গো? এই সরি, তুমি বলে ফেললাম!"

রিকি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখছিল। কী সাবলীল ভাবে গুছিয়ে কথা বলে। তোর্সার কথায় সম্বিৎ ফিরল। হেসে বলল, "তুমিটাই ভাল। গায়কের নাম সুমন চট্টোপাধ্যায়! বাই দ্য ওয়ে আমি রিকি – রক্তিম চ্যাটার্জী!"

-"আমি তোর্সা মুখার্জী। রাহির থেকে নিশ্চয়ই সব জানা হয়েই গেছে!" বলে খিলখিলিয়ে হাসল।

রিকির লজ্জায় মনে হল পাতাল প্রবেশ করবে। মনে মনে ভাবল রাহিকেই গোলবাড়ির মাটন কিমা বানিয়ে দেবে। রিকিকে ওইভাবে দেখে ও আরো হাসছে। তারপরে বলল, "আরে ইটস ওকে বাবা! তোমরা কলকাতার ছেলেরা এতো ভীতু হও কেন কে জানে! তবে হ্যাঁ, কলকাতার বাঙালি ছেলেদের একটা আলাদা চার্ম আছে। গিটার হাতে মাইকের সামনে দাঁড়ালে, যে কেউ ফ্ল্যাট হয়ে যাবে!"

রিকির কথাগুলো শুনতে ভালোই লাগছিল। কিন্তু শাশ্বত এসে ডাকল। অনুষ্ঠানের কাজ পড়ে আছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেতে হল। রাহি তোর্সাকে নিয়ে পুজো মণ্ডপের দিকে এগিয়ে গেল।

'সপ্তমীর বিকেল'

সারা সকাল কাজের চাপে কেটেছে। পাড়ার লাল্টুদার দশকর্মা ভাণ্ডার আছে। সেই দশকর্মার দায়িত্ব নিয়েছিল। কিন্তু একদম লাস্ট মোমেন্টে কিছু জিনিস জোগাড় না হওয়ায়, রিকি আর বনি মিলে ছুটেছিল বড়বাজারে। তার পরে পাড়ায় ফিরেই বিপত্তি। রাস্তার মোড়ে, স্কুটারের ধাক্কা লেগে ওই ভিখারি পড়ে গেছে। মাথা ফেটে গিয়েছিল। বয়স হয়েছে। চোখে দেখে কম। ছোটো থেকেই রিকি দেখছে, ওই মন্দিরের সামনে গাছতলায় বসে ভিখারি। আজ অ্যাক্সিডেন্টটা রিকির সামনেই হয়েছে। রিকি পুজোর কাজ ফেলে সেই ভিখারিকে নিয়ে হাসপাতালে ছুটেছিল। সেখানে রক্তের দরকার হতে, রিকি নিজেই রক্ত দিয়েছে। ভাগ্যিস ব্লাড গ্রুপ মিলে গিয়েছিল। এসব নিয়েই সারাদিন কেটেছে। তাই পাড়ায় সেভাবে থাকতে পারেনি। তোর্সার সঙ্গে দেখাও হয়নি। রিকির মুড অফ ছিল। বনি সুযোগ বুঝে লেগপুল করে নিয়েছে। আসলে বন্ধুমহলে দাবানলের মতোই এসব খবর ছড়িয়ে পড়ে। আর গ্রুপে রাহির মতো বিভীষণ থাকলে, অন্য কিছুর দরকারও নেই। তবে, সবাই আজ রিকির প্রশংসাও করছে। এদিকে রিকির এসবে মন নেই। সন্ধ্যের আগে রাহি নীচে আসবেনা।

মনে হলো এই বুঝি কেউ হাতটা চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করবে, "এই শোনো না, প্যান্ডেলের বাইরে থেকে ফুচকা কিনে দেবে তো?"

অগত্যা অপেক্ষা সেই সন্ধেবেলার। আজও পাড়ায় অনুষ্ঠান আছে। পূর্বপল্লীর বাচ্চারা এসে দেখে গেছে ওদের ঠাকুর। রিকি জানতে পেরেছে, নয়াপল্লীর পুজোর প্রতিমা, আলোকসজ্জা সবকিছুই অনেক ভাল হয়েছে। প্রথমবারেই এতো ভাল হবে ভাবেনি। আজ অনুষ্ঠানের সঞ্চালনার দায়িত্বে রাহি। তাই তোর্সা এসে বসে আছে একা। রিকিকে দেখে উঠে এল। প্রবাসী বলেই হয়তো, সেই লাজুকভাব, কে কী ভাববে সে'সব ভাবনা নেই। রিকির সঙ্গে কথা বলতে বলতে হাঁটতে লাগল পাড়ার রাস্তায়। হঠাৎ করেই বলল, "এই কাল যার গান গাইলে, আমাকে আরো কিছু গান শুনিও তো। অ্যাকচ্যুয়ালি বাংলা গান বলতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, শ্যামল মিত্র এঁদের গানই বেশী শুনেছি। স্টক বেশ উইক!"

রিকি হেসে বলল, "বেশ তো। এবারে স্টক ভর্তি করে পাঠাব।"

-"হুম স্টক যে প্রচুর আছে সে তো বুঝছিই। রিয়েল লাইফের অনেক এক্সপিরিয়েন্স আছে নাকি?" তোর্সা লেগপুল করার সুযোগ পেলে আর ছাড়ে না।

রিকি কিছুক্ষণ তোর্সার দিকে তাকিয়ে রইল; তারপর ধীর গলায় বলল

"ফেলে আসা বসন্তের কথা আর ভাবছি না

সেই চেনা পথ মুছে ফেলেছি সত্যি

তোমাকে দেখে হারার কথা আর ভাবছি না

পুরোনো স্মৃতিকে আঁকড়ে কাঁদছি না একরত্তি!"

তোর্সা হাসতে হাসতেই থেমে গেল। অবাক হয়ে চেয়ে রইল। শান্ত গলায় বলল, "আমি কিন্তু বয়সে তোমার থেকে বড়!"

রিকি বুঝতে পারছে, কথার স্রোত এবারে আরো গভীর খাতে বইতে শুরু করছে। ও বলল "শুধু এ'টুকুই নয় আমিও জানি। দু'জনের কেউই কাউকে সেভাবে চিনি না। সময় দরকার একটু। দেবে সময়?"

-"দেখো, যে ছেলে পাড়ার পুজো ফেলে একজন ভিখারিকে হসপিটালাইজড ক'রে তাকে ব্লাড দিয়ে বাঁচায়, সে মানুষ হিসাবে কেমন তা জাজ না করলেও চলে! কিন্তু আরেকটু চেনা জানার প্রয়োজন!"

রিকি চুপ ক'রে তাকিয়ে রইল। এমন সময় সন্ধের পুজোর আরতি শুরু হল। রিকি বলল, "চলো মণ্ডপে যাই। কাল অঞ্জলি কিন্তু একসঙ্গে। এটাও আমাদের কলকাতার ছেলেদের একটা বৈশিষ্ট্য!"

'অষ্টমীর অঞ্জলি'

উত্তেজনায় সারারাত ঘুম হয়নি রিকির। বারবার ভেসে আসছিল তোর্সার কথা। আচ্ছা, রিকির বাবা প্রফেসর। যথেষ্ট লিবারাল একজন। এ'তে কি আপত্তি জানাবে? তোর্সার বাড়িতে?

এ'সব ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে ঠিক নেই। ঘুম ভাঙল ঢাকের আওয়াজে। স্নান করে পাঞ্জাবি পরে মণ্ডপে এসে দেখল অঞ্জলি দেওয়া শুরু হয়েছে। এমন সময়ই নীল রঙের শাড়ি পরে মণ্ডপে এল তোর্সা। দেবীর পায়ে অঞ্জলি দিল ওরা।

অঞ্জলি শেষে বসে সবাই মিলে গল্প করছিল। সবার সঙ্গেই তোর্সার আলাপ হয়েছে। তোর্সা এতই মিশুকে যে এই দু'দিনে এত ভাল বন্ধুত্ব হয়ে গেছে মনে হচ্ছে কতদিনের আলাপ ওদের। তোর্সার থেকেই জানা গেল ওর বাবা আর্মিতে আছেন। ছোটবেলায় ওরা কলকাতায় থাকত। সাউথ পয়েন্টে পড়েছে ক্লাস ফাইভ অবধি। তারপরেই বাইরে। এখানে পুজোর বিশেষত্ব বলতে ও বোঝে শিউলি ফুলের গন্ধ। এই গন্ধ দিয়েই বোঝা যায় মা আসছে!

রিকি অবাক হয়ে ভাবছিল। কী সিম্পলিসিটির মধ্যে দিয়ে বড় হয়েছে। আর ভাবনাতেও কী সুন্দর মিল। শিউলি ফুল খুব প্রিয় রিকিরও। ইনফ্যাক্ট রিকিদের বাড়ির বাগানে শিউলি ফুলের গাছ আছে।

সন্ধিপুজোর সময় তোর্সা বলল, "আগামীকাল সবাই মিলে বেরোচ্ছি যখন কলকাতার রাজবাড়ির ঠাকুরগুলো দেখাবে? মায়ের কাছে শুনেছি শোভাবাজার রাজবাড়ির কথা। রিকি বলল, "জো হুকুম মেরে আকা।"

তারপরেই ওর হাত চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করল, "এই শোনো না, প্যাণ্ডেলের বাইরে থেকে ফুচকা কিনে দেবে তো?"

এই অনুরোধ রাখবে না, এমন বুকের পাটা কি আর রিকির আছে!

'নবমীর নগরদর্পণ'

এরপরে সেই প্রতীক্ষিত দিন কী দ্রুত কেটে গেল! দুপুরে পাড়ায় মাংস ভাত খেয়ে সবাই বেরিয়ে, সব ঠাকুর দেখে হোটেলে রাতে খেয়ে যখন ক্লান্ত হয়ে ফিরছে সবার মুখে মিশে আছে এক অনাবিল আনন্দ। রিকি জানতে পেরেছে, লক্ষ্মীপুজোর পরেই ওর জয়েনিং। তাই আজ রেস্টুরেন্টে ওই সবাইকে খাইয়েছে। পাড়ার মোড়ে যখন ঢুকেছে, প্যাণ্ডেলের একটু আগেই তোর্সা দাঁড়িয়ে গেল। চোখ বন্ধ করে শ্বাস নিল বুক ভ'রে। রিকি



বুঝল শিউলি ফুলের গন্ধ! ওদেরই বাড়ির বাগানের থেকে আসছে। বাঙালি হয়ে এই গন্ধের নেশা কাটিয়ে ওঠা খুব শক্ত। তোর্সা বলল, " you know রিকি, এটাই হল পুজোর গন্ধ! যুগ পালটে যাবে, কিন্তু বাঙালির দুর্গাপুজোর দুটো জিনিস পাল্টাবেই না। এক, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের গলায় মহিষাসুরমর্দিনী আর দুই এই পুজোর সময় শিউলি ফুলের গন্ধ।" রিকি হাসল।

এরপর ওরা চলে এল পুজো মণ্ডপে।

দশমী

প্রতিমা ভাসান দিয়ে সবে ফিরেছে রিকিরা। মণ্ডপে একটা প্রদীপ জ্বলছে। মাধ্যমিকে পড়েছিল একটা লাইন, "শূন্য মন্দির মোর!" এই বিজয়ার দিনে ওর প্রতিবার এই কথাটাই মনে পড়ে। মণ্ডপে পাড়ার কাকিমারা রয়েছে। সব পুজোর উপকরণ গুছিয়ে নিচ্ছে। দেখল রাহি, রিয়া, মিঠিরা সবাই প্যাণ্ডেলের একপাশে দাঁড়িয়ে সিঁদুর খেলছে। রিকি চুপচাপ ভিড় কাটিয়ে এগিয়ে গেল ওর বাগানের দিকে। কুড়িয়ে নিল একমুঠো শিউলি ফুল। ফিরে এল প্যাণ্ডেলের দিকে। দেখতে পেল তোর্সা দাঁড়িয়ে রয়েছে। ও এসে তোর্সার হাত ধরে, হাতের মধ্যে দিল এক গোছা শিউলি ফুল। বলল, "পুজোর গন্ধকে সাক্ষী রেখে তোমার হাতের সঙ্গে নিজের হাত জড়িয়ে নিলাম! শুভ বিজয়া তোর্সা!"

তোর্সা বাচ্চা মেয়ের মতো হেসে শিউলির গন্ধ শুঁকে, রিকির নাকের কাছে ধরল সেই ফুল। আহ, পুজোর গন্ধ! পুজোর স্মৃতি!

"বাবা, ও বাবা! প্যাণ্ডেলে যাবেনা? চলো, ঠাকুর বরণ হচ্ছে তো। চলো প্রণাম করে আসি।" ছেলের ডাকে চমকে উঠলেন রক্তিমবাবু।

এতক্ষণ তা'হলে তিনি স্মৃতিচারণা করছিলেন। ফিরে গিয়েছিলেন সেই কুড়ি বছর আগের পুজোয়। এখন রক্তিমবাবু চল্লিশ বছরের প্রৌঢ়। ঘোর কাটল তার। চোখের সামনে দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে তাঁর স্ত্রী তোর্সার ছবি। এ'বছরই কোভিডে তিনি সব মায়া কাটিয়ে অনেক দূরে চলে গেছেন। রক্তিমবাবু অনুভব করলেন পুরো ঘর শিউলির গন্ধে ভরে আছে। লক্ষ্য করলেন, তোর্সার ছবির নীচে এক গোছা শিউলি ফুল। রক্তিমবাবুর মনে হল এক্ষুনি যেন তোর্সা বলবে, "এই দেখো একে বলে পুজোর গন্ধ!"

ছেলে বলল, "মায়ের শিউলি ফুল পছন্দ ব'লে বাগান থেকে তুলে আনলাম। চল ঠাকুরকে প্রণাম করে আসবে। শাশ্বত কাকু এসে খোঁজ নিয়ে গেল তোমার। রাহি মাসিও ফোন করেছিল। ওরা মণ্ডপে রয়েছে।" দূরে তখন বিসর্জনের ঢাক বাজছে। রক্তিমবাবু আজ নতুন ক'রে অনুভব করলেন শূন্য মন্দিরের বিরহযন্ত্রণা।

তিনি চোখ বন্ধ করলেন। মনে হল এই বুঝি কেউ হাতটা চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করবে, "এই শোনো না, প্যাণ্ডেলের বাইরে থেকে ফুচকা কিনে দেবে তো?"

(পুজোর সময় শহরতলির অলিগলিতে শিউলিমাখা পুজোর গন্ধ আর কোভিডে প্রিয়জনকে হারানোর যন্ত্রণাটুকু বাদে বাকি সব কাল্পনিক)

অলঙ্করণ : সুস্মিতা বোস ও https://www.womennews24.com/



প্রিয়ঙ্কন চ্যাটার্জী

পেশায় অর্থনীতির গবেষক এবং অধ্যাপক। নেশায় সাহিত্যকর্মী। বাংলা সাহিত্যকে ভালোবেসে, অবসর সময়ে শব্দ নিয়ে টুকটাক কাজ। নিয়মিত ভাবে লিটল ম্যাগাজিনে লিখি। বেশ কিছু গল্পসংকলনে লেখা প্রকাশিত হয়েছে। ২০২১ সালে প্রথম গল্পের বই 'সীমন্তিনী ও হাসনুহানা' প্রকাশিত হয়েছে।



Cassytha

Anwesha Bhattacharjee

Sometimes, when the world went to sleep, she liked leaving the curtains drawn. The orangish-yellow gleam of the halogen lights on the street on a chilly autumn night cast strange shadows in the dark. The apartments in the distance were like little neon enchanted castles — red-blue-green-purple — flashing like an urban brothel, mind-numbing, repetitive.
Sometimes, on nights when a healthy pour of gin didn't lull her into slumber, she would stare into the orange ghoulish glow of the night and sit, almost stunned, terrified, waiting for the self-recrimination, the shame to wash over her.

It was easy to sort of be detached from one's true thoughts when there were people all around her, students fawning over her with admiration, peers fawning in the hopes of a positive review in the journals she edited. It was easy to forget, hopping from podium to podium, conference to conference, celebrated as a top woman academic in her field — one of five in the country — who had made it to the lucrative position of department chair at a prestigious institution. Young twenty-somethings asked her how she'd fought through the misogyny, broken through the glass ceiling, and like a liar well-practiced, she had learnt to make the right noises, say the right things, enough that she had become the poster under-forty woman for many institutions desperately trying to drive women into STEM.

Then, on nights like these, thoughts of home crept in, when she and Saket had stayed late in the lab, working together. Of the things she'd seen. Heard. Ignored. Allowed. Used.

She had been 23 when she'd started working in Saket's lab. He was a good 35 years older than her, a renowned academic in his field and known for being at the cutting edge of research. When she'd started as an intern, right after graduating with a bachelors' she had known this would be the right place to springboard her career. Anyone who worked with Saket was a shoo-in to the top Ph.D. programs.

Your research work got recognized internationally. Saket and his lab opened doors wherever you went. She'd known this and wanted it since her sophomore year at college. She'd worked hard to get into the lab. 5 students out of a thousand applicants got into the coveted lab each year. She'd been one of them. The first day at the lab, they'd met the twenty or so students who were working in the lab. There'd been two women who had started a couple of years ago and were hoping to transition into a doctoral program at this lab. And then there'd been Maya. Maya, with her beautiful wide eyes, her long black hair, her slender frame. Maya, with her smart wit, her razor-sharp intelligence — who could outsmart any man at the lab. Maya, with her fierce feminism and her untouchable aura.

The hours had been brutal. Saket was a demanding researcher and his thirst for publishing and staying ahead of the curve required his lab full of minions to be efficient, particular and hard-working. Everyone at the lab became a de-facto Saket groupie. They walked around campus as if celebrities. If you wanted a poster printed for a conference, or a lab set-up for a presentation, all you had to do was flash the lab badge and people scurried to do what you asked. The lab brought in a lot of money for the university, no surprises there. The abuse, the harsh words from Saket, all could be amounted to a hard taskmaster who gave his interns power by association.



When Saket spoke, everyone at the lab revered. If Saket was wrong, not that he was often, no one spoke up or reminded him he was wrong. If he asked you to work on something overnight, and then came around next morning only to throw all the work you'd done into the trash, you did. No questions asked. Sometimes, for days on end, if he'd been unhappy with your work, you'd get stuck doing undergraduate grading, and you did it anyway, because at the end of it all, when he decided you were ready, all of the doors would open with his recommendations. Saket threw tantrums and they all had kowtowed to his whims.

Except, geniuses are seldom perfect. They are usually just very good at hiding their skeletons.

The orange in the autumn sky intensified — here in Chicago, you didn't really feel the madness of home around Durga Pujo. If you looked hard enough, on the purple-yellow leaves, you could see the dew drops taking shape, still unsure of when they wanted to fall. She snuggled into her wrap a little more.

She thought back to that autumn night when her world should have changed forever. That night, she'd gone in, post-dinner, knowing Maya would be there. Maya almost always worked into the night. The walk back from the lab to home wasn't the safest at night, and the girls liked walking back together some of the way. When she'd gotten in, Maya was already there, running tests for her research. She looked so sure of herself. She had it all together.

The light in Saket's office was on — not a surprise, he often spent hours into the night working on his work.

Hanging up her backpack and coat, she had fired up her computer and started reviewing the results of the last experiment she'd run. About an hour later, she stepped out for some coffee. When she returned, she could hear raised voices.

Saket and Maya. Maya in distress. Saket mean. Hurtful. Threatening. Maya accusing him of sexual assault. Saket, not denying the allegation, laughing rudely — "you'll never get your PhD without my help, you might as well give me what I want.

Imagine! With your looks and smarts — I could put you on the map, baby!"

A resounding slap. "I'm reporting this."

"You can try. You won't win. No one has, you know. I'm the man that keeps this department running."

"You arrogant...."

"Careful there. Others have obliged before you — and besides you have no proof."

She had walked in on that conversation. Saket had turned, and perhaps, for the first time that night, realized, the two of them weren't alone.

The warning in his eyes had been clear.

The next morning, Saket had called her into his office.

"You can't talk about what you saw, especially not to her. It would kill her. You know it would."

"How can I not? You sexually assaulted your student. And you've done it before, several times, the betrayal —"

…the only demons that wouldn't be slayed were the ones in her head. She could get temporary respite from that.

"Not without consent, I have not. Every single one of the others were ok with the arrangement, I only had to ask and they —"

"Stop it! Your power, your clout — of course they did. All these students now speaking at keynotes, publishing their research in the top journals, that's how they got there? That's how you've become the crème-de-la-crème of academia? Unbelievable. If Maya goes to the authorities with this, I'm going to testify. I can't believe this —"

"You won't. I'll write you a recommendation to any university of your choice in the States. I'll make sure your paper is accepted in the top journal here. But you have to promise me, you can't testify. You won't. We both love her — for her sake, you have to let this go."

Maya had reported it to the authorities. She had reached out to the other women before her. Every single one of them had refused to testify against Saket. Too much was on the line. He could destroy your career, years after graduating. They told her to just let it go. They told her it was ok, — she was a beautiful girl, and this was going to be her life anyway — she should take it as a compliment and move on.

"It's just sex. It's not worth ruining your career for."

The Dean of students outright refused to entertain the case.

"In the 37 years Saket has worked here, no one has said a word about his conduct. He's a brilliant genius, and I have a hard time believing he'd want anything to do with a Ph.D. student. He has a wife! For God's sake, he has a daughter your age. Do you have no shame? Girls these days. They'll show up wearing practically nothing and then when a man refuses to get ensnared, they go out to ruin his reputation. Even an allegation like this — do you know what it could do to his career?"

The lab felt like prison these days. Maya wasn't coming in anymore. But no one talked about the whole thing either. Everyone knew better. Saket was the same.

That week, almost everyone had been out. Saket was enjoying the week off with his family at Durga Pujo, the one week he wouldn't come into the lab. Almost everyone who worked at the lab had taken the week off to go see family for the break.

She had been working late, alone. Maya had come in around 10 p.m. that night. Not the Maya she knew. This was a shell of the beautiful woman she used to be. Her eyes were hollow. Her parents had urged her to report this to the police. But even the police were unwilling to register an FIR.

"It wasn't a rape, madam. How will you prove it? We highly urge you to settle it with the professor. These misunderstandings happen all the time."

The university had informed her if she wanted to pursue this case outside the university, they would terminate her Ph.D. enrollment. Maya was worried for the wagging tongues she would invite into her life, her parents' lives. The despair, the strange void in her eyes were terrifying that night.

That would be the last time she would meet Maya. Two days later, while her parents were out at the Kalibari, Maya swallowed an overdose of sleeping pills and never woke up.

She would never forget that morning. The irony of it all. The Dashami processions everywhere — revering the Goddess, and Maya's pyre burning away the last memories of her physical presence.

Maya's parents listed Saket as the cause for the suicide. This time, the police registered the case.

Two days later, true to his promise, Saket had written her a great recommendation letter as part of her admission packet to U.S. universities. Her first paper had been accepted for publication in one of the top journals in the country. A second was under review in an international publication. Saket's name as second author opened doors.

Seven days after Maya's death, the police asked her if she had seen or heard anything the night that Maya was allegedly assaulted by Saket.

She had said no, she'd been away to get a coffee, and hadn't seen or heard anything. Professors at the university were talking about how you could never tell when a student was a depression patient even when they seemed perfectly normal from the outside. Saket's wife was heard telling other women at a faculty dinner how girls these days simply would do anything to get some attention.

The case didn't go to trial. There was no evidence. The university paid the police to make the case go away.

Three months later, she herself had packed her bags and left for a reputed Ph.D. program in the U.S. Maya, the lab, everything that had transpired that year was a memory — or so she had thought at the time.

The guilt, however, isn't so easily banished. No one else had known, but she had. She could have saved Maya's life. Her dignity. And she hadn't.

Just so she could continue with her life.

But more so because perhaps, revealing to the whole world that her father was a serial sexual assailant, a man who harassed his female students into having affairs with him, would be such a shame, a horror.

She had never told her mother that her own father had assaulted Maya that night, or that standing outside listening to her father, her supposedly genius, workaholic dad, be so base, had made her stomach churn. Or that she was such a coward — she had let her father do this to God knows how many more women since Maya — and hadn't spoken up.

These things happen everywhere. That's the game. Maya was dead. Her father had retired. And the only demons that wouldn't be slayed were the ones in her head. She could get temporary respite from that.

She poured herself another gin.

Illustration: Arnab Barua



Anwesha Bhattacharjee

A product leader by trade, she loves telling compelling stories. At UT Dallas, wrote and edited for The Mercury, the university broadsheet, for over five years. During her tenure as an editor for the newspaper, she won several state and national collegiate journalism awards for in-depth news features and investigative stories. From Delhi to Dallas, now Montreal, her love for the written word has remained a constant friend. Enabling individual freedom of expression and creating a platform for free-flowing ideas, continues to be a relentless passion of hers.

হাঁউ মাঁউ খাঁউ

মন্ত্রিয়াল



Stir-Fried Udon Noodles with Mixed Vegetables

Suprakash Mukherjea

Ingredients

(T=tablespoon, t=teaspoon)

- 400 g Udon noodles (suggest President's Choice vacuum-packed 4x200g pack, use 2 packs) – no pre-cooking required
- 1 medium size onion, sliced into half rings
- 1 red bell pepper, thinly sliced into 2-inch pieces
- 1 cup white whole fresh mushroom, each halved (or other varieties like cremini, shiitake)
- 4 baby bok choys sliced length-wise into two or three portions
- Ginger and garlic pastes (or 2-inch piece ginger peeled & finely chopped and 2 garlic cloves chopped fine)
- Half cup sesame seeds (optional)
- 2T vegetable oil such as canola
- 1t chili flakes
- Sauce – mix together in a bowl 2T soya sauce, 1T rice vinegar, 1T oyster sauce, 1T sesame oil, 1t brown sugar/honey/maple syrup and sesame seeds

Instructions:

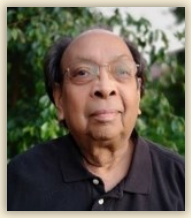
- 1. Heat a wok or heavy skillet on high heat, test if a drop of water evaporates instantly
- 2. Add oil, heat till it shimmers
- 3. Add onions, stir, cook few mins
- 4. Lower heat to med-high
- 5. Add 1T ginger paste (or fresh), stir, cook few mins, then add garlic paste (or fresh), stir, cook 1 min or less, so garlic does not burn
- 6. Add bell pepper and mushrooms, stir and cook few mins
- 7. Add the chili flakes (can add 1t Sriracha or Sambal Oelek for added heat at end if desired)
- 8. Add bok choy. Stir, close lid, cook for 10 mins, stirring occasionally
- 9. Add noodles directly from pack into wok, one pack at a time. Noodles are in a bunch, help separate as best as possible, noodles will be cooked in a few mins (See notes)
- 10. Stir noodles and vegetables well
- 11. Add sauce, stir well, cook few mins more
- 12. Ready to plate and serve

Notes:

Prep time 20 mins, Cook time 15 mins; Serves 4

Several other vegetables could be used eg. zucchini, broccoli, snow peas, carrots, baby spinach

Some suggest soaking the udon noodles bunch in luke warm water to untangle the noodles. This is an unnecessary step that does not always give the desired result.



Suprakash Mukherjea

Kolkata born, Engineer-MBA, attended IIT-Kharagpur, Univ. of Waterloo (ON) & McGill, several years at a Canadian MNC in the paper industry besides two startups, served on the Board of Indo-Canada Chamber of Commerce. Trained from an early age on Tabla, mother was AIR classical vocalist and founder of a music school, I consider myself fortunate to have studied under a few of the great Masters.



Kosha Mangsho (Dry Mutton)

Subrata Bose

Ingredients:

Tender Mutton or lamb – 1 kilogram (washed and drained)
Onion – 4 large
Garlic – 18-20 cloves
Green chillies – 3-4
Raw papaya, cut into cubes of 1 sq. inch – 5-6 pieces
Hung Curd/ Yogurt – 3 tbsp
Turmeric powder
Cumin powder
Coriander powder
Red chili powder/paprika
Kashmiri Mirch powder (for colour)
Mustard oil
Salt as per taste.
Sugar – 1 tsp
Garam Masala powder – ¼ tsp
Kasuri Methi (dry roasted) – 1 tsp

- small pieces – ¼ of a fruit
- Mace (javitri) – ½ of a flower

Whole spices

- Bay leaves (Tej paata) – 3 to 4 leaves
- Green Cardamom – 4 pieces
- Cloves – 5 pieces
- Whole Black Pepper – 10 to 12
- Star anise – 1
- Black Cardamom- 2
- Nutmeg (Jaiphal) – broken into small pieces – ¼ of a fruit
- Mace (javitri) – ½ of a flower

Marination

1. Wash the mutton and drain all the extra moisture. Pat dry.
2. To make the marinade mix - take 2 large onions, 2 inches ginger, 18 to 20 cloves of garlic, 3 to 4 green chillies, 4 to 5 cubes of raw papaya and make a smooth paste in a grinder.
3. In a large bowl, mix the mutton with the marinade paste.

   Add the following to the marinade:
   a. 3 tsp of Hung curd/ yogurt
   b. 1 tsp Turmeric powder
   c. 1 tsp Cumin powder
   d. ½ tsp Coriander powder
   e. 1 tsp Red chili powder/paprika
   f. 1 tsp Kashmiri Mirch powder
   g. 3 tsp of Mustard oil (straight out of the bottle, not heated)
   h. Salt as per taste.
4. Mix well and refrigerate for 10 to 12 hours (or overnight).

Cooking

1. Cut 2 large onions – finely julienned.
2. In a pan, heat 5 to 6 table spoons of Mustard oil.
3. Add the whole spices to the heated oil, and fry them for 2-3 minutes on a low flame, or until they begin to give off an aroma.
4. Add the onion slices, and 1 tsp of sugar. Sugar will caramelize, and when the onion begins to turn brown, add the marinaded mutton, and cook for 20 minutes on medium flame.
5. Keep stirring every few min. so that the mutton does not stick to the pan. Do not add any water.
6. Add salt as per taste. Remember, salt was already added to the marinade before. Put the lid on and let it simmer on a low flame for 30 minutes. Stir it every 10 min. and put the lid back on.
7. Check if the mutton is sticking to the bottom of the pan, and if necessary, add a little hot water to prevent sticking.
8. Check if the mutton is tender, if not, let it simmer and keep checking every 10-15 minutes. The cooking time will depend upon the quality of the mutton.
9. When the mutton is cooked and tender, turn off the flame. Sprinkle the garam masala powder and crushed Kasuri methi over the mutton curry, put the lid on and let it sit for about 10-15 minutes.

Chef's Note :

Prep time: 30 mins Cooking time: 1 hour 30 mins
Use a Cast-Iron wok (Kadhai) or an Iron wok which will help the Kosha mutton acquire a deep, rich brown colour. Avoid using stainless steel pans and woks, if possible.



সুব্রত বোস

লেখক একজন বরিষ্ঠ আইনজীবি; আইনের সাথে যুক্ত থাকলেও সাহিত্যের প্রতি এক নিবিড় ভালবাসা পোষণ করেন। লেখকের জীবনে অসংখ্য মামলা-সম্পর্কিত একাধিক লোমহর্ষক অভিজ্ঞতার সাথে সাথে কিছু অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী হয়েছেন। আইনজ্ঞ জীবনের ব্যস্ততার মধ্যেও কিছু কিছু ঘটনা লিপিবদ্ধ করে রাখেন। লেখক নিজে একজন অভিজ্ঞ সঙ্গীতজ্ঞ, খাদ্যরসিক ও রন্ধনশিল্পে পারদর্শী, এবং বিভিন্ন কলাশিল্পতেও অভিজ্ঞতা রাখেন।

পুজো

মন্ত্রিয়াল



What's the buzz @IBAM!

Chandreyi Chakraborty

After a hiatus of two years, this year IBAM's social and cultural calendar was abuzz with enthusiasm and activities from the word go. For the last couple of years, the pandemic brought life to a standstill. Gradually, it seemed the world was coming back to its familiar rhythm. Health hazards still lurked in the shadows; however, slowly, and steadily hope bloomed. With restrictions and lockdowns eventually coming to an end, social interactions became a welcome relief once again. IBAM, under its enthusiastic new Executive Committee, did not fall far behind. With fresh energy, renewed hope, and dreams aplenty, IBAM surged ahead planning, organizing, and successfully executing one event after another. People, too, seemed to breathe a sigh of relief and came forward to participate in the fun and frolic. The stage was all set now!

Open Tea Adda

The first of 2022's long list of events began with much-awaited excitement. Rightly named "Adda", what else can successfully capture the quintessential Bengali love for a little fun chit-chat over tea. "Adda" and "Bangali" are synonymous, one virtually incomplete without the other.



IBAM's Open Tea Adda seemed to embody this flavour of the Bengali mind, bringing everyone together under the same roof for the first time after a long period of social confinement. The event saw a commendable footfall with the old greeting the new, strangers becoming friends in a city far off home and familiar faces bonding afresh. Hosted at the conveniently located restaurant "Tandoori Delicious", it can safely be said that IBAM's social calendar had its grand debut through Open Tea Adda.

It was an endearing picture of the seniors and the youngsters, kids and teenagers all coming together to celebrate togetherness and create a bond of warmth and camaraderie. Over tea and evening snacks, fun and banter, hours seemed to fly past in different fun activities – party games, dumb charades, impromptu song. Adda seemed to have everything a Bong heart could ask for. To top it all, a little musical performance rounded off the evening to perfection. Adda also introduced IBAM's new executive committee to the community and set the ball rolling for more events to follow.



Transcendence (International Yoga Day)

"Health is wealth" – so goes the old adage. No words can be a greater truth. Especially, in a world rocked by pandemic, one needs to focus more on health and fitness and spread awareness of how important it is in today's times to take care of one's health. Keeping in spirit with International Yoga Day (celebrated worldwide on 21st June), IBAM stepped forward to organise a day of Pranayama and Meditative Therapy at Bharat Bhavan on Saturday June 18th. The session was organised under the able guidance of Yoga Guru – Shri Tinku Roy. It included an interesting combination of chanting, pranayama, bandha and kriya, asana, meditation, and an engaging discussion of the varied utilities of Ayurveda and natural therapies. The workshop saw a decent turnout of participants and was a revelation of how the ancient Indian medicinal science of Ayurveda and Yoga, rooted deeply in our ancient cultural heritage, has widely influenced the Western world and the modern way of living.



Picnic

What's summer without a picnic in the park! Montreal summers are short but fascinating and meant to be enjoyed to the fullest. August 20th was one such day. The beautiful summer weather played the perfect host to IBAM's annual picnic, an event everyone had been looking forward to. People turned up in their summer best and a memorable afternoon followed.

Amidst the lush green lawns of Parc Angrignon, picnic tables and sprawling mats came alive with food, fun, friendship and laughter. The delicious smell of freshly prepared barbeque promised everyone a “bon appetit” and a sumptuous Bangali lunch thereafter left the tummies full and the hearts content.

Activities added to the fun and enjoyment of the day – while kids enjoyed their own games, the adults stepped in too. Cricket, Soccer, Badminton, Antakshari – nothing was left out! Dozens of photographs clicked, and even more memories made, the picnic ended on a truly happy note and provided us with the perfect definition of a day well spent with family and friends.





Sports Day

"All work and no play…. "– stop right there!! No way!! For the sports loving Bangali, 24th and 25th September were a treat indeed. IBAM organised the much-awaited Sports Weekend and an enthusiastic participation from people made it a great success. Sports, undoubtedly, is one of the best ways of bringing everyone together with a spirit of unity, team building, fun and healthy competition.

Held over the weekend at different conveniently located outdoor and indoor venues across the city, the list of fun events ensured participants had a great time. The first phase kick started on Saturday, the morning of 24th September at Parc Daisy Peterson Sweeney with events such as carrom, memory game, tug -of - war, antakshari, pass it, etc. It added more to the excitement of participation with a sense of belonging and coming together as a group. The evening was reserved for soccer fans and euphoria was in the air.

The game turned out to be fantastic indeed and the venue at Le Ber Park was witness to an amazing fun-filled time. The latter half of the evening was set for cricket and the energy and cheering only increased more with time. Playing cricket under the night lights was not just a fun affair but to many, a walk down



memory lane rekindling the fondest memories of gully cricket back in their hometowns. Day 1 of Sports Weekend concluded on a high and the ground was now prepared for Day 2. Sunday (September 25) morning was reserved for tennis and badminton and fresh from the success of the previous day, the finale was great too. The Sports Weekend was truly an enjoyable event made possible by the dedication, enthusiasm, and love for sports of the organisers and the participants alike.













Durga Puja

The greatest of events in the Bengali calendar, Durga Puja was celebrated by the IBAM family over three amazing days of fun and entertainment from 7th-9th October at the beautiful venue, Image Motion near downtown Montreal. The buzz and enthusiasm around Durga Puja had reached its peak with the organisers and volunteers putting in their best effort to make this Puja a great success. Happiness prevailed as we got together to welcome Ma Durga after two long years. Attired in festive finery, a huge crowd of smiling faces thronged the Puja venue, and the joyous chatter and sound of laughter filled the air with an ever familiar vibrance one associates with Bengal's most loved festival. With the Pujo rituals in full swing and cameras clicking every minute, many memories were made--- memories with family and friends; and acquaintances, old and new; memories to be cherished and relived for a long time to come.





The three days of Durga Puja were an absolute treat to our foodie Bengali selves too. Sumptuous food was served every day and like the tummies, the hearts too were full of joy and contentment. Exhibition stalls displaying a variety of things from sarees to skin care products added to the Puja attraction and not for once did we feel we were away from home. The kids excitedly participated in the Sit and Draw event organised on Saturday morning and were delighted to watch their paintings on display, admired and appreciated by all.

No Pujo can ever be complete without a cultural programme. We too were not far behind! Saturday evening saw the beginning of a two-day cultural programme “Anondodhara” that included beautiful performances by our friends from the community. The evening was truly enjoyable with songs, dances, recitation, and drama.



The next afternoon started with some memorable performances by our little children followed by songs that perfectly captured the happy mood and festive flavour. The cultural programme was not just restricted to performances by people from the Bengali community, it saw active and wholehearted



participation from our beloved friends from different parts of India, thus proving how a festival can become a perfect potpourri of social and cultural blending with transcending barriers of regions and languages. It is this unity, this oneness that perfectly embodies the beauty of our country and cultural harmony. With ‘Sindoor khela’ and ‘Bisarjan’ rituals concluded, Pujo officially came to an end, leaving our hearts heavy with the sadness of bidding Ma Durga adieu for now. However, an end is never just an end but also a hope and promise for future — thus, as merry chants of “aschhe bochhor abar hobe” rang through the air, we returned home with happy hearts. Such





a grand event was made possible with countless hours of planning, hard work, and dedication of IBAM's committee members and volunteers who came forward to make Durga Puja the best event of this year.





Lakshmi Puja

With the fervour of Durga Puja still fresh in mind, it was time now to celebrate yet another of Bengal's favourite festivals – Lakshmi Puja. Lakshmi, the Goddess of wealth and prosperity, is venerated in many households across Bengal and its surrounding regions only a week after Dashami. Here at IBAM, we celebrated Lakshmi Puja on October 16, the Sunday after Durga Puja. With utmost love and devotion, arrangements of Puja and Bhog (food offering to the deity) were made with the collective efforts of members of our community. Arati and Pushpanjali (flower offerings) followed. The venue at Bharat Bhavan saw a wonderful turnout of people bonding over Pujo and Adda. Lunch was served with traditional Pujo delicacies like Khichuri, Labra, Beguni, Chutney, Payesh, and mishti, recreating for us living far away from home, the familiar taste and flavours of Lakshmi Puja nostalgia. A brief felicitation ceremony followed with Smt. Ninia De, the President of IBAM handing over certificates and prizes to the Best Performer of "Anondodhara" (Durga Puja cultural programme) and the kids for their participation in Durga Puja cultural programme as well as the Sit and Draw event. A small impromptu cultural performance was also organised with Rabindrasangeet on the list as well as popular Bengali and Hindi songs that

left the audience happy and asking for more. Although impromptu, the performers made sure to put in their best on stage and the applause and cheer from the audience was loud and clear. The day was surely a memorable one and marked the end of a long and busy festival season as of now.



IBAM surely deserves our appreciation for successfully organising such a wonderful variety of events and festivals; thereby presenting us with a great opportunity to bond with people, work unitedly as a team, bring out our creative best, and showcase our beautiful culture to the world. A home away from home, IBAM, in keeping us attached to our roots, not only helps us connect to our homeland, it also helps the younger generation explore our traditions, enjoy our festivals and experience our heritage in a faraway land. With our social diary boasting of myriad events and our hearts singing memories of the beautiful times spent, we look forward to more such events in the future. Not to disappoint, IBAM strives hard every day to gift us more such wonderful events of coming together in love and celebration as one big family. For it is in togetherness, real joy is found.

Photo: Ami Saha, Ninia De, and Sandipan Roy.



Chandreyi Chakraborty

Literature is one of my greatest passions. In my free time I enjoy reading, writing, reciting. I have been a teacher for quite a few years now, however, at present I'm exploring new avenues careerwise. It's indeed a pleasure to be associated with 'Mon Montreal' this year.

ছোট হাতের বড় কাজ

মন্ত্রিয়াল

What's next?

Disha De

Tragedy struck. Screaming, crying, panicking was what was next for the village. The trees were the first to go, then the houses, and finally, the people. Amid the chaos was a mere 13-year-old boy, clinging onto his mother's sleeve for dear life, his eyes shut tight. The two of them stayed hidden away in the storm shelter for nearly 3 hours, the boy's mother trying her hardest to reassure him that "Daddy and Kayla are ok, please try and sleep." Although she made a great effort to soothe his wailing cries, the smile that she put on hadn't been nearly convincing enough for him to trust her.

The ruckus beyond the tight bunker in which they found refuge hit his eardrum like a knife to his heart, his tears flowing out only faster than before. He thought of his baby sister and her cute plump face that appeared as China; was she okay? Was she safe? Was she alive? Guilt stirred from the bottom of his heart, overflowing into the pit of his stomach, and then plaguing his mind completely. He was supposed to watch her. He was supposed to keep her safe.

His thoughts lost their coherency, and he drifted off into the slumber his mother had tried at evoking just minutes before. His dreams were merely fragments of the tornado; the trees giving out, the houses demolished, and his mother taking him by her frail, pale hand. Others were pleasant compared to his current reality; dreams in which he would be playing football at school and getting into a squabble with his younger sister.

He almost believed it, too.

"Liam, honey, we have to go now." his mother said, nudging him lightly so as to not startle him. Liam blinked away the sleep from his eyes, adjusting to the light. He was no longer in the bunker, that was for sure. His eyes darted between the fallen oak and the houses reduced to rubble; this was the village. Liam knew that the tornado did a number on it, but he never anticipated this. Tension rising in his chest, he finally faced his mother.

Before he knew it, a pair of arms wrapped around the lower half of his body. When he looked down, there she was, his little sister.

"Where's dad? And where's Kayla?" he choked out. He held his breath as his mother began to choke back tears. "Your father's helping some other adults to recover their belongings, but Kayla - she, she's lost. We can't find her." Liam couldn't speak. He cried, but he didn't make a sound. Although he'd imagined this scenario the day before, he prayed for it to just be a figment of his imagination; a situation which only existed within his anxiety. His sister wasn't with him, and it could very well be all his fault.

Liam knew he couldn't reverse what had already been done, but he knew one thing: he

could still do something to help her, but what was it? Then he had it.

The next thing he knew, he was running. Running where, you ask? To his sister. He wiped the tears away from his eyes, replacing them with the fire of determination. His mother called his name. Although he felt awful for leaving his mother, he needed to find Kayla; he was the only one who could. Older brother instincts were a real thing. The hazel eyed boy was well acquainted with the woods surrounding his village, spending countless hours there looking for critters and berries as a child. The wind tangled its fingers in his hair, a cooling sensation distracting him from the predicament he was in.

Eventually, his legs grew tired of running, so he found rest on a jungle log near the heart of the forest. As he caught his breath, a child who seemed no younger than his sister appeared from behind the thick oak. He recognized him quickly, and approached the child, concerned.

“Are you lost?” he asked, offering his hand. The child hummed in response, nodding solemnly. He took Liam’s outstretched hand, and calmly whispered, “Home.”

They cut through the trees, retracing Liam’s steps as the child followed along gingerly. He hadn’t found Kayla, but he found somebody, and that’s what counted. When they finally made it to the village, the child mumbled a quick, but meaningful “thank you’ before rushing off to find his parents. Before he knew it, a pair of arms wrapped around the lower half of his body. When he looked down, there she was, his little sister. He quickly hugged back, not even trying to fight back the smile which tugged at the corners of his mouth.

“Where were you? I was so worried!” he mumbled into her hair. “I was hiding, duh. The teacher taught us about tornado’s last week, so I thought it was one of those.” she responded, with the usual spunk in her voice. “Kayla, I’m so sorry. I’m the reason you got lost, I should’ve watched you.”

A thoughtful look found refuge on her face. “You went to look for me, so that already makes you the best big brother ever.” she smiled a toothy grin, pulling away from the hug. He allowed himself to cry the happy tears he had been waiting for, as opposed to the tears of agony from the night before.

He looked around. The people were tired, and they appeared to be losing hope. The state of his village hadn’t changed, but his way of seeing it did.

What’s next?

Liam went to every teenager in the area, rallying them up. They needed to decide what was next. The teens went to the village chief.

“We want to help.” they said in unison.

He looked at the band of children and smiled approvingly.

They had to rebuild. They had to be resilient. And they had to do it together, as a community.

.



Disha De

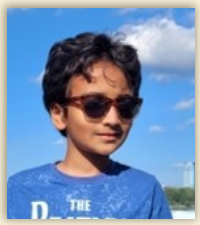
Disha was born in Kolkata, India in 2009, but has been in Montreal for most of her life. She has received praises for her writing prowess since she was in grade 3. Despite her tender age of 13, she has won several prizes for her writing including the McIntyre competition organized by the City of Westmount. When she has free time, she loves experimenting with cooking and baking.

TWO PAINTINGS

KAVEESH CHAKRABORTY







Kaveesh Chakraborty

Hello! I'm Kaveesh. I turned 9 this year. I love painting, creating art, playing soccer, and reading books. Durga Puja is my favourite festival.

শিশুদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা থেকে



KAVEESH CHAKRABORTY

শিশুদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা থেকে



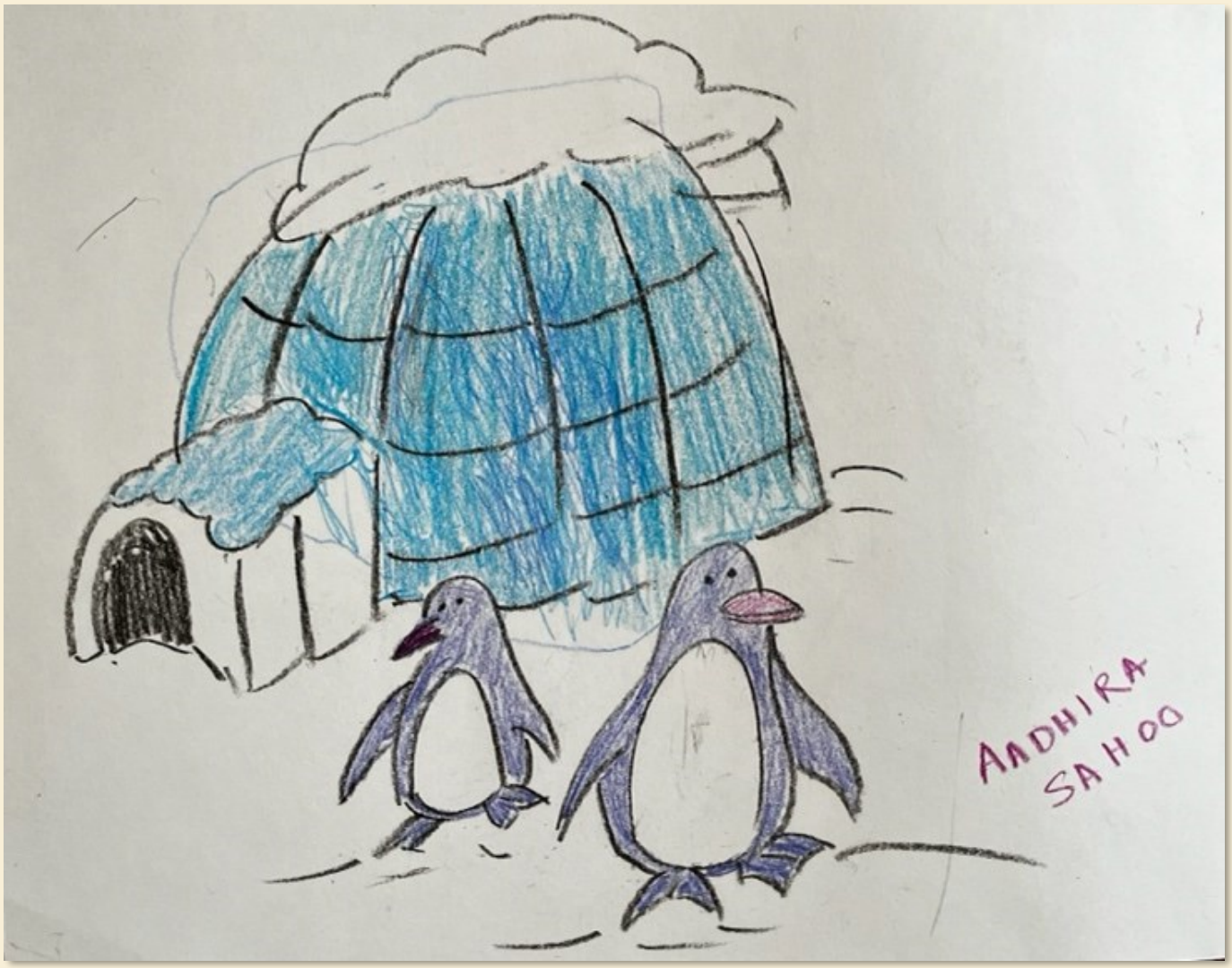
Anoushka Guha

শিশুদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা থেকে



TUTU SEHDEV

শিশুদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা থেকে



AADHIRA SAHOO

নানা রঙের দিনগুলি

মন মন্ত্রিয়াল

Robibarer Jolkhabarer Golpo
(Sunday Breakfast Story)

Meghomita Das

Growing up in a food obsessed *Bangali* family with strong ancestral connections to both West Bengal and Bangladesh, food was always a constant topic of discussion in our household. I am the only person in my immediate family who spent most of their childhood and upbringing outside of Kolkata which makes me a proper *'Probashi'*. However, my parents made sure I was connected to Bengal by way of food. While I never had the chance to discuss politics at the Indian Coffee House, I did, however, learn how to discern a fresh fish from a bad fish at the fish market. Even though I never got to savor *'Kobiraji cutlet'* at Dilkhusha Cabin, my mother taught me how to make a '*Trikon Parota'*.

In a middle-class family like ours, we never had elaborate breakfasts on the weekdays. Usually, we were all trained to get ready, have cha (tea) and *biskoot* (biscuits), pack a lunch, and head straight for the school bus or the train to get to school or work. On Saturdays, we would spend our day catching up on all the chores that we had postponed through the week. But on Sundays, we dined like the Royals. Starting with breakfast or *jolkhabar*.

Our Sunday breakfast menu was rigid: *Luchi* (deep fried puffed bread), *Sada aloor torkari* (white potato curry) and *mishti/Sandesh* (sweets). It wasn't a Sunday breakfast if it didn't feature the mountain of fulko (puffed) *Luchi* at the dining table. I would wake up on Sunday mornings to the smell of hing (asafoetida) and green chilis getting fried in oil. I would rush down to the kitchen to see my didun (maternal grandmother) and my mother busy prepping the all-important Sunday breakfast -*robibarer jolkhabar*- for all of us. I remember standing on a step stool to peek into the hot oil flavored with hing. I remember my mother tossing the cubes of potato in the heated mustard oil. It was crucial that the potato gravy be prepared before the *Luchis* were fried because everyone wanted hot, fresh *Luchis*. After peeking into the potato preparation, I would run off to my didun who would sit at the dining table, getting the *Luchi* dough ready. She knead until it became as supple as a baby's bottom. After the kneading was done, I would wash my hands and get ready to be her sous-chef of the day. She taught me when I was young how to make a coin-sized dough ball. For my young mind, that was an exhilarating task because the number of dough balls would determine the distribution of *Luchis* between my mom, my dad, me and my didun. We would carefully arrange them on a *thala* (plate), all evenly spaced. After the dough balls were ready, we would wait to hear from my mom in the kitchen. She would give us the green light to let us know that the *Luchi* oil was getting hot enough to fry. And then the dance of the *Luchis* would begin.

We would grease our belans (rolling pins) and our chaklas (rolling board). We would lay out additional *thalas* to place the flattened, circular *Luchis* on. And then my didun and I would get to rolling them out, one at a time, like a well-mustard-oiled machine. My didun didn't pursue higher level mathematics but her geometric sense when it came to making circular *Luchi* from the prepared dough balls was immaculate, perfect circles, all uniform in diameter and thickness. A true work of art. She would teach me how to turn the disc at regular intervals to ensure equal thickness. She would troubleshoot problems like a sticky dough or a non-cooperating dough ball. After making a *Luchi* that she was happy with, she would carefully place it on the *thala*, again neatly arranged, evenly spaced and in a single layer. Once a thala was full, I would rush to the kitchen with it and hand it over to my mom, to fry the *Luchis*. I would stand there mesmerized as flattened dough balls grew small bubbles on their surface and with a toss of the khunti (steel spatula), it puffed up, happily dancing and gliding on the oil. A *Luchi* was born, a tear shed, a perfect work of art created.

My mom would extract the *Luchi* from the hot oil gently, as if carrying a babe in her arms and place the hot-off-the-oil *Luchi* on a paper towel lined *thala*. Then she would turn her attention to the next *Luchi*, awaiting its dream to become a puffed up rockstar of the Sunday breakfast scene.

I would stand there and see the first *Luchi* come off the oil with gleeful eyes. Then I would run back to my didun with the status report: the dough kneading process was optimum. Happy with the status report, my didun would hand over the belan. It was my turn to flatten the discs and make the *Luchis*.

My didun would stand there and drop helpful hints along the process. Turn the disc, oil the belan, gentle rolling motions. Now I will be honest. My flattened *Luchis* were not exactly a work of art. They didn't have any geometrical constraints on them. They were a bit more abstract, modern art possibly. But I would like to point here that since my didun kneaded the dough with the power of a Turkish massager and love that only exists for free in every grandmother's heart, even my wonky shaped *Luchis* happily puffed up in the hot oil. Over the course of the next half hour, our house would start to smell of fried oil, Asafoetida, and Chā. A heady combo. The tower of *Luchi* on the *thala* would continue to pile until we ran out of all the prepared dough balls. It's time for us to taste our creation. Our hard work.



I would selectively choose the puffiest *Luchi* of them all, compare each *Luchi* against the other till I had determined which one would go down my tummy. As per custom, I would also pick out one of my wonky shaped creations as well. With *Luchis* on one side, and slightly yellow colored

potato gravy on the other side of the *thala*, I would dig in. That first bite of *Luchi* with torkari was enough to cure my soul from inside out. All the hard work, tiredness and struggles we faced during the week were worth it, just so we could enjoy this *Luchi* torkari on a Sunday morning with my mom, didun and dad. Having that bite was an assurance that the next week would be challenging, but then this joy would await us again at the end of it. It provided us with energy and sustenance to tackle the upcoming week. A sigh of relief. A pause.

My didun passed away in 2014, when I was still in college. I now live in Montreal, 12000 km away from my parents. In my current day-to-day, I don't find the motivation to make *Luchi* and *Sada aloor torkari* for Sunday breakfasts, just for myself. But I still wake up with the haunting smells of Asafoetida, fried green chili, and deep-fried oil on Sunday mornings. Maybe one day I will finally find a reason to make *Luchi* and *Aloor torkari* for myself. And I know for sure that I will hear my late didun's whispers as she guides me through the all-important *Luchi* making process again.

Having that bite was an assurance that the next week would be challenging, but then this joy would await us again at the end of it.

Meghomita Das



I am a probashi Bangali graduate student at McGill University. I was born in Kolkata but raised in Mumbai. When I am not busy pursuing my research project on earthquake geology, I like to write stories and articles and explore all the restaurants in Montreal. My written articles can be found on my website and my personal blog (www.meghomita.com). Back in school and undergrad, I have been involved with several editorial boards and have written popular articles for magazines. If I am not writing or researching, then you will probably find me illustrating, cooking, and crocheting.



An Unusual Passage to India

Suprakash Mukherjea

It was 1973, I was in my late twenties, living in Montreal and I had to go to India. The previous year, I had done a road trip to Mexico with friends, which made me wonder about traveling to India by road.

With no computer, internet, or Google, I figured London, England, where I had a good friend, would be a good place to explore my options.

After many rounds of table football with lots of Guinness and consultations with a London travel agent, we decided that it would be very risky to travel by road and local bus beyond Turkey as this would mean crossing Iran, Afghanistan, and Pakistan. Afghanistan was in turmoil and relations with Pakistan were very poor following the 1971 Bangladesh war.

The travel agent came up with an idea. Why not take a train from Paris to Istanbul, then go by bus to Damascus from where I could fly Syrian Airways to New Delhi?

The train was the legendary Orient Express, officially called "Venice Simplon Orient Express", a train that departed Paris daily for Istanbul and wound its way through Switzerland, Italy, Yugoslavia, and Bulgaria, not to be confused with the deluxe train of Agatha Christie's "Murder on the Orient Express". The main stops were Lausanne, Milan, Venice, Belgrade, Sofia, and finally Istanbul. I traveled 2nd class, no reservations.

The train from London stopped at Dover from where a ferry ride took me to Calais, France, and then to Paris on another train.

The train from Paris was like any European train with a restaurant car. My first stop was Venice where I spent a few days. Beautiful, just like in the picture postcards, Venice was a prosperous city-state, a place that had been a center of trade and commerce for almost a millennium, an apt setting for Shakespeare's Merchant of Venice. Called the floating city, the buildings in Venice sit on top of millions of tree trunks which form the foundation.

Onwards from Venice it became a different kind of train. There were fewer coaches and consequently, more crowded. I could barely find a place in the Istanbul coach. The restaurant car had disappeared. I met a couple from Michigan and a man from New York, who became my travel companions for the rest of the journey. We were all in the same boat as we realized that we had no food or water, "non potable" clearly marked in the bathroom. And Istanbul was almost two days away. Our next stop was the Yugoslav border where the train doors were closed shut and armed guards stood outside. We were not allowed to step outside. Military police came to check our papers. They gave the Americans a hard time, asked them many questions, and checked their suitcases. They did not bother me much. I had an Indian passport. Yugoslavia and India had good relations; they were founding members of the Non-Aligned Movement. Regardless, this border crossing was tense and quite unpleasant unlike, pre-Schengen, the three borders I had crossed before.

It was nighttime, the train had left Venice late afternoon. We reached Belgrade the next morning. I had been in two minds about making a stop at Belgrade. The Americans were going straight to Istanbul. Group safety and the action of the Yugoslav border guards sealed the deal. I decided not to get off the train. A young boy sold us sandwiches through the compartment window which we were happy to buy with our dollars.

Istanbul was about 24 hours away. We crossed through Bulgaria at night. I had no intention of stopping at Sofia anyway — Bulgaria was a Soviet-style communist country. We finally reached Istanbul late next morning. The first thing we all did, I remember well, was to rush to a food stall outside the train station and we ate till we could not eat anymore, after which we said goodbye and parted ways.



Istanbul straddles two continents across the Bosphorus Strait, Europe and Asia. We were on the European side; Asia is a ferry ride to the other side. Men with fishing rods casting into the Bosphorus is a common sight. Istanbul was formerly known as Constantinople which was the capital of the Christian Byzantine Empire for some 1000 years. In 1453, the Ottoman Turks led by Sultan Mehmet II conquered Constantinople and changed its name to Istanbul, which became the capital of the powerful Ottoman Empire, which, at its zenith, included all Arab lands, North Africa, Egypt, and parts of Europe namely Greece, Hungary, and the Balkans. The Hagia-Sophia Mosque, an architectural marvel, and the most prominent Istanbul landmark, was originally the biggest church in Christendom. The Ottoman Empire lasted about 600 years and was the last established Islamic Caliphate.

After a few days in Istanbul, I had to figure out how to get to Damascus. I started at the central bus terminal where I learned that I needed to take the bus to Cilvegozu at the border with Syria and then take a separate bus on the Syrian side to Damascus.

The bus to Syria left late morning, via Ankara, the modern capital of Turkey, and reached the border after an all-night journey. Soon after leaving Istanbul, a man sitting nearby in the bus kept looking and pointing at me. Through sign language, he was asking where I was from. I guess I stood out from the rest of the crowd. Turks tend to be quite fair skinned. I said India, to which he asked 'Hindu'? I nodded. He then proceeded to roll up his right arm shirt sleeve to show off his bicep and said 'Muslim'! I tried to smile. The man ignored me after that. I thought later that after all the man was a descendent of the mighty Ottomans who were Muslim and he no doubt knew that the Mughals were Muslim and of Turkish-Mongol origin. I should add that people in Turkey were quite friendly, and I didn't face any hostility there.

The Turkish side of the border is where the bus route ends. I followed others and proceeded to walk across the no man's land with my suitcase. A middle-aged man, he said he was from Damascus, volunteered to help me through Syrian border formalities. Maybe he took pity at the solo Indian looking lost. We conversed in broken English and sign language. We then boarded the bus waiting on the Syrian side. It was afternoon.

The bus stopped at a roadside restaurant in Aleppo, the 2nd largest city in Syria, in the early evening. This was the first time I saw prices written in Arabic numerals with photos of the



different dishes. I pointed at a couple of items; they were delicious. I paid by simply opening my wallet for my Syrian friend to take the required amount which he handed over to the restaurant cashier. Somehow, I had complete trust in him. That was the first time I ate Syrian sweets. Baklava-like, they were delicious, and I came to know with time that Syrians are famous for their sweets.

It was about midnight by the time we reached Damascus. My Syrian friend suggested a hotel near the bus terminal, took me there, and introduced me to the manager. I thanked him for all his help and we parted company. The hotel manager tried to tell me something over and over again, but I was too dumb and too tired to understand. He showed me my bed, I went to sleep. Next morning I almost panicked when I woke up to see this man in full Arab robes on the other bed. He waved hello, I waved hello, relieved, my passport and wallet were all there. Now it dawned on me what the hotel manager was trying to tell me - you have to share a bedroom, that's the only place I have.

One of the oldest continuously inhabited cities in the world, Damascus, said Mark Twain, "has seen all that has ever occurred on earth". Damascus was the center of the first Islamic Caliphate, the Ummayyad Caliphate. Saladin, the legendary Islamic warrior, had conquered Damascus and had become the Sultan of Syria. The historic Great Mosque of Damascus was my first time in a mosque. Sitting on the carpeted floor of this huge mosque, also known as the Umayyad Mosque, I wondered what it was really like in the days of the Umayyad Caliphate, of Saladin who defeated the Christian Crusaders and died in Damascus, and all the religious wars between the Christians and Muslims. Inside the mosque is an enclosure made of white marble. It said in Arabic and English - here is buried the head of John the Baptist, the same Saint John the Baptist who is Quebec's patron saint and in whose name is observed Quebec's National Holiday on 24th of June.

My hotel manager asked me to go to a certain spot on the road near the bus terminal, with a sign in Arabic — Airport. Army buses go to the airport regularly. I was to ask for a ride, and they would give me one, which is what happened. I found myself in a bus full of Syrian army men in uniform. On learning that I was Indian, some of them, after excitedly invoking Indira Gandhi, broke into "Mera Joota Hai Jaapaani" and other Bollywood hits from that era.

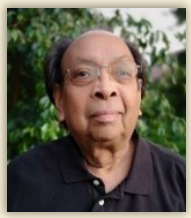
I made it to Delhi on Syrian Airways.



This travel story ends on a sad note.

Yugoslavia does not exist as a country anymore. During 1991-92, it broke up into six independent countries, among them Serbia, the largest. Syria, where I met some of the friendliest people, descended into civil war in 2011 and Aleppo lies in ruins today.

Photo: Author



Suprakash Mukherjea

Kolkata born, Engineer-MBA, attended IIT-Kharagpur, Univ. of Waterloo (ON) & McGill, several years at a Canadian MNC in the paper industry besides two startups, served on the Board of Indo-Canada Chamber of Commerce. Trained from an early age on Tabla, mother was AIR classical vocalist and founder of a music school, I consider myself fortunate to have studied under a few of the great Masters.

ফিরে দেখা

Mon মন্ত্রিয়াল



IBAM Remembers

Moinak Banerjee

In a Facebook live podcast called "Joy of Life with Roopsha: Pujor Goppo" and hosted by Roopsha Dasgupta, some of the founding members of Indian Bengali Association of Montreal (hereafter IBAM) recounted their initial years in the city. Spanning over two episodes, our very own Susil (Das) Mesho and Somen (Chowdhury) Jethu recounted several years of community building in Montreal. Over the course of these candid conversations, it became quite clear how Durga Pujo has played a central part in bringing Bengalis together. Pujo celebrations began in Montreal in 1975. It was the same year when Susil Mesho arrived in the city. He remembers that it was too late to arrange for an idol when the small community had finally decided to celebrate Pujo. His friend and artist, Jahar Rakshit, took up the responsibility of painting an eight by ten feet image of the goddess. His artwork captured imaginations and was worshipped as the idol that year. For the Bengalis in Montreal, it set up the structure of a Sharbojonin Pujo – an all-inclusive community event surrounding Pujo. Despite obstacles of finding a venue and limited funding, it is the spirit of community and voluntary labour ignited by the likes of Susil Mesho and Jahar Rakshit that materialized the event into a festival. Their stories of love, compassion, and camaraderie continue to inspire the current members of IBAM and act as a guiding force for their recent endeavours.

The first Durga Pujo was celebrated by the Bengali community in Montreal inside the basement of a church with the capacity of about 200 people. After a few years of moving from one church to another, the Pujo shifted to the sprawling premises of a high school. Erstwhile President, Shyamal Guha played a crucial role in this transition. The next venue was a college space. Finally, there was enough room for two groups of people to cohabit Pujo and this tradition continues till date. While significant part of the membership upholds the religious aspect of Pujo, there are others who simply want to socialize and have fun. In the following years, the scope of celebrations was dependent on the population dynamics affected by legislative policies. This is an issue that has also been highlighted by Somen Jethu who arrived in Montreal in 1982 and presided over Durga Pujo celebrations between 1993 and 1995. The cultural event associated with Pujo brings everyone together more than anything else. For people like Somen Jethu, it is the performance of children that set the tone while the plays enacted by the elders gradually became the most popular aspect of the event. Sushil Mesho testifies that the sincere efforts of Raja Bhattacharya and Neelesh Bhattacharya added a new dimension to the cultural activities surrounding Pujo.





This year the executive committee responsible for organizing Pujo attempted to restore the major aspects that have contributed to making it a special event. However, the shadow of pandemic loomed large. Problems of booking a venue, getting people together, generating funds, and figuring out logistics returned. However, like every other year, it is the spirit of togetherness that held the fort strong. On 7th October 2022 members of IBAM gathered to celebrate Durga Pujo with pent up emotions of not being able to participate in the festivities for two years. The following three days transpired into a spontaneous spectacle of Bangaliana that crossed religious and linguistic barriers to build social and communal bridges. It did not take very long to forget the two-year interruption as people across generations started turning up in numbers. However, not everything can or should be forgotten in the euphoria of celebration. After all, it is the common pool of shared memories that unifies a community of people in the first place. These memories include not only the pleasurable experiences of shared art, literature, language, landscapes, and cuisine but also collective engagement with the difficulties of grief, loss, pain and separation. If the struggle of the pandemic reminded us of anything, then it is the value of empathy and togetherness within a community.



Drawing inspiration from these ideas and practices of community, IBAM has resolved to remember the past that is difficult yet extremely relevant. Mon Montreal stands witness to the resilience of this community and demonstrates how we thrive against all odds even in moments of crisis.

The task of remembering was integrated into Pujo festivities through two major forms of recollection. First, a two-part audio-visual presentation mapping the history of IBAM and commemorating the lives of our members lost in last two years. These members have been the founding pillars of our community in Montreal. Their groundwork is an eye-opener for the relatively new members of IBAM who enjoy the privilege of being integrated into an existing community from the moment they land in this city. Second, the decoration of the venue for Durga Pujo included a wall with photographs of Bengali stalwarts from divergent fields whom we lost in the pandemic. Their smiling faces on the IBAM Remembers Wall bore testimony to their achievements that has put Bengal on the world map and turned Bengalis into global citizens. While the executive committee was responsible for planning the modes of remembering, it is the advice of seniors and creativity of new members that became crucial. In this section, Mon Montreal has attempted to document what IBAM remembers. It includes little notes of homage to our community members who continue to inspire us from the other side of life. Additionally, we remind ourselves about the cultural luminaries of Bengal who have left a void that is impossible to fill. Their lives and works bring us together as a community in best and worst of circumstances. By connecting the past to the present, IBAM and



Mon Montreal underlines the importance of looking back for moving forward. Mon Montreal had sent out a call for remembrance to all our members asking them to share and celebrate with us the lives of senior members from our community whom we lost in the last two years. As homage to their departed presence and remnant selves we would like to put forward these messages without much alteration. We would like to keep in our thoughts Mr. Haraprasanna Sarkar, whom we lost on 30th April 2020. He was an active member of the community since the initial days of Durga Puja in the 1970s. His leadership in cultural events is a memory of fond reminiscence. Our first priest, Mr. Baidya Nath Mukherjee breathed his last on 28th July 2020. His adventurous spirit, culinary sojourns, and roaring laughter is fondly remembered by our community. We would also like to remember Mr. Sunil Nag who left us on 17th August 2020. He was a proud member of the Indian and Bangladeshi communities in Bengal. Promenades de la Cathédrale in downtown Montreal is a live example of his architectural genius. He had also helped several new immigrants to be integrated into the social life of Montreal. We lost Mrs. Anuradha Chatterjee on 24th August 2020. Her friend Geeta Mukutmoni remembers her thus – "Anu will be greatly missed. She was such a vibrant, helpful, and generous person. She was a good friend, big hearted, genuine, dependable, empathetic person who will be sorely missed."

The last two years have been a difficult time to wade through the loss of our near and dear ones. A greater part of the void has been carried into 2022. It helps us best to celebrate their lives in retrospect and look back at their contributions to the community. We lost Mr. Samarendra Kumar Chakraborty on 28th January 2022. The simplest pleasures in life brought a great deal of joy to him. He enjoyed fishing, music, gardening, and travelling while his love for food was reflected in the exotic cuisines that he would serve to his guests. Hospitality of senior members in the community has been the topic of several addas in Montreal. Mr. Dipak Basu who arrived in Montreal in 1966 and left us on 6th March 2022 was one of the first hosts of many such adda sessions. As new Bengali families arrived in Montreal, Mr. Basu and his wife would take them in for the first few days and help them get settled. He was famous for arranging tours of the city for the new immigrants followed by sumptuous dinners. His close ones believe that somewhere he remains proud for his community that still gathers to celebrate, still gets together for adda, still sings and dances together. The community fondly recalls his pleasing personality, kindness, and hospitality.



The difficult memories of loss bear lessons of coming to terms with the present. After a long hiatus of two years, Durga Pujo helped IBAM and the community at large to affect this transition from sombre remembrance to modes of creating of newer memories. While Pujo preparations and performances gave us several memorable moments, the IBAM Remembers Wall in the venue became an archive. It was decorated with photos of Bengali cultural icons we lost in these two years. It included – actors Soumitra Chatterjee, Santu Mukhopadyay, Swatilekha Sengupta, Arun Guha Thakurata, Shaoli Mitra, Monu Mukhopadhyay; filmmaker Tarun Majumder, musical stalwarts Sandhya Mukherjee and Bappi Lahiri; football legends PK Banerjee, Subimal 'Chuni' Goswasmi, Subhas Bhowmick, and Surajit Sengupta; litterateurs Sankha Ghosh, Nabaneeta Dev Sen, and Sarat Kumar Mukherjee; academicians Manabendra Bandyopadhyay, Dipankar Basu, and Smriti Narayan Chatterjee. It is impossible to write about any of their achievements in a single issue of a magazine or confine their lives to photographs. However, it is important to register their contribution to the collective memory of Bengalis. IBAM and Mon Montreal have just initiated the process of archiving collective memory of Bengalis. It is an ongoing process and there is a long way to go. Every act of remembering also involves forgetting. Not everything can be documented either – especially, when one considers the emotions attached with such memories. It is the cultural practices of a community that comes together to fill in these gaps. Mon Montreal hopes to become the receptacle of many such old and new memories in the years to come.

Photo: IBAM community members.



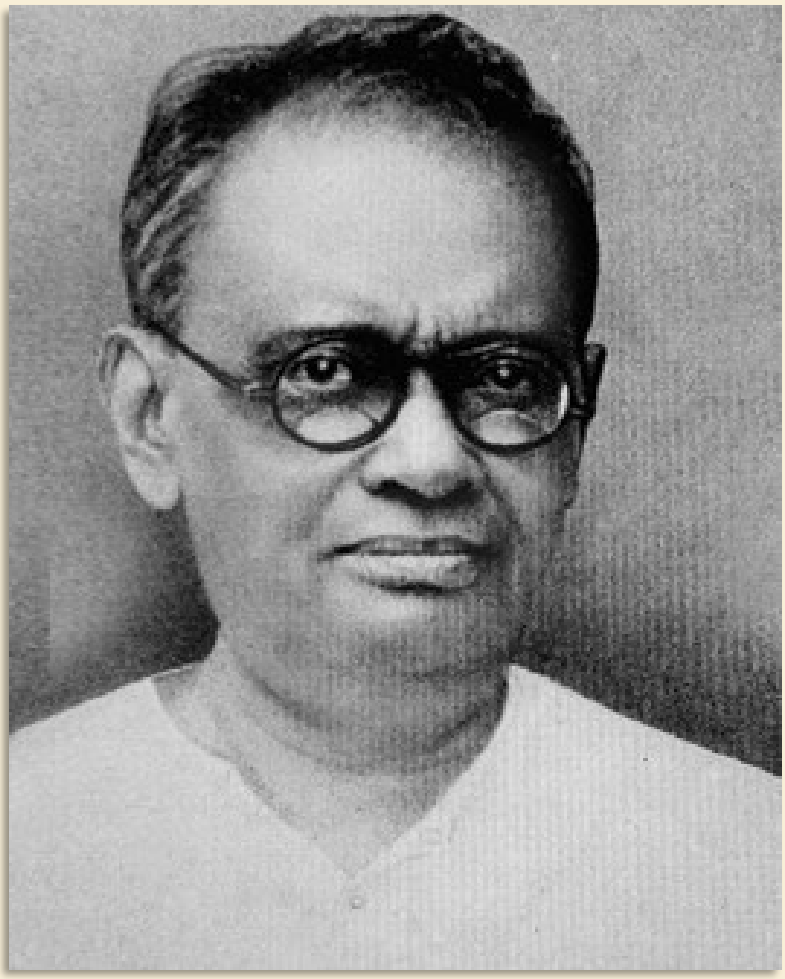


Moinak Banerjee

I'm a doctoral student of literature, aesthetics, and politics at McGill University. I look forward to reading and writing with you!

Rai Bahadur Ramaprasad Chanda: A Biography (1873 – 1942)

Biswajit (Bish) Chanda



Early Life and Education

Ramaprasad Chanda was an internationally reputed scholar who achieved recognition in the fields of anthropology, archaeology, and Indian history and art. He was a self-made man in the widest sense of the word. His life is an illustration of the fact that, to a man possessed of will and determination, poverty and dearth of opportunity are no bar to gaining distinction among seekers of truth. He was born of a middle-class family on August 15, 1873, to Kali Prasad and Sonatara in the village of Sreedharkula, which now is situated in Bangladesh. Chanda was a pioneer in his chosen fields. The following summary of his remarkable life and outstanding achievements are based mainly on his obituary published following his death in 1942,[1] a summary booklet published in 1973 to commemorate his birth centenary in 1973,[2] and the introduction to the reprint of his renowned book, 'The Indo-Aryan Races,' in 1969.[3] A liberal use of excerpts from these works is hereby graciously acknowledged.

Chanda's father, Kali Prasad, was a small landholder and administrator of the estate of a local indigo planter named Mr. Watt, who had an extensive landholding in the area. This enabled Chanda's father to live a comfortable life in a rural setting and pursue his passion for reading. Not being proficient in English, he was a voracious reader of Bengali literature and magazines. Young Chanda was impressed by his father's devotion to reading and, at an early age, began to pore over his father's collections, including the most recent literary works. These studies kindled in him a strong desire for literary distinction. He did not appear to have ever been a brilliant student, because he devoted more time to reading outside of textbook requirements. Chanda lost his father at the age of 15. He continued his studies in his native district and came to Kolkata (formerly Calcutta) in 1893 for higher education. He graduated from Duff's College (now Scottish Church College) in Kolkata with a Bachelor of Arts (BA) degree in 1896.

After graduating, Chanda remained in Kolkata to work as a private tutor but spent most of his spare time reading books on history and anthropology at the library, even though he was struggling to earn a living. During this period, Chanda contributed articles on social and anthropological topics to East and West, a monthly magazine published in Mumbai, and to The Dawn and Dawn Society's Magazine, published in Kolkata. He sought out eminent scholars and prominent literary figures of the time, who were deeply impressed by his knowledge of these subjects and spoke highly of him. Through these contacts, Chanda was offered a job as a history teacher at Hindu School in Kolkata, where he remained until 1905, when he was transferred to Rajshahi Collegiate School in eastern Bengal, now part of Bangladesh.

The Making of an Archaeologist/ Anthropologist

The publication of the Indian 1901 Census Report[4] in 1903 created controversy in India because of the observations made by Sir Herbert Risley, the Census Commissioner.

Risley's theory, based on anthropometric measurement from numerous anthropological surveys carried out by the Ethnographic Survey of India, posited that there was very little Aryan blood in Indians, least of all among Bengalis. Indians had always held themselves to be descendants of the Vedic Aryans and inheritors of the great Aryan culture. Risley's opinions excited great resentment and gave rise to a good volume of impassioned writings. Only a few had tried to controvert these views on scientific lines.

While still being a history teacher, Chanda was one of the first to oppose Risley's theory on the origin of Bengalis. He borrowed anthropometric instruments from the Ethnographic Survey of India and undertook anthropometric measurements himself. In addition to the measurements, he searched old literature to find further anthropological references. He consulted scholars of ancient texts and started to study the anthropological references in the original Sanskrit. He refuted Risley's thesis mainly based on findings from his own measurements, supplemented by his study of ancient texts, to provide alternate explanations for Risley's assertions. In this way, Chanda presented his own thesis of a stronger Aryan lineage among the Indian population.

Chanda published this seminal work in two papers, both printed in the East and West journal in 1905 and 1907, respectively. The first paper dealt with the relation between India and Babylon, and the other with the origin of the peoples of Bengal. The papers drew attention of scholars. Chanda continued to write papers and delivered them at various conferences in 1909 and 1910, with resounding success.

While he was teaching history at Rajshahi, Chanda was fortunate to become acquainted with two like-minded persons: Sarat Kumar Ray, who belonged to a prominent landowning family with a liberal outlook, and Akshay Kumar Maitreya, a lawyer with an interest in history. The three of them shared a passion for archaeology that led them to collaborate on numerous projects, contributing significantly to the cause of historical research in Bengal. In 1910, the trio decided to undertake an archaeological expedition, visiting 200 sites throughout northern Bengal (now part of Bangladesh), from which they collected 32 sculptures, some considered rare and valuable specimens. During the tour, Ray, Maitreya, and Chanda conceived the idea of organizing a historical research society, and Ray agreed to finance the endeavor. This led to the establishment of the Varendra Research Society (VRS), with Chanda acting as its first Secretary. The small sculpture collection then formed the nucleus of the VRS Museum in Rajshahi.

Encouraged by these developments, and with the support of Ray and Maitreya, Chanda embarked on his next project: a volume on the history of Bengal, written in Bengali and called Gaudarajamala. This was the first history of Bengal written purely based on epigraphic evidence (inscriptions). It contained a description of all the inscriptions of the great Pal dynasty, which had its seat in north Bengal, and those of other contemporary dynasties that held sway over great parts of eastern India from 750 to 1160

CE. This work laid the foundation of the first scientific history of Bengal for this period. Financed by Ray, VRS published a series of research works, starting with Gaudarajamala in 1912. 'The Indo-Aryan Races,'[5] published in 1916, was the fifth book of this series. This work, which came to be regarded as a monumental contribution in the field of Indian anthropology, contained Chanda's research since the publication of Risley's Census Report.

Chanda's writings and archaeological work attracted the attention of Sir John Marshall, Director General of the Archaeological Survey of India (ASI). In 1917, at the request of VRS, he offered Chanda a two-year assignment as an archaeological scholar in the ASI to provide scientific training in excavation work. During his association with ASI, Chanda published two research papers and was involved in the exploration and excavation of new sites in northern and southern India. At the end of his assignment in 1919, he was due to return to Rajshahi to resume his teaching position. However, Chanda was reluctant to stay in Rajshahi after his wife's death in 1919, so he decided to move his family to Kolkata.

Productive Years with the Archaeological Survey of India

In 1919, Chanda joined the Faculty of Post-Graduate Studies of the University of Calcutta as a Lecturer in Ancient Indian History. Soon after this, the University established the Department of Anthropology, appointing him as its head, despite the fact that he only had a BA. He remained in the department until 1921, when, at the request of Marshall, he gave up his university position and accepted the post of Superintendent of the Archaeological Section of the Indian Museum in Kolkata. Chanda remained with the Museum over 10 years, until his retirement in 1932.

As Superintendent of the Archaeological Section, Chanda was in charge of its exclusive and important collections. He reorganized the sculptures of the Indian Museum, as well as those of Sarnath Museum in Varanasi and the Government Museum in Mathura, both in Uttar Pradesh. Chanda carried out extensive archaeological explorations and excavations in the former princely state of Mayurbhanj, now a district in the state of Odisha. This was also the golden period of his literary activities. Many of his key papers were published as monographs for the Memoirs of the Archaeological Survey of India, as well as in other journals. Notable among them are his papers and lectures on medieval art in eastern India, in which he was the first to draw international attention to sculptures depicting deities absorbed in meditation. The title of Rai Bahadur was conferred on Chanda in 1925 by the Government of India in recognition of his historical contributions.

The excavation of Indus Valley archaeological sites and discovery of remnants of a prehistoric urban civilization quite dramatically restored three thousand years of missing history to India. Although not involved in the excavation, Chanda became interested in the discovery and had discussions on the importance of its findings with his colleagues. When ASI held an exhibition in Delhi of antiquities from Harappa and Mohenjo-Daro, he assisted in arranging the artifacts for display. During this work, Chanda was singularly struck by the posture exhibited by the head of a male statue from Mohenjo-Daro, with half-shut eyes fixed on the tip of the nose. He recognized that it unmistakeably portrayed an attitude of yoga absorbed in meditation. Subsequently, numerous seals were unearthed, in the form of small tablets that depicted figures in sitting and standing positions absorbed in meditation, confirming his original observation. In his book on the Mohenjo-Daro excavation,[6] Marshall accepted this interpretation and even credited Chanda's pioneering assertion that yoga was practiced in the Indus Valley.[6]

Chanda published two important monographs of his research on the Indus Valley Civilization (IVC). The first, published in 1926, titled "Indus Valley in the Vedic Period,"[7] was the earliest attempt to explain the possible collapse of India's first civilization. The notion of a struggle between newcomers and earlier inhabitants was central to

his view of the destruction of Indus cities at the hands of invading Aryans. However, in his 1929 publication, "Survival of the Prehistoric Civilisation of the Indus Valley,"[8] Chanda substantially abandoned his original hypothesis. He no longer believed that one type of civilization was destroyed and replaced by another. Instead, he visualized a symbiotic relationship between immigrants and aboriginal city dwellers, which resulted in the birth of a 'mixed Hindu civilization.'

Retirement – Continuation with Unfinished Works:

Chanda's productive years did not slow down after his retirement from the museum in 1932. He organized his own private library, wrote books and articles, and guided the scholarly work of students. He kept in touch with his contemporaries and was active in different societies and associations. In January 1934, Chanda attended the Indian Science Congress, held in Bombay, as President of the Anthropological Section. In his presidential address, he not only returned to his hypothesis that yoga was practiced in the Indus Valley, but also brought together a mass of textual and epigraphic evidence to ascertain that many of the heterodox religious tenets and practices of India, e.g., Jainism and Buddhism, have their origin in the pre-Vedic and pre-Aryan civilization of India, and are therefore far older (3000 BCE) than the Vedic civilization.

Later in 1934, Chanda went to London to represent India at the First International Congress of Sciences, Anthropology, and Ethnology. He delivered a paper titled "Race and Cult in India," which concluded that the cult of images in yoga postures found in India was a heritage from the prehistoric population of the Indus Valley. While in London, and at the request of the authorities of the British Museum, he arranged the antiquities of the Indian Section and wrote a small volume entitled Medieval Indian Sculpture in the British Museum.[9]

After returning from London, and despite his deteriorating health, Chanda embarked on a project to collect and investigate original documents bearing on the life of Raja Ram Mohan Roy (1772-1833), a noted Bengali social and religious reformer, often called the Father of the Indian Renaissance. Chanda collaborated with J. N. Mazumdar to produce a voluminous work on the life of the Raja that shed new light on his early life and activities. Published in 1938, the book was Chanda's last major work.[10]

Chanda suffered from high blood pressure and heart trouble during the last four years of his life. Despite this, he never lost interest in work, and prepared several papers for publication in different Indological journals. He also edited and published a collection of documents and records from the beginning of the British conquest related to the history of Mayurbhanj state, which he had been gathering for about 16 years.

Chanda was also instrumental in forming an association for historical research in Bengal, with the goal of publishing a three-volume history of Bengal in the Bengali language. The work had to be postponed due to the outbreak of World War II, but Chanda published some preliminary results of his research in the form of short, well-documented articles in Bengali in various journals and magazines. It is impossible to give a full account of his writings, which are scattered in many journals. Chanda had a plentiful storehouse of ideas. He also planned to bring out up-to-date editions of two of his earliest books, 'Gaudarajamala' and 'The Indo-Aryan Races'. He made considerable progress, but his efforts were cut short by his sudden death in 1942.

During his last days, Chanda strongly felt the need to write about his own life experiences and thoughts about various important issues related to history. He believed this knowledge could help the country to make progress, so it was his duty to write about his thoughts. Due to his frail health in later years, however, Chanda was unable to complete his autobiography, nor numerous essays, books, and other writings.

The Man and His Legacy:

Chanda was a pioneer in his chosen fields, an Indian-born historian who was able to draw on information from many sources and disciplines to develop novel interpretations and hypotheses that expanded scholarly and public understanding of Indian history. Despite its ancient cultural heritage, India had no tradition of preserving significant historical records. It was customary to depict ancient history based on literary documents and informal chronicles. Chanda was one of the first scholars to realize that the actual structure of the society could only be elucidated through archaeology and anthropology. Since Indian archaeology at the time was not advanced enough to resolve certain key issues, he depended especially on anthropological data.

This does not mean he was indifferent to literary sources. Chanda was one of few scholars in his time who had a mastery of Sanskrit language and literature, epigraphy and paleography, art, architecture and sculpture, linguistics, anthropology, and other branches of knowledge he thought relevant for his purpose. In history, as in science, creativity is required to frame hypotheses leading to further investigations. This very modern outlook made Chanda an unusual historian in his time. It matters little whether his hypotheses are valid today because anthropology is a developing science. Yet his pioneering approach to historical research, collating written records with archaeology and interpreting them in terms of ethnographic findings, remains an accepted method among historians in India.

Chanda was a cautious man by nature and never put anything in print unless he was sure of his ground. His versatility, original thinking, and untiring dedication to his chosen fields, through numerous books and publications spanning over 40 years, both in English and his native tongue Bengali, made significant contributions, acknowledged by scholars in India and abroad.

Writing about Chanda's contribution to Indian anthropology, Dr. A. K. Mitra wrote, "In a very definite sense – he may be said to be the father of Indian Physical Anthropology ... his interest in this young science arose mainly from his historical studies. To him history was pre-eminently a study of civilization … as created by different races of man, by their respective social and mental habits, thoughts, and superstitions. This habit of considering man as a whole, led Chanda to glean and make use of data from various fields, e.g., sociology, religion, funeral customs, language and material culture."[11] When Calcutta University started the Department of Anthropology, in recognition of his scholarship and contribution, he was the first person appointed to be its head.

Chanda's book 'Gaudarajamala', written in Bengali and published in 1912, was considered the first scientific work on the history of Bengal, from earliest times to the beginning of Mughal rule. He was the first historian in Bengal to reconstruct ancient history solely based on stone inscriptions and copper plates, discovered through archaeological excavations by European archaeologists since the advent of British rule. Although some additions and alterations have been made to 'Gaudarajamala' in light of newly discovered epigraphic records, Chanda is still recognized as the first scientific historian of Bengal. 'Gaudarajamala', together with 'Itihaase Bangalee' (Bengalis in History), a collection of Bengali-language articles on the history of Bengal, also established Chanda as the first Bengali ethnologist.[12]

Another first in the annals of Indian historical traditions was Chanda's monumental work, 'The Indo-Aryan Races,' published by the VRS in 1916. The book was an outgrowth of work he did in response to Sir Herbert Risley's 1901 Census Report on the origin of the peoples of Bengal. In this book, Chanda refuted Risley's findings and pioneered the approach to combine archaeological and scriptural knowledge with socio-anthropological views. The chapters on Vaishnavism and Shaktism are considered classics: his views on non-Aryan influences in these two sects are widely accepted by modern scholars. 'The Indo-Aryan Races' was the first book in English about the ethnic groups of India

by an Indian historian and received worldwide recognition. The great Indologist A.B. Keith made following observation regarding 'The Indo-Aryan Races,' "This … forms a valuable addition to the literature dealing with the origin of the Indo-Aryan peoples … His opinions gain greatly both in value and clearness from their ordered exposition, and whatever conclusion he has arrived at as regards his main thesis, all interested in the question must recognize the catholic character of his erudition, and the ingenuity and effectiveness of his arguments which render his work a serious contribution to the subject with which it deals."[13]

Chanda was a pioneer in the field of evaluating the grandeur and beauty of ancient Indian sculptures. He was internationally recognized for his contributions as a connoisseur of medieval Indian sculptures and for his insightful observations about unique expressions of Indian sculpture. The medieval period in the history of northern India began with the rise of the Gupta empire in the fourth century CE and ended with the Mughal conquest at the end of the 12th century CE.** Since Chanda was deeply read in ancient Sanskrit literature, he recognized in pieces of sculpture the physical embodiment of ideas and sentiments expressed in the rich and rapturous language of classical authors. Some leading Western anthropologists maintained that Indian sculpture in that era was an Indianization of earlier Greco-Buddhist sculptures, but Chanda disagreed. In 1920, he presented his opposing views in a lecture titled 'Medieval Sculpture in Eastern India,'[14] asserting, "Indian sculpture is usually studied from the morphological and aesthetic standpoint and its ethnological and psychological aspects have not received attention it deserves."

In 1927, Chanda wrote a monograph titled, 'The Beginnings of Art in Eastern India, with Special Reference to Sculptures in the Indian Museum, Calcutta,'[15] in which he traced the historic development of sculpture in India from the Vedic age to the medieval period. "The early Vedic religion that promoted sciences like Astronomy and Geometry was not favourable to the growth of art," he wrote, "for it enjoyed the worship of gods not through images installed in temples, but though sacred fires installed in simple sheds." During the first century CE, image worship was introduced in eastern India, and art became an expression of religion. Early images were influenced by Greek and Persian sculptures. In his discourse on the development of Indian art, in his lecture on Medieval sculpture in eastern India,[14] Chanda explained, "This is the first step in image worship — giving human form to superhuman beings… Not only is their form, but also the expression of their face, quite naturalistic, human."

Chanda further expounded on his thesis by stating, "So the ground was prepared for the regular introduction of image worship and a higher development of the art of sculpture than was possible before …"[14] India had different religious traditions that were more contemplative, reflecting peaceful calmness through the practice of dhyana. The sculptors of this period strove to give expression to the synthesis of the Personal with the Impersonal, of the Finite with the Infinite, in stone. In conclusion, Chanda forcefully made his point by stating, "In Greek art the divine element of the 'human-divine' is only the human element emphasized. The medieval sculptors in Eastern India, on the other hand, by successfully representing in their icons the Finite being's intense struggle for grasping the Infinite, has produced a type that is nearer to 'human-divine' by anything yet moulded by the hand of man."[14]

Chanda's ideas about the specific characteristics of Indian sculptures during the medieval period were later largely accepted by international scholars. Marshall, one of the most critical and discerning students of Indian art, wrote in his book, Guide to Sanchi,"[16] "The types of the Buddha which this [medieval] age produced and in which it succeeded in combining the beauty of definition with a spirit of calm and peaceful contemplation are among the greatest contribution of India has made to world's art." Chanda used in his own writing the term "absorbed in meditation" or "yogic posture,"

which was skillfully brought to life by sculptors in medieval India, creating a unique art form not seen elsewhere in the world.[17]

Having established himself as one of the leading authorities on the subject, Chanda was asked by the British Museum in London to rearrange the exhibits in its Indian Section when he visited the city in 1934. At the end of his assignment, Chanda produced a small volume titled 'Medieval Indian Sculptures in British Museum.'[9] In his introduction to the book, R.L. Hobson, Keeper of the Department of Oriental Antiquities and of Ethnography, wrote, "When he [the museum visitor] understands the incidents depicted, as he will do after reading the stories told by the Rai Bahadur, he will be able to enjoy whole-heartedly the singular beauty of the Indian sculptor's work and to appreciate the enthusiasm which inspired this monograph."[9]

Chanda's original hypothesis, published in 1926,[7] about Aryan invasion as the cause of the destruction of the Indus Valley cities, resonated among contemporary historians. After further contemplation on the subject, Chanda reversed his position in 1929.[8] He now believed that Aryan migration began after the abandonment of IVC cities. While his earlier 'Aryan Invasion Theory' drew much attention, this 'Aryan Migration Theory' was less well- noticed at the time. By the time Mortimer Wheeler, Director General of ASI from 1944 to 1948, and others resurrected anew the Aryan invasion theory amid much debate on the subject, Indus scholars seemed to have forgotten Chanda's later work, where he denounced such notions.

This fact did not go unnoticed by N. Lahiri in her 2000 book, 'The Decline and Fall of the Indus Valley Civilization,'[18] where she devoted considerable attention by writing about Chanda's pioneering role on the subject, by observing, "… most readers are perhaps unaware that an image of an Aryan presence during the lifetime of Harappan cities was present even in the work of the very scholar, who first put forward the hypothesis of an invasion of martial Aryan hordes singing hymns in honour of Indra or Purandara, the 'sacker of cities.' While its various ramifications have been recently fleshed out, clearly the idea itself dates back to the exciting decade when the archaeological splendour of Mohenjo-Daro and Harappa was being excavated and understood."

Chanda was a keen observer of various artifacts excavated at Mohenjo-Daro because of his involvement in arranging them in several museums. Based on his deep knowledge of the art of Indian sculpture, he was the first to recognize the signs of yogic meditation practices in prehistoric times upon examining a group of stone statuettes found at Mohenjo-Daro in a mutilated condition. Only part of these statuettes was in a fair state of preservation. Chanda wrote, "… [The statuettes] seem to supply this missing link between the pre-historic and historic civilization of India … the bust is characterized by a stiff erect posture of the head, the neck and the chest, and half-shut eyes looking fixedly at the tip of the nose. This posture is not met with in the figure sculptures, whether pre-historic or historic, of any people outside India, but it is very conspicuous in the images worshipped by all Indian sects … and is known as the posture of Yogin or one engaged in practising concentration."[8]

Marshall accepted Chanda's assertion about yogic posture depicted by the head of the statuette discovered in Mohenjo-Daro. In the anthology Mohenjo-Daro and the Indus Civilization,[6] Marshall wrote, referring to the well-known Pashupati seal, found in Mohenjo-Daro and dated to 2500 BCE, "Like Saivism itself, yoga had its origin among the pre-Aryan population, and this explains why it is not until the Epic Period that it came to play an important role in Indo-Aryan religion. Even before the discovery of this seal Rai Bahadur Rama Prasad Chanda had pointed out that the head of a male statue in Mohenjo-Daro illustrated in Pl. XCVIII has its eyes concentrated on the tip of the nose and had concluded—with remarkable intuition—that it was portrayed in an attitude of yoga." Previously, the earliest indication of yogic practice in Indo-Aryan religions dated back to around six or seven centuries BCE, so there was still a gulf of over two

millennia between these religions and the stone statuettes of Mohenjo-Daro. Chanda pondered in his monograph about the survival of the prehistoric IVC, 'Where is the bridge over this gulf?'[8]

In the absence of archaeological evidence, Chanda consulted various references in the Vedic literature and religious texts to bridge the gulf, by searching to establish a connection to the religious practices of the prehistoric IVC. He concluded that "… yoga as a system of exercises for gaining magical powers originated among … the pre-Aryan population … in the pre-historic period."[8] During the Vedic period, Brahminic priests also practiced sacrificial rites to gain worldly objects and miraculous power. Chanda theorized that five thousand years ago, prehistoric priests were primarily magicians or shamans looking to acquire extraordinary power. Chanda, however, observed in the same monograph, "This 'priest' [the statuette] in Mohenjo-Daro in whom we proposed to recognize the prototype of the images of Buddha and Jina, is not found in isolation, but other elements of Buddhism, or rather the primitive background of Buddhism, are traceable in the Chalcolithic religion of the Indus Valley."[8]

In his later writings, Chanda doubted his original assertions that the priests in the Indus Valley who practiced yoga were primarily shamans or seekers of magical power. He first reversed this earlier position in an article written in 1932, titled 'Sind Five Thousand Years Ago,'[19] and returned to this theme in his presidential address, titled 'Sramanism,'[20] to the anthropological section of the Indian Science Congress, held in Bombay in January 1934. He asserted that Jainism and Buddhism had their origin in the pre-Vedic and pre-Aryan civilization, like the practice of dhyana-yoga. In his presidential address, Chanda stated, "Very probably Sramans were sorcerers and medicine men before they became the finders of the path of supreme knowledge. The brahmanas also began as performers of magical or semi-magical sacrificial rites long before they grew into philosophers …"[20]

Chanda also compared the Indus Valley seals to Jain and Buddhist texts. The sramanas of these orders practiced self-mortifications and dhyana in two different postures, sitting and standing. He referred to some seals found in the Indus Valley, which showed seated and standing figures in the poses of meditation. "Do they represent sramana like Gautama Buddha and Jina Mahavira, who showed the path of attaining supreme knowledge?" asked Chanda and continued, "Jaina tradition handed down the names of 23 predecessors of the last Tirthankara Mahavira …. The Pali Canon … contains the name of six predecessors of Gautama Buddha … This immense antiquity ascribed to the legendary founders of Jainism and Buddhism indicated that the tradition of these sects assigned the beginnings of Sramanism to a very remote antiquity."[20]

In 'Sind Five Thousand Years Ago,'[19] he emphasized, "Pushing back the beginning of philosophical religions like Saivism and Jainism to the Chalcolithic period must appear a bold hypothesis to some. … the inference that close resemblance of the postures of the sitting and standing deities on the Indus seals indicates the prevalence of the practice of (dhyana) yoga in that remote age has to be accepted as a working hypothesis. It is not possible to practice (dhyana) yoga or concentration of the mind on things spiritual without arriving at metaphysical concepts." Having found no archaeological evidence to explain an impassable gulf between the historic and prehistoric Indus Valley but encouraged by a string of successes in uncovering several Indus settlements in the 1920s, he optimistically wrote in the same article that, "Remains marking the transition from the pre-historic to the Rigvedic civilization may be expected on the dry bed of the Sarasvati and the Ghagghar in the Ambala District."[19]

Epilogue:

Chanda occupies a pioneering position among Indian archaeologists and anthropologists. From 1900, as a struggling private tutor, when he

published his first paper on Indian history, until the time of his death in 1942, he worked ceaselessly at various archaeological sites all over India and authored numerous publications, in the form of books, monographs for the ASI, and articles in prominent journals, both in English and Bengali. In his lifetime, he was recognized for his brilliant contributions by governments and various learned societies, both in India and abroad. Today, he is a largely forgotten figure among researchers, and his works do not command the same degree of attention from today's scholars as do those of some of his erstwhile contemporaries. One of the key reasons could be that many of his articles and books (some 70 titles in English) are either little known among current researchers, or difficult to acquire for a thorough study of his findings.

Chanda's writings had many facets, and several of his ground-breaking hypotheses were published in different books and/or journals, spread over many years, if not decades. A case in point is his assertion that dhyana yoga was practiced in prehistoric times by the Indus Valley civilization. Chanda later went further by proclaiming that, based on the artifacts found at the Indus Valley sites, the practices depicted there were the precursors of heterodox religious tenets such as Jainism and Buddhism. He believed it was not possible to practice yoga or concentration of the mind on spiritual things without arriving at metaphysical concepts. He quoted Marshall, stating, "In view of these facts, it is not unreasonable to presume the peoples who contributed so much of the cultural and material side of Hinduism, contributed also some of the essential metaphysical and theological ideas so intimately associated with it."[6] (p. 70)

On the occasion of Chanda's birth centenary in 1973, noted historian Dr. Romesh Chandra Majumder wrote in a Bengali journal that Chanda's thesis about the prehistoric origin of Jainism and Buddhism was yet to be seriously researched. However, he acknowledged that Chanda's work had cast new light on this whole subject. Nevertheless, he recently gained some recognition as the scholar who first drew attention to the possibility that yoga was practised in the prehistoric age. Since the early 2000s, the practice of yoga and meditation as an exercise and wellness program has expanded rapidly in the West. Some websites for yoga practitioners, in writing about the history of yoga, mention Chanda as the originator of the idea, yet dismiss it as mere speculation without conclusive evidence.

Several modern scholars have also addressed the question of the origin of yoga. Since some were mainly focused on the practice of yoga through asana as a postural exercise, they concluded that the hypothetical prehistoric origin of yoga might have been a case of projecting later practices onto archaeological findings. Despite detractors in the yoga literature, other serious scholars, notable among them Thomas McEvilley and Yan Dhyansky, studied the subject and concluded that yoga had indeed originated in IVC. In his 1981 paper, titled 'Archaeology of Yoga,' McEvilley stated, "The connection between yoga and the Indus valley was first broached by Indian scholar Rama Prasad Chanda, who proposed that the sculpted figure that Marshall would identify as a priest ... as the Jaina Adipurana … Chanda proposed a lineage for yoga that begins with the Indus Valley and continues with the Yatis of the Rg Veda and the Vartyas of Atharva Veda XV to historical yogic movements." McEvilley further added, "He [Chanda] recognized, in the Indus Valley elements that foreshadow a variety of later religious movements, including Jainism. His relatively unfocused perspective was perhaps the best one."[21]

McEvilley discussed at length the link between the Indus valley seals and early Jain literature and religious practices. In the discourse he referred to Chanda on several occasions, quoting his dissertation, 'Sind Five Thousand Five Thousand Years Ago.'[19] McEvilley stated, "This asana group (which for convenience I call Mulabandhasana) may be presumed to have existed continuously in India from the Indus Valley period to the present day … Chronologically, the first appearances after the Indus Valley seals occur in two of the oldest Jain works, the Akaranga Sutra and the Kalpa

Sutra. Both contain traditional lives of the last Tirthankara, Mahavira, which center around the iconic moment of his enlightenment."[21]

Chanda's thesis about the immense antiquity of yoga, ascribed to the legendary founders of Jainism and Buddhism, indicated that the tradition of these sects assigned the beginnings of Sramanism to a very remote past. Recent writings on the prehistory of Buddhism indicates the acknowledgement of possible Indus Valley lineage, although he was not directly recognized the originator of the idea. In the 2014 entry on the prehistory of Shramanism (Sramanism), the Chinese Buddhist Encyclopedia states that, "Before we conclude this section we must say a few words about the ascetics of the pre-Vedic culture of the Indus Valley … It has been rightly acknowledged by antiquarians like Marshall, Mackay, Piggot and Wheeler that some of the basic elements of historic religious beliefs and practices of India go back to the Harappan culture or Indus civilization of the third millennium BCE."[22]

In the book, Fundamentals of Buddhism, published in 1984, Dr. P.D. Santina wrote, "In Buddhism we have a religion which draws most of its inspiration from the Indus Valley religion, the ideas of renunciation, meditation, karma and rebirth, ultimate liberation – which were important to the Indus Valley Civilization. The Buddha Himself indicated the Indus Valley origins of His tradition when He said the path which He taught was an ancient path and the goal to which He pointed was an ancient goal. We also have a Buddhist belief in six Buddhas prior to the Buddha Shakyamuni within this aeon."[23]

This recognition by Buddhist organizations would not have happened but for the tireless work of Chanda and other archeologists uncovering the mysteries of IVC. He did not have, in his lifetime, resounding acceptance of his thesis regarding the prehistoric origins of the philosophical religions embodied by Upanishadism, Buddhism, and Jainism in the Vedic time. In January 1941, one year before his untimely demise, Chanda wrote in an article titled 'Harappa,' "Impenetrable darkness intervenes between the seals of Mohenjo- Daro and Harappa on the one hand and the earliest Upanishads, and the Buddhist and Jain texts on the other … Do we discern the beginning of these religions in the Indus Valley in the Chalcolithic age? … But till archaeology comes to our rescue, it may be possible, by discarding current dogma, to endeavour to lift this darkness partially by working backwards from the evidence furnished by these texts."[24]

Photo: Wikipedia

References (as provided by author):

Guha, B. (1942). Late Rai Bahadur Ramaprasad Chanda, President, Indian Anthropological Institute, 1938-1942. Journal of the Indian Anthropological Institute, I, i–iv. https://www.academia.edu/42225080/Obituary_of_Ramaprasad_Chanda_in_the_Journal_of_the_Indian_Anthropological_Institute.1938_Vol.I_nos.1_and_2_pp.i-iii

Chanda, R. P. (1973). Life and Works of Ramaprasad Chanda, Internationally Recognized Scholar in the Fields of Anthropology, Archaeology, History and Indian Art.

Bhattacharyya, N. (1969). Introduction. In R. Chanda (Ed.), The Indo-Aryan Races: A Study of the Origin of Indo-Aryan People and Institutions (1969th ed., pp. iii–xi). Indian Studies: Past & Present.

//catalog.hathitrust.org/Record/001275056

Risley, H., & Gait, E. (1903). Report on the Census of India, 1901. http://www.chaf.lib.latrobe.edu.au/dcd/page.php?title=1901&action=next&record=1141

Chanda, R. (1916). The Indo-Aryan Races: A study of the origin of Indo-Aryan people and institutions. Varendra Research Society.

Marshall, J. (1931). Mohenjo-Daro and the Indus Civilization: Vol. I (J. Marshall, Ed.). Arthur Probsthain. https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.722

Chanda, R. (1926). The Indus Valley in the Vedic Period. Memoirs of the Archaeological Survey of India, 31, 1–16.

Chanda, R. (1929). Survival of the Prehistoric Civilisation of the Indus Valley. Memoirs of the Archaeological Survey of India, 41, 1–42.

Chanda, R. (1936). Medieval Indian Sculpture in the British Museum. Kegan Paul, Trench, Trubner & Co.

Chanda, R., & Majumdar, J. K. (1938). Selections from Official Letters and Documents Relating to the Life of Raja Rammohun Roy: Vol. I. Calcutta Oriental Book Agency.

Mitra, A. K. (1942). Indian Physical Anthropology and Raciology – Ramaprasad Chanda's Contribution. Science and Culture, VIII.

Mohanta, R. K. (2015). Situating Ramaprasad Chanda. Journal of Bengali Studies, 4(2), 38–46.

Keith, A. B. (1917). Reviewed Work: The Indo-Aryan Races, Part I, by Ramāprasād Chanda. Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland , 167–175. https://about.jstor.org/terms

Chanda, R. (1920). Medieval Sculpture in Eastern India. Journal of the Department of Letters, III, 225–246.

Chanda, R. (1927). The beginnings of art in eastern India, with special reference to sculptures in the Indian Museum, Calcutta. Calcutta: Government of India, Central Publication Branch.

Marshall, J. (1918). A Guide to Sanchi. Superintendent Government Printing.

Chanda, R. (1934). Art in Orissa. Source: Journal of the Royal Society of Arts, 82(4265), 1011–1028. https://about.jstor.org/terms

Lahiri, N. (2000). The Decline and Fall of the Indus Valley Civilization. Permanent Black.

Chanda, R. (1932, August). Sind Five Thousand Years Ago. The Modern Review, 151–160.

Chanda, R. (1934). Presidential Address, Anthropological Section: Sramanism. In 21st Indian Science Congress Proceedings (pp. 383–410).

McEvilley, T. (1981). An Archaeology of Yoga. Res: Anthropology and Aesthetics, 1(1), 44–77. https://doi.org/10.1086/resv1n1ms20166655

Pre-history of Shramanism. (2014). Chinese Buddhist Encyclopedia. http://www.chinabuddhismencyclopedia.com/en/index.php?title=Pre-history_of_Shramanism

Santina, P. D. (1984). Fundamentals of Buddhism. Buddhanet: Buddha Dharma Education Foundation Inc. http://www.buddhanet.net/pdf_file/fundbud1.pdf

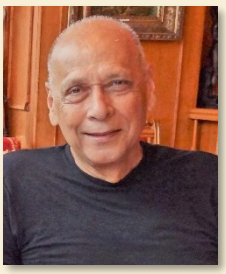
Chanda, R. (1941). Harappa. Science and Culture, VI (7), 377–381.

**** Editors' note:**

Context: The assertion on page 76.

The Gupta Empire ruled over large parts of the Indian Subcontinent from the 4th century CE till the 6th century CE; a different line, known as the Later Guptas, ruled from the 6th century CE till the 8th century CE in eastern India. Current consensus in Indian historiography places the early medieval period from the second half of the 7th century CE till the late 12th century CE. Medieval India is dated from the 13th century CE till the first half of the 18th century CE, although there is another growing consensus that the period from the mid 16th century CE till the 18th century CE constitutes an early modern period in Indian history. The Mughal Empire expanded over extensive parts of the Indian

subcontinent from the second half of the 16th century CE till the early 18th century CE.



Biswajit (Bish) Chanda

After he graduated from IIT, Kharagpur in Civil Engineering in 1962, Bish went to Dusseldorf, Germany to gain further experience in his field. There he met his future wife Ingrid Hannen and both decided to immigrate to Canada in 1967. After working some time in Toronto, in 1972 they settled down for 25 years in Sept-Iles, Quebec when he worked for the Iron Ore Company of Canada. He took his early retirement in 1997 to move to Montreal to start his practice as an independent Consultant. In 2004, he along with several colleagues co-founded New Millennium Iron Corp., an iron ore exploration and development company. He retired from active service in 2015. Bish is presently involved in studying works of his grandfather, noted historian Ramaprasad Chanda, with the goal to expand Ramaprasad's biographical page on Wikipedia to commemorate his 150th birth anniversary in 2023.

শুভেচ্ছাবার্তা

2004, we moved from Ottawa to Montreal. The adjustment was difficult as we had left all our friends there. We were contemporary in terms of our arrival to Canada as well as having our first born. Too many common situations that we faced and embraced together. The 2h driving time did not even act as a hindrance, and we were happy to oscillate between O to M.

Durga Pujo was one such event we could not think of not going to Ottawa. It was actually Covid and Ashutosh's student group that led to a strong bonding, and I embraced them like my extended family. We were all stranded in a war like situation and felt like there was no way out.

The students got involved with IBAM activities and in turn they made sure that we also participate. We then actively started coming to IBAM functions. It is obvious that the club has evolved over the past two decades. I feel the tremendous public relation and the interpersonal bonding, undertaken by IBAM, obviously made a great impact.

Dr. Monisha Sanyal

Former President, IBAM Editorial Board

শুভেচ্ছাবার্তা

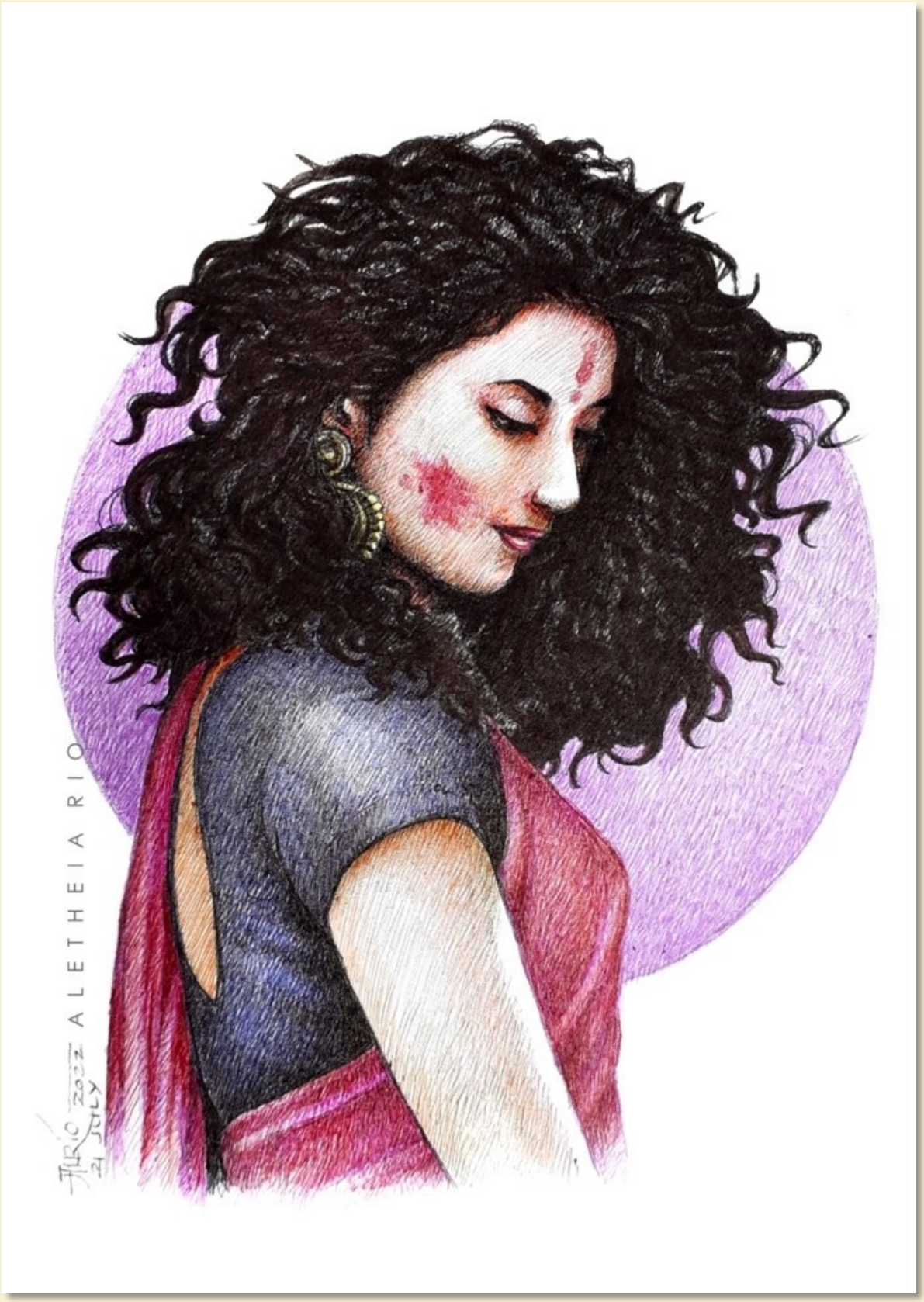
It gives me great pleasure to see how Mon Montreal has flourished over the years. The idea of publishing a digital magazine started in the midst of the pandemic, when the IBAM organization was struggling to keep itself relevant. The task was daunting, and we had a brand new ExCo. It took relentless hard work from the ExCo, the editorial board members and support from the entire community to publish the first edition. Since then, there have been multiple editions of Mon Montreal and the new editorial board is doing an excellent job as well. I look forward to seeing many more editions of the magazine in future. Great job team!

Atanu Ghosh

Former President, IBAM

ক্যামেরা ও ক্যানভাস

মন মন্ত্রিয়াল



Vijayadashami

Aletheia rio



A Mother is always a Mother, no matter how unique the child is

Suranjana Sikdar-Ghosh

Two paintings



Bipradeb Singha



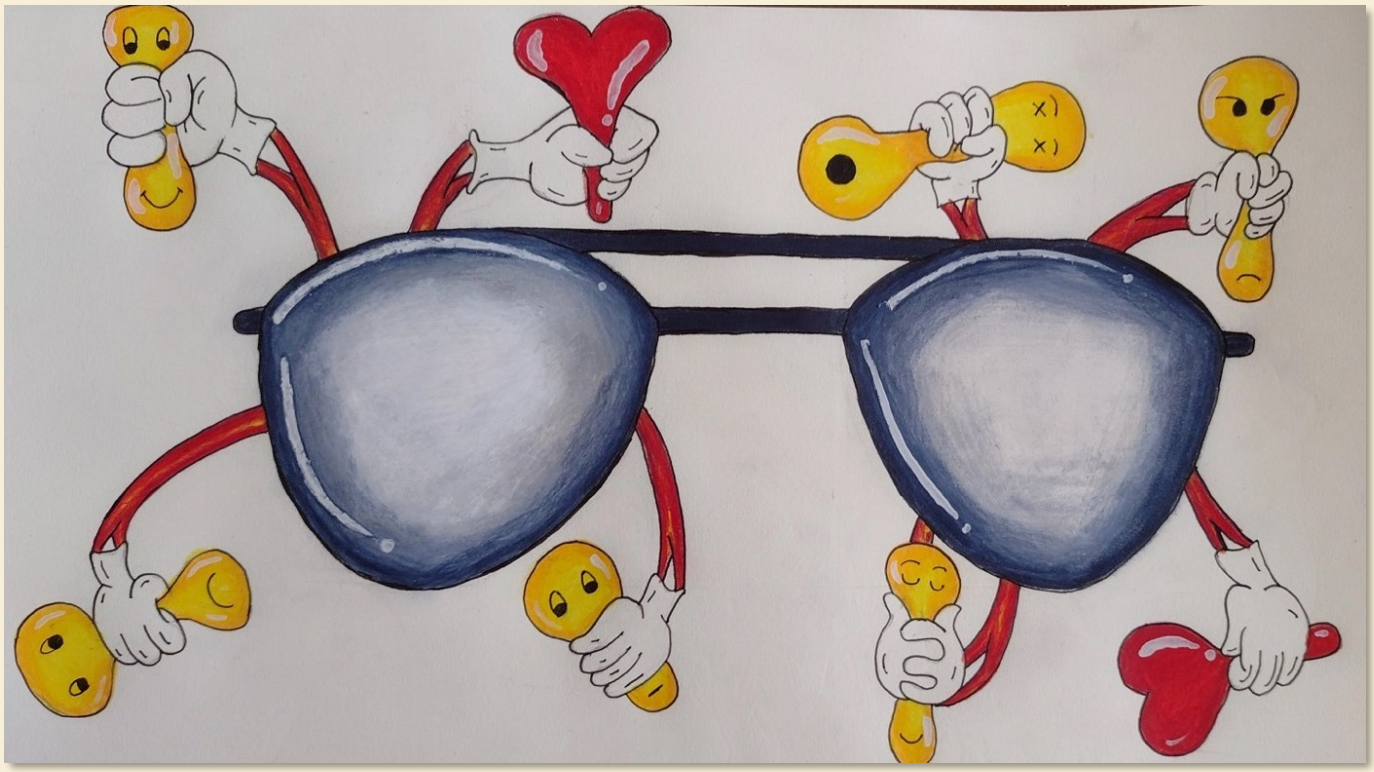
Bipradeb Singha







Arnab Barua



Arnab Barua





'Count Billy the Bat'

Shahali Mitul



Tale of 2 cities

Susmita Bose

চিত্রকর পরিচিতি

Artists' Profile



Suranjana Sikdar-Ghosh

She is now in Montreal but born and brought up in Calcutta. She is an IT professional by chance but an avid traveller by choice. Apart from exploring new places she has interest in experimenting different cuisine. Horse riding, cooking, painting are some of her interests. She believes in enjoying every moment of life and never misses the chance to be



Bipradeb Singha

I do acrylic painting on canvas. Professionally trained as a cancer/cell biologist and currently working for a biotech company as a Project Manager Scientist. We are a family of 3, located at Chateauguay, Quebec.



Aletheia Rio

A Multimedia Design Specialist from the Philippines.



Shahali Mitul

Cover Illustration Artist

She is an Economist. Involved in artwork for two years. Mostly works with water colours and ink. Has a great interest in literature, History, and Botany.



Arnab Barua

He is working as an independent Sketch Artist in Montreal, Canada, perfecting his craft and experimenting with different artistic media. The love for mountains and trekking grew up tremendously since his childhood days. Currently, he is a postdoctoral student in Mathematical and Theoretical Biology at the University of Montreal, Canada. Besides his work, he does paintings, drawing and singing. He finds beauty in Surrealistic and contemporary art. Throughout his life, he got inspirations from Salvador Dali, Vincent Van-Gogh, Banksy, and Ice-Sot. Visiting Moco museum was a turning point in his artistic journey. It changes his perspective on art.



Babli Gupta Bardhan

I am an artist and a mother. I draw my inspiration from nature, the hustle and bustle of city-life, and the quaint serenity of the mountains that have been my home while growing up. I am originally from Assam, but now I have made Kolkata my home.



Soubhik Samanta

Founding member of this magazine. Passionate about painting and photography. A Full time বাঙ্গালী, part time Engineer.



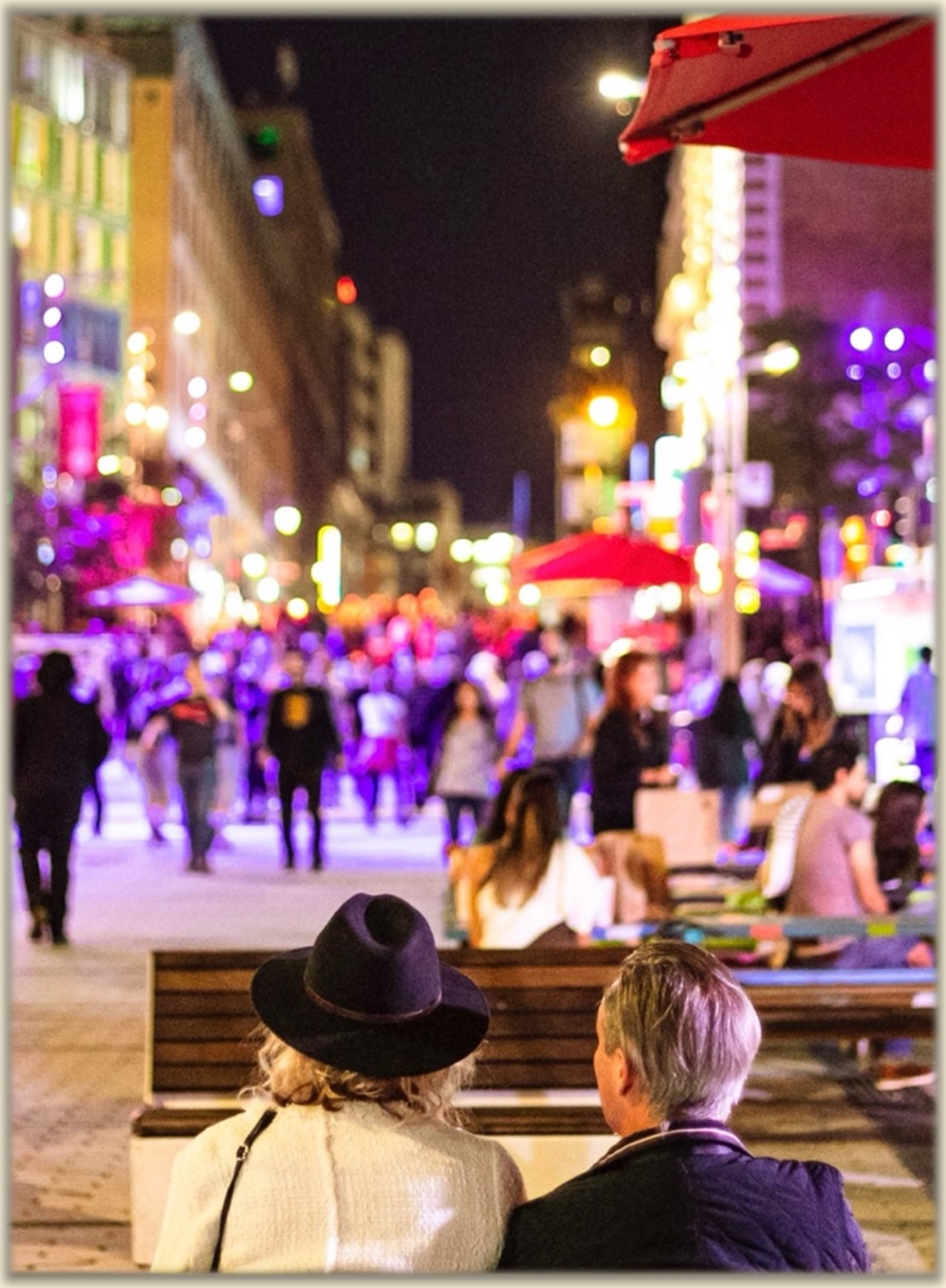
Susmita Bose

A public accountant by profession, she is a trained Indian classical singer, musician as well as a dancer. She is also a Western classical violinist from ABRSM London. She has been a part of Mon Montreal since its inception in 2020



Narnia

Ami Saha



Citylights

Ami Saha



Street

Ami Saha



Fireworks

Ami Saha



Valley OF Flowers

Ami Saha



Ami Saha

Ami is a marketing professional working in the Automation sector in Montreal. Originally from Malda, he did most of his schooling in Kolkata and spent his professional life inn various cities across India before moving to Canada in 2019. Relatively new to the IBAM community, Ami moved to this city from Toronto in 2021. He is passionate about posto, emotional about Kolkata Biryani and generally up for a debate on how Byomkesh Bakshi is as good as Hercule Poirot.



Lifestyle

Sanidapan roy

GULLY BOY!!!

SANIDAPAN ROY





Street Clicks

Sanidapan roy



Sandipan Roy

I recently got transferred to Montreal in April this year. Currently working as an IT professional. I love football, music and am a travel enthusiast.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মন মন্ত্রিয়াল

Puja Saree

1990

Founded in 1990, Puja Saree was amongst the first South Asian clothing boutiques to open in Montreal, Quebec. Since then, Puja Saree has been serving various communities local to the city, as well as visitors to provide them quality South Asian clothing. It has been a must visit boutique for your clothing needs for personal, cultural, wedding, and religious events.

2493 Centre St, Montreal, Quebec H3K 1J9

(514) 932-3892

A NOTE OF THANKS TO OUR SPONSORS



524 Rue Jean-Talon O, Montréal, QC H3N 1R5

A NOTE OF THANKS TO OUR SPONSORS



A NOTE OF THANKS TO OUR SPONSORS

Who we are

A premier trucking company strategically positioned in Montreal, dedicated to local and interprovincial transport. Our offerings include several transportation services like TL, LTL and specialized logistic services. We are "HESMAN", a company that listens to and adapts to the different needs of our customers.

GET IN TOUCH WITH US

We take care about transportation for your business

The entire Hesman Transport team is committed to providing efficient and personalized service to its customers. A warm and friendly service awaits you!

Montréal, Quebec

9393 Boulevard Louis-H Lafontaine, Anjou, Qc, H1J 1Z1

info@hesmantransport.com

514-999-0288

https://hesmantransport.com/

A NOTE OF THANKS TO OUR SPONSORS

CENTURY 21®
Unique
AGENCE IMMOBILIÈRE



KOMAL ARORA
COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL
514.663.4883
komal.arora@century21.ca

PRAKASH SAHU B. Ing.
COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL
514.575.8109
prakash.sahu@century21.ca

Chaque franchise est indépendante et autonome.

208-203 Hymus, Pointe-Claire Qc H9R 1E9

YOUR SATISFACTION IS OUR PRIORITY !

ENGLISH, FRANÇAIS, HINDI, PUNJABI

A NOTE OF THANKS TO OUR SPONSORS



A NOTE OF THANKS TO OUR SPONSORS

সম্পাদকমণ্ডলী

Editorial Board



Archisman Chaudhuri

I am a historical researcher. I worked as a postdoc at McGill University (2019-2021), when I began to volunteer for the IBAM magazine as an editor. Currently, I work at Rutgers University, New Brunswick, USA. I love to read and learn new languages.



Soubhik Samanta

Founding member of this magazine. Passionate about painting and photography. A Full time বাঙ্গালী, part time Engineer.



Moinak Banerjee

I am a doctoral student of literature, aesthetics, and politics at McGill. Looking forward to read and write with you.



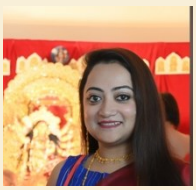
Urmibhushan Bhakta

Scientist by profession, loves to read. Too lethargic to write.



Anwesha Bhattacharjee

My stint with words started when I was in school. Later, at UT Dallas, I wrote and edited for The Mercury, our university broadsheet, for over five years. During my tenure as an editor for the newspaper, I won several state and national collegiate journalism awards for in-depth news features and investigative stories.



Chandreyi Chakraborty

Literature is one of my greatest passions. In my free time I enjoy reading, writing, reciting. I have been a teacher for quite a few years now, however, at present I'm exploring new avenues career wise. It's indeed a pleasure to be associated with "Mon Montreal" this year.



Susmita Bose

A public accountant by profession, she is a trained Indian classical singer, musician as well as a dancer. She is also a Western classical violinist from ABRSM London. She has been a part of Mon Montreal since its inception in 2020



Simita Kundu

PhD student in McGill University. Apart from being a techie, she loves to dive deep into literature, music, and spirituality.



Saikat

A Doctoral Scholar of Civil Engineering at Concordia University. An amateur theatre worker and Literature enthusiast.

He sincerely believes that nurturing the cultural expressions are of prime importance for a diasporic community to comprehend its own space in the global sphere.



Amardip Kumar Singh

As a Ph.D. student at Ecole de Technologie Supérieure (ÉTS), Amardip arrived in Montreal in February 2020. Apart from being a researcher in the field of Telecommunications, he is actively involved in archiving oral history of The 1947 Partition witnesses. With the experience of leading various socio-cultural bodies in Kolkata while studying at Presidency College, he adds the critical organizational skills to IBAM. He also likes to read, debate, and play cricket.


INDIAN BENGALI ASSOCIATION
OF MONTREAL